















কবিরঞ্জন  
কাব্যসংগ্রহ

অর্থাৎ,

কবিরঞ্জন ৩রামপ্রসাদ সেনের  
বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণকীর্তন, কালী-  
কীর্তন, সীতাবিলাপ  
ও  
পদাবলী ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক  
প্রকাশিত ।

কালকাতা

টাইন প্রেসে

শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা

মুদ্রিত ।





# সূচীপত্র ।

অথ গণেশ বন্দনা	...	১	মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে	
অথ সরস্বতী বন্দনা	...	২	গমন	৩৪
অথ লক্ষ্মী বন্দনা	...	৩	সুন্দরের মালা গ্রহণ	৩৫
অথ কালী বন্দনা	...	৪	কবির মালাসংক্রান্ত পরিচয়	
জাগরণারম্ভঃ । বিদ্যার			লিখন	৩৬
পাত্রাঘেষণে মাধব ভাটের			মালিনীর হাট পরিভ্রম	৩৮
কাঞ্চিপুর গমন	...	৮	পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার	
সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা	১১		নিকট গমন	৪০
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ ।			মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা	
(রাজধানী ও গড় বর্ণন ।)	১৫	...	...	৪১
বাজার বর্ণন	...	২০	মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়	
সরোবর বর্ণন	...	২১৫	...	৪৩
বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে			মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর	
নগরনাগরীদিগের উক্তি	২৩		কথোপকথন	৪৪
কবি দর্শনে কামিনীগণের			মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার	
স্লামোদ্দীপন	...	২৬	বার্তা কথন	৪৬
মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়			বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন	৪৭
...	...	২৭	সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সুখী	
অথ বিদ্যার রূপবর্ণন	৩০		প্রতি উক্তি	৪৯
অথ মালিক রূপাঙ্ক	৩২		বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ	৫০

বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব	৫০	রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের	
বিদ্যার বাসরসজ্জা	৫২	পুনর্বাচ্চল	৭৮
কবির ভগবতীর স্তব	৫৩	বিদ্যার 'ঈর্ষ্যসংবাদ' অবশেষে	
কবির হৃদয়পথে গমনোদ্যোগ		'ভূপতির কোটালকে ধরিতে	
...	৫৪	অহুমতি	৮০
বিদ্যার উৎকর্ষাবস্থার সূন্দরের		ভূপতির চর্জনে কোতোয়ালের	
দর্শন	৫৫	বিনয়	৮২
বিদ্যা ও সূন্দরের বিচার	৫৬	চৌধ্যসংবাদার্থ কোটালিনীর	
বিদ্যাসূন্দরের বিবাহ	৫৯	অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ	
শৃঙ্গার উপকর্মে বিদ্যার বিনয়		কথোপকথন	৮৫
...	৬১	কোটাংলার ভূপতি প্রতি মিনা	
শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি	৬৩	...	৮৭
শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি	৬৩	কোটাংলার কর্তৃক ভদ্রকালীর	
অথ বিপর্যাস শৃঙ্গার	৬৬	স্ততি ও প্রসাদপুষ্প নায়ে	
পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার		প্রদান	৮৮
রহস্য কথোপকথন	৬৮	'কোটাংলের চৌর' অধেষণে গজা	
বিদ্যার মানসজ্ঞান	৬৯	...	৮৯
বিদ্যার গন্তু দৃষ্টে সখীগণের		সহরে চৌরপর্যাপ্তে কোটাংলের	
নানা মুক্তিচিন্তা	৭২	চৌরাত্মা	৯০
সখীগণকর্তৃক রাণীর নিকট		কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্ম-	
বিদ্যার গন্তুবার্তা প্রদান	৭৪	বেশে চৌর অধেষণ	৯২
গন্তু দর্শনে রাণীর বিদ্যা প্রতি		চৌর সন্ধানে নিহ্ন ব্রাহ্মণীর	
ভ্রম	৭৫	বৃত্তান্ত	৯৫
রাণী সহ বিদ্যার বাক্চাতুরী	৭৬	বিজ্ঞর নিকটে কোটাংলের নিরা-	

শ্রীমৎ মাধাইর হিতোপদেশ ৯৮	প্রবান	...	১২৩
চোরদরগার্ষে বিদ্যার মন্দিরে	চোর দর্শনে	নাগরিকজনের	
সিন্ধুর লেপন	১০০	শেষ	...
১২৪			
সিন্ধুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক	রাজার সহ	চোরের ব্যাধোক্তি	
ও হীরার শাস্তি এবং	হুন্দের	...	১২৬
হুড়ঙ্গপথে পলায়ন	১০৩	হুন্দের চৌত্রিশাংকরে	
চোরদরগার্ষে কোটালের হুড়ঙ্গ	কালীগুণ্ডিত	...	১৩৪
পনন	...	...	১০৬
হুন্দের প্রতি কালার অভয় দান			
বিদ্যাবাক্যে হুন্দের বারাবেশ	এবং	মনানে	নাথব
ভট্টের			
ধারণ	...	...	১০৯
আগমন	...		১৩০
চোরের স্বাবেশাহু ভবে বিদ্যার	কোটালের প্রতি	মুগব	ভট্টের
সংচরণের খন্দক	লজ্জন	ভুক্তি	...
১৪২			
পরীক্ষা	...	...	১১১
মাথবের প্রতি কোটালের			
হুন্দের বামপদে	খন্দক	কটুবালা	...
১৪৩			
লজ্জনাপ বিদ্যার সহ		ভাটমুখে	হুন্দের বার্তা
শ্রবণে			
কপোৎকপন	...	১১৩	ভূপতির সভাহুঙ্গ
মগনে			
গমন			
অথ চোর দরগ	...	১১৬	...
১৪৫			
হুন্দের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার	হুন্দের প্রতি	ভূপতির	
খেদোক্তি	...	১১৮	বিনয়োক্তি
১৪৬			
কোটালের প্রতি বিদ্যার		কবির	বিনোচন
শ্রবণে			
রাগীর			
বিনয়োক্তি	...	১১৯	বিদ্যার প্রতি
বিনয়			
১৪৯			
চোর দৃষ্টে রাজীর বিদ্যার প্রতি	হুন্দের	বন্ধন-মোচন-সংবাদে	
বিলাপ	...	১২১	বিদ্যার উল্লাস
১৫০			
বিদ্যার স্ববে	কালীর	অভয়	ভূপতিহুইতে
হুন্দের			
সম্মান			

প্রাপ্তি	...	...	১৫২	সুন্দরকে আনয়নার্থ তাঁহার
সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর				পিতামাতার প্রত্যাগমন ১৬৯
অগ্নিবলে	...	...	১৫৪	বিদ্যাবেগে দর্শনার্থ পুৰবাসি
সুন্দরের স্বদেশ গমনার্থ বিদ্যার				নারীগণের আগমন ১৭১
নিকটে বিদায়প্রার্থনা	১৫৫			সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং
বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্ণন	১৫৭			বিদ্যার প্রভোৎপত্তি ১৭৩
বিদ্যার অন্তরালয় গমনার্থ মাতৃ				সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্তি
নিকটে বিদায় প্রার্থনা	১৬১			সংস্থাপন এবং অবসানোদ্যোগ
রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ-		...	...	১৭৫
বচন	...	...	১৬৩	পুল পদনাত্মকে রাজা দিখা
বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন				বিদ্যাসুন্দরের অগারোহণ ১৮২
...	...		১৬৬	অষ্টমঙ্গলা ... ১৮৫



## ভূমিকা

বঙ্গভাষা দিন দিন যেরূপ ক্ষিপ্ৰবেগে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, অচিরেই সেই শুভদিন আসিবে, যখন এই ভাষার ক্রমোন্নতির একখানি রীতিমত ইতিহাস আবশ্যক হইবে। কিন্তু কোন ভাষার প্রাচীন সাহিত্যাদি সুরক্ষিত ও সাধারণে প্রচারিত না থাকিলে, সেই ভাষার একখানি রীতিবিশুদ্ধ ইতিহাস সংকলন বলায়ানসম্ভব, এমন কি, একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রধানতঃ এই কারণে অদ্য আমরা এই কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ • লইয়া বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। এই কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহে কবিরঞ্জন ৮রামপ্রসাদ মেনের কবিতা ও কাব্য, বাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সমস্তই • সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিরঞ্জন বিদ্যা-ভ্রমর, কৃষ্ণকোঁর্তন ও কালীকোঁর্তন আজি প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, পুনর্নুদ্রিত হয় নাই, হুতরাং চক্ষ্যাপ্য হইয়াছে, কালে বিলুপ্ত হইবারও

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাঁহার স্বর্গীয়ভাবোচ্ছ্বাসময়ী  
 স্নমধুর পদাবলি অদ্যাপি বঙ্গের ঘরে ঘরে গীত  
 হইতেছে, সেই কবিবর। ৩রামপ্রসাদ মেনের  
 প্রণীত তিনখানি কাব্য কালকবলিত হইলে বে,  
 বঙ্গভাষার ইতিহাস মন্থকে কিছুই ক্ষতি হইবে  
 না, এ কথাটি অসংশয়ে বলা যাইতে পারে না।  
 কারণ অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ন্যায়  
 কবিবর ৩রামপ্রসাদ মেনও অনেকাংশে বঙ্গভাষার  
 ভাবপুষ্টি ও শব্দপুষ্টি বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-  
 কীর্তন সমগ্র পাওয়া যায় না, তথাপি যে ছুই  
 এক পৃষ্ঠা পাওয়া যায়, তাহাই বা বিলুপ্ত হব  
 কেন? বর্তমান গ্রন্থে কবিরঞ্জন বলিয়া যাঁহাকে  
 উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই কবিবর ৩রামপ্রসাদ  
 মেন। কবিরঞ্জন তাঁহার উপাধি। অনেকেরই  
 মতে তিনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি এবং  
 তাঁহার বিদ্যাভ্রমর ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাভ্রমরের  
 পূর্বে বিরচিত। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া  
 থাকেন, যদিও ছুই একটি ঘটনাংশে ভারতচন্দ্রের  
 বিদ্যাভ্রমরের সহিত কবিরঞ্জন বিদ্যাভ্রমরের কিছু  
 কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তথাপি কবিবর ভারতচন্দ্র

যে উহাকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া তাহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা বাইতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভার্যার ইতিহাসের বিশেষ এমন কি আবশ্যিকতা আছে? আমরা বলি, আছে। ইহা একটি সাধারণ নিয়ম, যে জাতির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, রূঢ়ি ও ধর্ম্যভাব প্রভৃতি বখন যে ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সেইগুলি সেই জাতীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্যাদিতে প্রায় ঠিক সেই ভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা কোন একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্য যে সময়ের, তাহাতে সাধারণতঃ ঠিক সেই সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিতে পাই এবং তাহা হইতে তৎকালান লোকের মানসিক ভাবোন্নতির সীমাও নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন কোন সময়ের কাব্যে কোন সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিয়া, এই জাতি এই প্রথায় উন্নত অথবা এই জাতি এই প্রথায় অবনত হইয়াছিল, এইরূপ আলোচনা করিয়া বর্তমানে আমরা আনাদিপের কর্তব্য অবধারণ করিয়া লইতে পারি। অতএব ভার্যার



ইতিহাসের এতাদৃশী নানাবিধ মহোপকারিণী  
 প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমরা দেখিলাম,  
 প্রাচীন সাহিত্যাদি সংরক্ষণই তাদৃশ ইতিহাস  
 সংকলনের অনন্ত প্রধান উপকরণ। যদি কখন কোন  
 বঙ্গীয় স্থলেখক বঙ্গভাষার একখানি স্মৃতিমত ইতি-  
 হাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই পুস্তক হইতে  
 কিঞ্চিৎশ্রুতিও সাহায্য প্রাপ্ত হন, তখন বুঝিব  
 আমরাদিগের উদ্দেশ্য সকল হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সংসারে দুঃখ যেনন পদে পদে,  
 তেমনি পদে পদে সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য  
 মান্তনার মানগ্রীও আবশ্যক করে। আমরা বুঝি-  
 য়াছি, প্রকৃত কবির কাব্য দুঃখিজনের একটি  
 প্রধান সান্ত্বনা—প্রধান সম্বল। সংসারের নির-  
 বচ্ছিন্ন দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে বান করিয়া বখন আমরা  
 দুঃখের জ্বালার জ্বালাতন হইয়া পড়ি, তখন যদি  
 একজন প্রকৃত কবির একখানি কাব্যের শরণাগত  
 হই, তাহা হইলে সেই কাব্য কত শত অলৌকিক  
 দৃশ্য সম্মুখে আনিয়া, কত শত লোকাভীষ্ট চরিত্র  
 দেখাইয়া, আমরাদিগের সেই দুঃখজ্বালা দেখিতে  
 দেখিতে কোথায় ভাসাইয়া দেয়। কবিরঞ্জন

৩৩  
 রামপ্রসাদ সেনও যে একজন প্রকৃত কবি, একথা  
 বুঝিবার জন্য বড় অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন  
 করে না। কেবলমাত্র তাঁহার পদাবলীর প্রতিই  
 দৃষ্টিপাত করিলে চলিতে পারে। যখন আমরা  
 দেখি, তাঁহার পদাবলীর ভিতর দিয়া ভক্তির  
 স্রোতঃ কেমন খরপ্রবাহে চলিয়াছে, যখন আমরা  
 দেখি, তাঁহার পদাবলী এই অবিশ্রান্ত দুঃখময়  
 সংসার হইতে তুলিয়া লইয়া কেমন অগ্নে অগ্নে  
 আনাদিগকে নিখিল-ঐশ্বর্যময়ী জগন্মাতা জগদী-  
 শ্বরীর অনন্ত-আনন্দময় মহাসিংহাসনের দিকে  
 লইয়া যাইতেছে, তখন আনাদিগের হৃদয় যেন  
 আপনা আপনি এই কথাটি বলিয়া উঠে, ‘রাম-  
 প্রসাদ ! তুমিও একজন সম্মর্থ কবি।’ বর্তমান  
 পুস্তক কয়খানি সেই মহামনস্বী রামপ্রসাদেরই  
 বিরচিত। সুতরাং একজন প্রকৃত কবির কয়খানি  
 কাব্য হান্নাইয়া, চিরদুঃখী বঙ্গবাসী সেই সঙ্গে স্বীয়  
 দুঃখনাশ্বনার কয়টি প্রধান সম্বল কেনই বা  
 হারাইবে? এইরূপ চিন্তা—এইরূপ উদ্বেগও  
 আনাদিগের এই পুস্তক কয়খানি প্রকাশ করিবার  
 অন্যতম কারণ।

নদি উৎসাহ পাই, তাহা হইলে নুদ্রনাভাবে  
 অথবা পুনর্নুদ্রনাভাবে লুপ্তপ্রায় আরও কতকগুলি  
 প্রাচীন কাব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বহুবান্  
 হইব। অলমিতি।

প্রকাশক।

# কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর

অথ গণেশ বন্দনা ।

পরম পুরুষ গ্রহ ,      পুনঃ পুনঃ প্রণমহ ,

পার্বত্যেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত ।

বিভূ বেদবিদ্যাস্বর,      বিনায়ক বিশ্বহর,

বারণবদন গুণযুত ॥

ভরুণ অরুণ অণু,      অতি জ্যোতির্শ্রয় তম্ভ,

আজ্ঞারূপিত ভূগদও ।

আভরণ নানা নভ,      নগি হেম নরকভ,

সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড গণ্ড ॥

অদ্বিতি-অম্বজ-শ্রষ্ঠ,      আরোহণ আশু-পৃষ্ঠ,

আসরে উরহ একবার ।

জনে যদি জপে নাম,      যম জিনি যোগ্য ধান,

যায় তায় করি অধিকার ॥

দেবদৈব দীনবন্ধু,      দাসে দেহি দয়াসিদ্ধ,

সবিশেষ উপদেশ সার ।

শিব কণ্ঠে তুমি মূল,      হও শীত্র অমুকুল,

‘আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

রামরাম সেন নান, মহাকবি গুণদান,

‘ সদা যারে সদয়া অভয়া ।

তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ-পদে,

কিঞ্চিৎকটাক্ষে কর দয়া ॥

## অথ সরস্বতী বন্দনা ।

যত্রে পুটাজ্জলি অতি, বন্দে মাঠা সরস্বতি, .

‘ মহাবিদ্যা সরসিজাসনী ।

কুচভর-ননিতাদী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,

বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী ॥

খেতপদ্ম স্ত্রীচরণ, হংসবধু অমুকুণ,

‘ স্তুতিমণ্ডো বিহর না নিত্য ।

সুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাঠা নিজ আচ্ছা,

কণ্ঠে বসি কহ স্নকবিত্ত ॥

নানা যজ্ঞ তাল নান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,

রাগ ছয় সহিত রাগিণী ।

ন বিদ্যা সংগীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর,

জব কৈলা দেব চক্রপাণি ॥

সেই বস্ত্র এই গঙ্গা, নির্মল স্তূতভঙ্গা,

কণা মাত্রে মহাপাপ হরে ।

সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,

মানকল কহিবে কি নরে ॥

ব্যাস বাম্বীকাদি-চর, মহাকবি মহাশয়,  
 তপ কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান্ ।  
 বহু কষ্টে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,  
 নানা শাস্ত্র করিলা বিধান ॥  
 তব কৃপাদৃষ্টি বারে, জগত জিনিতে পারে,  
 ধরতলে সেই জন ধন্য ।  
 ভূমি গো বাহারে কাম, জীয়া তার কিবা কাম,  
 মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য ॥  
 ভূমি বিশ্ব অস্তর্যামী, শুব কিবা জানি আমি,  
 বেদাগমে অতুল্য মহিমা ।  
 শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, অরহর হরি ধাতা;  
 কোনরূপে না পাউলা গীমা ॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা ।

কমলে কমলা স্বন্দে কোমল শরীর ।  
 কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জার ॥  
 গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধাদেশ ।  
 ত্রিভলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥  
 কাস্তি মধ্যে উভ শুটে গুপ্ত যুগ্ম কোক ।  
 তব রোমাবলী কুচ কুস্ত কহে লোক ॥  
 পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু ।  
 তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে গণি তনু ॥  
 নামা ত্রিলকুল ভাহে বিলোল বেসোর ।  
 পূর্ণচন্দ্র শোভা বেন পিণ্ডি চকোর ॥

## বিদ্যাশুন্দর ।

জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফণ দন্তশোভা ।  
বিদ্যাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা ।  
বজ্রন-গজ্ঞন অঁপি অজ্ঞনে তৃপ্তিত ।  
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ।  
নিম্নিয়া গিধিনিষ্কৃতি শ্রবণ যুগল ।  
দরিদ্র-ঔষিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল ।  
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাই ঠাই ।  
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই ।  
সর্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয় ।  
তৃণ তুলা দ্বারে তার কত গুণালয় ।  
ভব কুপাপাত্র মাত্র ধরাভলে পূজ্য ।  
মত্ত দানে বিস্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য ।  
যে গৃহিষ্ঠনের প্রতি জন্মে তব কোপ ।  
কি তার ঐহিক ধর্ম পূর্ব ধর্ম লোপ ।  
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণনাশি নাশে ।  
থাকুক অন্তর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে ।  
কি আর কতিব বাড়ী জীপুত্র অবশ ।  
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ॥  
এ সর্ব তোমার মায়া জানি গো জননী ।  
এসাদে এসয়া হও জলধিনিম্নিনী ।

---

## অথ কালী বন্দনা ।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম ।  
জপিলে অজ্ঞান যার, বার যোগ্য ধাম ॥

## কবিরঞ্জন

কাল কর পৃথক চিস্তহে মনে এই ।  
লকারে ঐকার দীর্ঘ খড়া বটে সেই ।  
রসনাগ্রে ঝুপ ভরে যত্ন করে লও ।  
ভক্তিগজপৃষ্ঠে চড়ি যমজুয়ী হও ॥  
ভয় নাহি ভয় নাহি, ভয় নাহি আর ।  
শ্রীনাথ কহিলা তব বস্তু সারাৎসার ॥  
নাম নিত্য। নৃত্য। নিধিনাথ-উরে ।  
বিপরীত কাব লাজ পরিহরি দূরে ॥  
কাঁদখিনী জিনিয়া নিশ্চল বর্ণ কালো ।  
কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো ॥  
কটিতটে করালি ল. স্বত মুণ্ডমাল ।  
লোণ জিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল  
হেরি বপু রিপুচর ভয়ে কম্পবান ।  
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥  
অপক্লপ শবুগ শ্রবণ গুণলে ।  
বিগলিত কুণ্ডল লোটিয় ধরাভলে ॥  
বিবদ্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে ।  
ত্রিকট বদন স্খাপানপাত্র হাতে ॥  
সিত পীত লোহিত অসিত রূপ ছটা ।  
হুকে জুকে উর্দ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা ॥  
হীত রথি সারপি তুরঙ্গ করিবর ।  
নিবাকুলে শঙ্কল অশান শঙ্কাকর ॥  
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল ।  
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল ॥



## বিদ্যাশূন্য ।

অখিল জননী তব চরিত্র এমন ।  
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন ॥  
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ।  
আমি কি অধম এতৌ বৈমুখ আমারে ॥  
জন্মে জন্মে বিকারেছি পাদপদ্মে তব ।  
কহিবার কথা নয় বিশেষ কিস্কব ॥  
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।  
আনি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

‘অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম ।  
পরম রহস্ত-কথা শুন গুণসম্ম ॥  
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস ।  
বর্ণনা যোগ্যতা নটে কার্যকর্তা যশ ॥  
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি ।  
প্রাপ্ত মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥  
নহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে ।  
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥  
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয় ।  
চির কালাস্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥  
চক্রে স্বৰ্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে ।  
ক্রোধমুক্ত বিধুভদ্র শত্রু নিরীক্ষণে ॥  
সতী সঙ্গি সতক্তি হৃদয় পদ্ম বৃন্দা ।  
‘নিতান্ত বিস্মিত বিরিক্যাদি সুরহন্দ ॥

## কবিরঞ্জন

মহাভীতা ধরনী স্থস্থির নহে প্রাণ ।  
চিস্তয়তি কোন রূপে পাই পরিজ্ঞান ॥  
স্নেহমুখী হৈচর্যগণ মহাক্লাদ ।  
নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ ॥  
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ ।  
উথলে করুণাসিকু অঙ্গ গদগদ ॥  
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামহে ।  
অগ্নি তুরা দামদাস দামীপুত্র হই ॥

---

কবিরঞ্জন  
বিদ্যাসুন্দর ।

জাগরণারম্ভঃ ।

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাঁটের  
কাঞ্চিপুর গমন ।

বীরসিংহ মহামতি,    হৃদয়ে চিত্তিত অতি,  
হুহিতার যোগ্য পতি কই ।

রূপে গুণে কুলে শীলে,    সর্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে,  
বিশেষত বিদ্যালাপে জই ॥

সে জন তাহার প্রভু,    প্রতিজ্ঞালব্ধন ভু,  
নহে কোথা সুপাত্র এমন ।

যত যত ভূপসুত,    রূপেতে বটে অদ্বুত,  
বিদ্যা নাই উপায় কেমন ॥

নিকটে মাধব ভাঁট,    কত মত করে ঠাঁট,  
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র ।

তনু তনু মহাশয়,    একথা অনাথা নয়,  
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র ॥

## কবিরঞ্জন

ভাটবাকো অট্টহাসে, সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে,  
সিরপা করিলা তাজি ঘোড়া ।

ছিড়িয়া গল্লীর হার, নানা রত্ন দিলা আর,  
খাস পোষাকের খুসা ঘোড়া ॥

বিদায় করিয়া ভাটে, পুনরপি রাজপাটে,  
রাজকন্ঠে মন দিলা ভূপ ।

মিলিবে উত্তম বর, অপরূপ শুণধর,  
মনে মনে জানিলা স্বরূপ ॥

মাধব তুরঙ্গ চাপে, গোঁপে পাক দিয়া দাপে,  
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাক ।

পবনগননে যায়, পাছু পানে নাহি চুর,  
প্রমাদেতে পরম কৌতুক ॥

লমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত নিলে নাই,  
শেষ কাকিরেশ উপনীত ।

পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,  
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত ॥

কোন শাস্ত্রে নাহি ক্রটি, যে যে বহু দৃঢ় কোটি,  
কণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ।

মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়,  
নিহাশ বিদ্যার এই কান্ত ॥

চিহ্নে চমৎকার লাগে, করঘোড়ে খাড়া আগে,  
রায়বার পড়ি করে স্তব ।

শিরে উন্নীত হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,  
তনি সুখী সুন্দর নীরব ॥

বাবুজি কুণ্ডিস মেয়া, বর্জয়ান বিচ ডেরা,  
নাম তো হামারা মাধো ভাট ।

আরজ করোঁগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,  
আর তো লাগায় তোম হাট ॥

আয়া হৌ যো চড়ে ঘোড়ে, তসুনিয়া পায় হৌ বড়ে,  
ও লেকেনু ভুল গেয়া সব ।

খেলাপ না কহো বাবু, তোম্‌নে মুখে কিয়া কাবু,  
মেই রোই তুঝে দেপা যব ॥

চিন্‌ লিয়ে দেওকে এয়সে, আপ কে সুরত যেয়সে,  
ছনিরামে পয়দা কিয়া সোতি ।

দেখা হৌ মুলুক কেতা, ছত্রিয়েনে রাজা যেতা  
তেরা মোকাবিলা নাতি কোহি ॥

বীরসিংহ নাম রাজা, জাত্মে হ্যায় বড়া তাজা,  
শোন হৌগে ওন্কা ভেকের ।

ওন্কা ঘরমে লেঙ্কী এক, তারিফ করোঁমে কেতেক,  
রাত দেন সাদিকা ফেকের ॥

কওল এত্না কি হেয়ও, হজিমত্‌ হি দেগায়েও  
শাস্ত্রমে ওহি ওন্কা নাথ ।

তোমারা হৌ এসা জান, বো কহৌ সো কহা মান,  
তোম সকোগে আও হামারে সাত ॥

বিরলে ডাকিয়া নিয়া, সুন্দর সুস্থির হৈয়া,  
শুনিল বিশেষ আর কথা !

বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে বাই  
নিবসি রমণীমণি যথা ॥

পিয়াবিদ্যানান সুধা,                      স্নানরের গেল সুধা,

ରତ୍ନାଗାରେ କରିଳା ଶୟନ ।

যোরঙের নিখি শেষ,      ধরি কালী নিছ বেশ,

সবিশেষ কহেন স্বপন ॥

ভাব কেন ওরে ভুল,                      আনি তব অনুরক্ত,

সেও তো আনার দাসী বটে।

পরন রূপসী সেই,      একান্ত জানিবে এই,

•      **ভক্‌গী তোমার ভরে ঘটে ।**

ଅଥମେତେ ଶୁଷ୍ଟ କାୟ,      ବାକ୍ତ ଶେଷେ ମହାରାଜ,

কোটাণে কহিবে কাটিবারে ।

সে কিছু মানস নয়,                      কেবল দর্শনই বস,

পরিচয় লইবার তরে ॥

मन्त्रान् कृत्रिमे पुनः                      काद्वय ईशान् वन,

প্রান্তে চল বীরসিংহ-দেশ ।

একাকী যাইবা ছমি,      সঙ্গে সঙ্গে বাব আমি,

কদাচ না ভাবিও রে কেশ ॥

দশম দিবস গোণ,                      এত বলি গাথা যৌন.

স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা ।

শ্রীকবিরঞ্জে কর,                      রজনী প্রভাতো হর,

নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ।

বন্ধে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি ।

কায়্যাহেতু যোগে বাজাই করে গুণরাশি ॥

বিশ্বপত্র আশ্রয় লইলা গুণধাম ।  
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু অপে হুর্গনিাম ॥  
 সেইক্ষণ নাহেস্ত কহিব বাড়াহুঁকিবা ।  
 দক্ষিণে গেল মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা ॥  
 দেখু বৎস প্রযুক্ত সন্মুখে বরাদনা ।  
 পূর্ণকুন্ত কণ্ঠে মজকুঞ্জরগমনা ॥  
 বুঝিলা বিনোদবীর বিন্যাসবতী লাভ ।  
 প্রসন্ন পক্ষ পুন্দ্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥  
 এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা ।  
 মহাপ্রণো মগাকবি প্রবেশিলা একা ॥  
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাতি চলে রাত্র দিবা ।  
 কি ভয় সঙ্কটে মদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা ॥  
 পথশ্রমে মদ্যপি কন্ডায় বড় ক্ষুধা ।  
 ক্ষতিপপে গিয়ে বিদ্যানান্দরসমুদ্রা ॥  
 বনে বনচর কত চবিয়া বেড়ায় ।  
 তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায় ॥  
 ভক্ষে ভয় দর্শাইতে দেবা ভগবতী ।  
 মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি ॥  
 ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর ।  
 তালবৃক্ষ তুলা ভাসে প্রায় কুন্তীর ॥  
 সূতঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাণে ডরে ।  
 ফাঁপর হইল ফিরে নেতে চাহে ঘরে ॥  
 হেন কালে শুনহ পুন্স এক কথা ।  
 অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা ॥

বিভূতিভূষিত তনু কঠে অক্ষমাল ।  
 তাম্রবর্ণ জটাতার হুই চক্ষু লাল ॥  
 করোপরে ত্রিশূল শার্দূলচর্চ কক্ষে ।  
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে ॥  
 যোগী জেনে যতনে যুক্তিয়া হুই পাণি ।  
 ধরা লোটায়েয়া পড়ে চরণ হুথানি ॥  
 যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার ।  
 কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥  
 স্তম্বর কহেন নিবেদন মহাশর ।  
 কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিদ্ধুর তনয় ॥  
 স্তম্বর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই ।  
 বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশ যাই ॥  
 যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে ।  
 পথপ্রাপ্ত নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥  
 পুনরপি কহে অশ্রমি পথপ্রাপ্ত নই ।  
 ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপামই ॥  
 দম্বজ-দলনী শ্রামা জননী যাহার ।  
 জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥  
 আরবার যোগী বলে শুন হে বালক ।  
 শিবপদ শুভ্র তিনি অগতপালক ॥  
 আকতোষ দেবদেব সৌখ্যমোক্ষদাতা ।  
 সহস্রট শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ভাতা ॥  
 দ্বান কর শুচি হও দণ্ড হুই রহ ।  
 কালীন্দ্র পরিহর হরময় লহ ॥



কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু ।  
 বুদ্ধিগাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥  
 কেন নহিবেক চাহি এমনি ষ্ঠ ভক্তি ।  
 কোন্ গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥  
 শৈলপুত্রী মুক্তিকর্কী জগদ্ধাত্রী কালী ।  
 মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী ॥  
 তোমার বাতাসে সর্ব স্বর্ষ্য নষ্ট হয় ।  
 এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয় ॥  
 কণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে ।  
 বুঢ়িগ বাহ্যার নদী যোগী নাহি কাছে ॥  
 শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই ।  
 মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই ॥  
 ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা ।  
 গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা ॥  
 আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম ।  
 সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম ॥  
 পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ।  
 ত্রীভুগা স্মরণ করি করিলা গমন ॥  
 কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান ।  
 ছয় মাসে আসে লোক কঠাগত প্রাণ ॥  
 কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ ।  
 দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।  
 আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ ।

(রাজধানী ও গড় বর্ণন ।)

প্রভাতে উদয়াদিতা, সুন্দর প্রকল্পচিত্ত,

প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ ।

স্বচ্ছন্দ সকল লোক, নাহি রোগ ভংখশোক,

নাহি কোন অধর্মের লেশ ॥

দিবা পরিচ্ছদ পরে, গান বাদ্য ঘরে ঘরে,

তিলেক নাহিক তানভঙ্গ ।

বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাজ্যদিবা,

রাগরঙ্গ উত্তম প্রমত্ত ॥

পরস্পর স্নকোটুক, কাবা ছাড়া একটুক,

কদাচিত্ত মুখে নাহি ভাষা ।

গোধনরক্ষক যাক্সা, সঙ্কীর্তন ভাবে তারা,

কে বুকে পণ্ডিত কেবা চামা ॥

পরম পবিত্র রাজ্য, পরস্পর পূর্ণকার্য,

সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক ।

কমলকল্যা ভূপ, • আধিপত্য নানারূপ,

দীন নাহি সে দেশে জনেক ॥

চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ্চাঘ পড়ুয়াচয়,

দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী ।

কারো বা ত্রিহোত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,

দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির দীনা নাই,  
 ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ ।  
 বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যত-প্রাক্ত,  
 স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥  
 অযাচক সক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ,  
 ভক্ষণ কেবলমাত্র বাধু ।  
 প্রচণ্ড-প্রতাপ-তর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,  
 যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু ॥  
 প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,  
 ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিরোগি ।  
 ভূপতির আস্ত্র আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,  
 চিরস্থিতি স্থপে করে ভোগ ॥  
 দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর,  
 অমরাবতীর প্রায় লাগে ।  
 বাহিরে সহরধানা, আগে নেওয়াতির থানা,  
 ধমকে অমনি ভূত ভাগে ॥  
 গামে বাক্স কত বাধী, ইরাণি তুরকি তাজি,  
 মধ্যে গাজী বসেছে সবাই ।  
 বৃকেতে ঝাম্পান ঢাল, বৃগল লোচন লাল,  
 গোরা গায় চিকণ কাবাই ॥  
 তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়,  
 কাটকে আটক আটাআটি ।  
 বিদেণীর লয় ঝাড়া, সেফাই আলরে থাড়া,  
 হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥

আকিঙ্গে হানেশা মস্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত,  
 ঘুমে আঁখি কুমারের চাক ।  
 ব্যাব্রতুল্য বস্মো আছে, গোলাম দাঁড়ারে কাছে,  
 গরবেতে গোঁপে দেয় পাক ॥  
 কিবা কহে বিজিবিজি, কত বুঝি নাও বুঝি,  
 বিষম মগজ সদা টেড়া ।  
 ওরে বহিনা ভুরজারি, এমসারে স্বস্তরা গারি,  
 বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া ॥  
 মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা,  
 'মহিনা অসীম পরাক্রম ।'  
 তাকাইতে একটুক, ভয়ে প্রাণ ধুকধুক,  
 কেবল সাফাত তুল্য গম ॥  
 রানি মোগলবটা, চাপদাড়ী নেতীকটা,  
 মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ ।  
 পারসি আরবি কয়, কত নাচি নৃত্যভয়,  
 সনরে প্রথর যেন বাব ॥  
 নোন্না মোকাদিমা কাজি, আখিলএসাদ রাজি,  
 'ইয়ে হফীজকে কিয়ে আওয়াজ ।  
 'কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,  
 পাঁচ ওক্রে করয়ে নমাজ ॥  
 কোহি বেলনে নাহি জুজ্জেকা হোগা আপের নুকে,  
 কিয়া হৌ বচত বুয়া কাম ।  
 সাহেব জি জানা দেও, এরাই আরজ লেও,  
 পড়াহৌ লাচার বড়া হাম ॥

তার আগে খোঁসখানা, নানা রঙ্গে পক্ষী নানা,

‘ ময়না মদনা কাকাতুরা ।

টিলা হোতা করিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি,

হিরামন লালমন শূয়া ॥

পাতাড়িয়া নত পাণী, দেখিলে জুড়ায় আঁখি,

উড়ের উপরে আছে কুলি ।

শিবভর্গা শিবরাম, ‘সদা রাধাকৃষ্ণ নান,

না পড়াতে পড়ে এই বুলি ॥

ফিলখানা তার আগে, চিত্তে চন্দ্রকার লাগে,

নীলগিরি তুল্য কনিবব ।

হাজার হাজার আর, ঠাঁই ঠাঁই ককসাব,

নীলগাও বাউট নিস্তব ॥

বোহার জিভির পাখ, চক্ক পাখিহা চাব.

পীজিকা পোনা কত শেব ।

উজ্জ্বল ভরুক মেড়া, মেড়াগোন ভৈরব গদ,

জোয়ারর জানোয়ার ভেব ॥

বানো দানোদর নদ, গড়তুল বীকা নদ.

চৌদিকে বেষ্টিত বেঁজু বাশ ।

ফুল্ল বিবম উজ্জ, পাতাড় তাহার তুল.

ভলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস ॥

হোণখনি গীমা কিবা, হুড হুড রাত্রি দিবা.

নিরন্তর সুনিবস্তু তথা ।

নামজাদা মালগুনা, গায় মা গ রাগা মূলা

বিহনের কত কব কথা ॥

গাছে ডানা নাহি আঁচি, ধমকেতে নাচি ফাচি,

গোড়াহুকা উপাড়ে অননি ।

গিছে হটে নাহে তাল, দেখিতে সাক্ষাত কাল,

অকালেতে জলদেব ধনি ॥

বহির্দ্বারে বসে ভেলা, ভ্রমে পড়ে করে পেলা,

সকলীন সভাই ভাগি জানে ।

পরস্পর ছিদ্ৰ চান, যে যাবে পাণোটে পায়,

হাঁ করিয়া একা চোট জানে ॥

কোঁচী কোঁচী হিবনাজ, যে না বিদে একান্নাজ,

রাগ বাঁশে কেহ নহে টুটা ।

বাঘে ও মণ্ডিবে বড়ে, দারা বধা বস্ত্র পুড়ে,

কোনকে নান বুঝে ছটা ॥

সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, স্বকবি স্বন্দর লনে,

বত চাই কত চমৎকার ।

কাগিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকন্ধ্যাস্ত্রী,

সৃষ্টিতে তুলনা নাতি বাব ॥

মল বস্ত্র পূর্ণ দেশ, কি কহিব সবিশেষ,

সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি ।

কালী-পাদপদ্ম-ভঙ্গে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,

আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

## বাজার বর্ণন ।

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার ।  
 বিদেশী বেপারি, বৈসে হাজারে হাজার ॥  
 বণিজি দোকান কত শতশত ঠাই ।  
 মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥  
 বনাত মধুমল পটু ভূসনাই খাসা ।  
 বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা ॥  
 মালদই নুলাটা চিকণ সরবন্দ ।  
 আর আর কত কব আমির পছন্দ ॥  
 বিলাতি বহুত চিজ বেস কিন্তের ।  
 খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥  
 সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই ।  
 বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥  
 তাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল ।  
 শমন সুনান দর্প ছুই চক্ষু লাল ॥  
 চৌপোফা ব্রজাই দাড়ি থুলিয়াছে ভাল ।  
 সফেদ পোসাক পরা কলেবর কাল ॥  
 রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে ।  
 পূৰ্ণদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥  
 ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র ।  
 যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র ॥  
 ছুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গুলাম ।  
 সরদার লোকে যত করিছে শেলান ॥

আগে ডকা সস্তরি সস্তরি চলবাণ ।  
 বাজে নামা জগৎলক্ষ ভেঁওরি বিশান ॥  
 হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল ।  
 ধমকে চমকে তহু ধরু যায় তল ॥  
 নকিব কুকারে সদা হাজারির ভুর ।  
 সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর ॥  
 সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত ।  
 পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালি রূপামণি ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### সরোবর বর্ণন ।

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর ।  
 ক্ষটিকে নিশ্চিত ঘাট পরম সুন্দর ॥  
 তীরতরু স্বর্ণ-নিবন্ধ শাখামূল ।  
 মঞ্জুল বজ্রলবনে মত্ত অলিকুল ॥  
 নিরমল জল শতদল বিকসিত ।  
 স্রবৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত ॥  
 হংস হংসীগঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া ।  
 বিরোগীজন্য চিত্তে জন্মে মহাপীড়া ॥  
 শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন ।  
 তত্র মনোভব আবির্ভব অলুকণ ॥



দত্ত বচনল সেই কি কহিব কথা ।  
 এককালে মৃতিমস্ত ছয় ঋতু যথা ॥  
 অতি চিত্র বিচিত্র গুনহ ক্রমে ক্রমে ।  
 কণেক নলিনীশোভা হত হিয়াগমে ॥  
 কণে শীত নিপরীত কম্পমান তনু ।  
 সুদামন তিতকারী ভানু ও কুশালু ॥  
 বলবন্ত বসন্ত তুরন্ত অনভূত ।  
 রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত ॥  
 এমত রহন্ত কান সে নিজে অনন্দ ।  
 দত্ত গুপ্তদহু চাক্র গুণচয় ভূষ ॥  
 মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ গুই ।  
 তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জই ॥  
 অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে নধু ।  
 গুঞ্জরে মঞ্জির রব পরভূতবধু ॥  
 পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করিতে লয় তুলি ।  
 নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলি ॥  
 চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে ।  
 গজ্ঞন-গজ্ঞনী-প্রেম হিলেক না টুটে ॥  
 কণে বিষতুল্য কর সূতাপিত মহী ।  
 সুপ্ত শিশুী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অতি ॥  
 মুগেঙ্গে গজেঙ্গে নিবসতি একঠাই ।  
 এমন জাতির ধর্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই ॥  
 কষ্ট ভাপে চাতকচাতকী উদ্ধে তাকে ।  
 বুঝা যায় মজীক ফটিকজল ডাকে ॥

ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব ।  
 সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব ॥  
 ডাহকাডাহকা ডাকে ভেঙের বৌহক ।  
 প্রমদা প্রমদে নাহি ভ্যজে একটুক ॥  
 সারসসারসী নাচে দৌহে মত্তজান ।  
 বিষন মকড়কেতু তাহে বলবান ॥  
 উচ্চতরুবিবিসিত কদম্ব মঞ্জুগ ॥  
 কিরহিণী কামিনীজন্য নৈত্রপূর্ণ ॥  
 ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ ।  
 বিন্দুপ্পত নাহিনাত্র কেবল শরদ ॥  
 প্রমাদ করিছে কালীচরণকমনে ।  
 বসিল বিনোদবর বকুলের তলে ॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগর-  
 নাগরীদিগের উক্তি ।

রাগিণী বাহার—তাল যং । ধুয়া ।  
 কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,  
 তুলনা কব কি বলনা সহি ।  
 নিকটে বারেক চলনা যাই ॥  
 কি মেরুশিখর,                      কিবা বিধুবর,  
 বিবেচনা কর,                      কি তরুতলে ।  
 শিখরী জ্বল,                      এ দেখি মটল,  
 লপঙ্ক সনল,                      সকলো বলে ॥

কেহ কহে হাসি,	ননে হেন বাসি,
সোদামিনীরাশি,	এমনি হবে ।
আর জন কহে,	যে কহ সে নহে,
সোদামিনী রহে,	স্থিরতা কবে ॥
কি রূপ-লাবণ্য,	এ পুরুষ ধত্ব,
বিধি কার জন্য,	গঠিল বটে ।
কহে এক সতী,	সেই ভাগ্যবতী,
শুন্দর এ পতি,	যারে লো ঘটে ॥
হৃদয়নাথারে,	রাখিয়ে ইহারে,
দয়নুহারে,	কুলুপ দিয়া ।
রূপ নহে কালো,	নিরাধিতে আলো,
দেখ সখি আলো,	আখি মুদিয়া ॥
কহে রান্না আর,	গলে পরি হার,
এ হার কি ছার,	ফেলি গো টেনে ।
আশা পূরে তবে,	হেন দিন হবে,
কোনজন কবে,	ঘটাবে এনে ॥
কহে কোন আই,	আনি যদি পাই,
পলাইয়া যাই,	এদেশে থেকে ।
নারীকলা কান্দে,	বঙ্কি নানা ছান্দে,
প্রাণ বড় কান্দে,	দেনা লো ডেকে ॥
কেহ কহে আভি,	ওকে করো রাঙি;
শেষে দিয়া বাজী,	না দিব ছেড়ে ।
শাওড়ি-প্রস্তর,	নাহি পতি দূর,
শূত্র মোর পুর,	কে দিবে তেড়ে ॥

কহে কোন নারী,  
 ভুলাইতে পারি,  
 বিদবা বেগুলা,  
 চক্ষে দিরা পূলা,  
 কেহ বলে চল,  
 হৃদয়ে বিকল,  
 কানানল চয়,  
 ভয় অপচয়,  
 তুমি মনোরথ,  
 আশুনিলা পথ,  
 পরস্পর বলে,  
 আইলাম জলে,  
 কত কুলদারা,  
 নিরখিছে তারা,  
 কে ভরে জলসে,  
 অতনু জলসে,  
 শ্রী প্রসাদে ভনে,  
 নিজ নিকেতনে,  
 গুন সার কই,  
 বিদ্যাভূত ওই,

হয় আজ্ঞাকারী,  
 এ গুণ আছে ।  
 বিষন ব্যাকুলা,  
 লবে গো পাছে ॥  
 দাড়ায়ে কি ফল,  
 হৈয়াছি মোরা ।  
 করিছে সঞ্চয়,  
 হবে গো ত্বরু ॥  
 বুঝে বুঝে ব্রত,  
 না পারি বেতে ।  
 চরণ না চলে,  
 আপনা খেতে ॥  
 চকোরিব পারা,  
 সে মুখশী ।  
 ভাসায়া কলসে,  
 রহিল বসি ॥  
 পীড়া দিয়া মনে,  
 সকলে চলো ।  
 এ কবি বিজই,  
 এসেছে ওলো ॥

কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন

কুলের কামিনী, কুঞ্জরগামিনী,

কি অপরূপ রূপসী ।

নাভি সরোবর, গীন পয়োধর,

বদন বিমল শশী ॥

দশনমুকুতা, মৃদুশাসুতা,

অমিয়াজড়িত ভাষা ।

অনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল,

বেসোরে ভূষিত নাসা ॥

কি ভুরুভঙ্গিমা, দিঠী সুরঙ্গিমা,

যোগিজন-মনো হরে ।

নিন্দিত পনীয়, কান্তি কমনীয়,

চপলা চমকে ডরে ॥

চাক কুশোদরী, গর্জ পরিহারি,

হরি বনরাসী ওই ।

রস্তাতক উক, অতিশয় গুরু,

নিতম্বতুগনা কই ॥

দ্বিতী নবোড়া, কত বেনে প্রোড়া,

মান হেতু চলে জলে ।

দুবক সুন্দর, রূপ মনোহর,

বিশ্রাম বকুল তলে ॥

জাগত অনঙ্গ, ঘন কাঁপে অঙ্গ,

ককচ্যুত হেমঘট ।

রূপ পানে চেয়ে, দৈর্ঘ্যামাণা গেয়ে,

হিসে করে ছটফট ॥

কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম,

কহে আর ঐক সতী ।

রাম কাম নয়, এট মহাশয়,

সুন্দরবতীর পতি ॥

কেহ কহে সই, নাগো আমি কই,

পুরুষের কালা কাহ্ন ।

ঠেথে নাহি বাধা, বিদ্যাবতী রাধা,\*

এবে দৌছে গোরাভূ ॥

### মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয় ।

মালাকার-দারা হীরা, পুষ্প দিয়া বরে ফিরা,

যেতে পথে শুনে লোকমুখে ।

তরুতলে কপরাশি, নিরথে নিকটে আসি,

আপনা পাসরে ধামা স্তখে ॥

জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, হেদে হে পুরুষবর,

কোথা ঘর কাহার নন্দন ।

নয়ব্যশরীরভলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিত্তিতলে,

কিবা হবে রোহিণীরনণ ॥

অথবা মকীরকেতু, বিদ্যাবতী লাভ হেতু,

আগমন কারণ বিশেষ ।

পূর্বে পোড়াটল-হর, হারাইলা পঞ্চশর,

তথাপিও অয়ী সর্বদেশ ॥

কিবা রূপ কি লাভণ্য,      জনক তোনার ধন্ত,  
 কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র !  
 যে তব প্রসবস্থলী,      ভাগ্যবতী তারে বলি,  
 সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥  
 হাসি কহে গুণধাম,      সুন্দর আমার নাম,  
 গুণসিদ্ধু রাজার নন্দন ।  
 কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই,      বিদ্যা অন্বেষণে যাই,  
 বিদ্যা তেতু বিদেশে গমন ॥  
 অধিক কহিব কিবা,      বিদ্যা বিদ্যা রাজিনিবা,  
 মনে মনে একান্ত ভাবনা :  
 সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি,      হইয়াছি দেশত্যাগি,  
 যদি বিদ্যা পূরণ কামনা ॥  
 বুকিয়া বাক্যের চল,      হীরাবতী থলথল,  
 তাহা সে ভাষে বটে হে বৃঝেছি ।  
 বিদ্যায় ভকতি আছে,      শিখালাভ হবে পাছে,  
 আমি পরিচয় দে দিতেছি ॥  
 হীরাবতী নাম ধরি,      বাসে বঞ্চি একেশ্বরী,  
 পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই ।  
 উদর উপায় মূল,      রাজকন্তা লয় ফুল,  
 বাতায়াত নিত্য সেই ঠাই ॥  
 পরম রূপসী রামা,      তুষ্টা শ্রামা গুণধামা,  
 বিচারে জিনিবে যেই জন ।  
 সেই তার হৃদয়েশ,      খ্যাত ইহা সর্বদেশ,  
 বিবম ধনুকভাঙ্গা শব্দ ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

যাকি কোথা আছে কেটা, বভেক রাজার বেটা,

এসে হাসাইয়া গেল মুখ ।

আগে শুনি বড় ভূর, শেষে হয় দর্প চূর,

কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ ॥

সেধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই,

ভুলনা তাহার কার সঙ্গে ।

সমুদ্রমুখে নিধি, উপজিল যতবিধি,

নিরমিল প্রীতি অঙ্গে অঙ্গে ॥

আর শুন গুণবৃত্ত, তব নামে ভঁগীমুত,

কহিতে বড়ই ভয় বাসি ।

যদ্যপি না দ্রণা কর, থাকহ আশীষ ঘর,

ধন্যত তোমার আমি মাগী ॥

গুণরাশি কহে হাসি, ভাল গো ভাল গো মাগি,

বল মাগি বাড়ো কতদূর ।

মাগিনী কহিছে দ্বন্দ্ব, নাহে বাপু ওই পুর,

এসো মোর বধূপের ঠাকুর ॥

মাগিনীহিলার সঙ্গে, চলিল পরন রঙ্গে,

সেনাক্রমে পথ করে আলো ।

স্বামীপাদপদ্মতলে, ক্রীকবিরজনে বলে,

বাসা তো মিলিয়া গেল ভাল ॥



### অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন ।

সুন্দর কহেন নাসি মোর দিব্য লাগে ।  
 বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥  
 আগে মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা ।  
 বালাই সেটের বাছা কেনো দেও কিরা ॥  
 সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার ।  
 সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার ॥  
 পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই ।  
 না কহিলে নয় তাই বা জানি তা এই ॥  
 চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি ।  
 প্রতিগুণে পরাভব পাইন গিধিনি ॥  
 ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দ্রস্থধায় ।  
 লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥  
 নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার স্তরে ।  
 অদ্যাপি স্বপ্নন নিত্য কস্মভোগ করে ॥  
 অমিয়াজড়িত ভাষা নানা তিলকুল ।  
 বিদ্যার দশনে মুকুতা নহে তুল ॥  
 পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা ।  
 বাহতুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥  
 যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্ত গজ ।  
 উরে দৃষ্ট কুন্তস্থল সে নহে উরজ ॥  
 নীতিপদ পবিহরি মত্ত মধু পান ।  
 ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুন্তস্থন ॥

কিম্বা লোমরাজিছিলে বিধি বিচক্ষণ ।  
 যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন ॥  
 কেহ বলে মুখ্যস্থল নাহি কি রহস্য ।  
 কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য ॥  
 সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে নৃষিবে প্রবীণ ।  
 বিজ্ঞ বট ঈব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥  
 নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব ।  
 কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব ॥  
 যদ্যপি অচির-প্রভা চির স্থির হয় ।  
 তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয় ॥  
 মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায় ।  
 মনোভব পরাভব লইয়া পলায় ॥  
 কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তুণে ।  
 কতকোটি ধরশর সে নয়নকোণে ॥  
 পোড়াইয়া কাম নাম বটে অরহর ।  
 তাঁহার অসহ বালা হানে দৃষ্টির ॥  
 রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে ।  
 ক্রিয়ারে জিনিতে পার তবে জানি বটে ॥  
 হৃদয়ে সন্তোষ গুণরীশি কহে হাসি ।  
 গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি ॥  
 কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে ।  
 অবলা বিচারে জিনা বড় কৰ্ম্ম নহে ॥  
 ফিরে বকেশ্বরে শুন পুরুষরতন ।  
 তরুণী তোমার তরে বৃঞ্চিলান মন ॥

কণেনাত্র উপনীত মালিনীনিবর ।  
 রঞ্জন ভোজন করে কবি মহাশয় ॥  
 বিনোদশযায় সুখে করিল শয়ন ।  
 পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥  
 শ্রীরাম প্রসাদ কহে কানৌপদতলে ।  
 নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে ॥

অথ মালক বৃত্তান্ত ।

অনুরে উদয় রবি,            নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি ।  
      শিরসি-কমলে,            দশ-শতদলে,  
          চিস্তয়ে শ্রীনাথছবি ॥  
 জপয়ে শ্রীহর্গানান,            পূর্ণ হেতু মনস্কাম ।  
      প্রাতঃস্নান করি, দৌত ধুতি পরি,  
          সসকল গুণধাম ॥  
 নিকটে মালক গুহ,            দেখি মনে বড় দুঃখ ।  
      সে জন গমনে,            কুসুম-কাননে,  
          বিকসিত হয় পুষ্প ॥  
 কাঞ্চন কস্তুরী বক,            অপরাজিতা চম্পক ।  
      মালতী মল্লিকা, কুন্দ সেফানিকা,  
          কেতকী বর্ণে কনক ॥  
 কুন্তি গন্ধরাজ ফুল,            নাগকেশর বকুল ।  
      কিংকর রঞ্জন,            কদম্ব-মঞ্জর,  
          কামিনীনয়নশূল ॥

## বিদ্যাশূন্দর ।

৩৬

শূন্দর সৌরভ ছুটে,                      মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে ।

•            নানারক্কে ভ্রাণ, স্নরে দহে প্রাণ,

চাঁকিয়া হীরা উঠে ॥

গতি গল্প জিনি মন্দ,                      অদয় পরমানন্দ ।

কোকিল কুঞ্জিত,            ভ্রমর গুঞ্জিত,

• ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥

দমিতে কাননমাক, •                      সমুদ্রে সুবকরাঙ্গ ।

পুটাজলিপানি,            মুখে মুছ বাণী,

কহে তব এই কান ॥

মানাত্য পুঙ্কব নহ,                      স্বরূপে স্বানাকে কঁহ ।

পূর্ণ প্রক্ষ হরি,                      নররূপ ধরি,

কি হেতু তুমি লনহ ॥

কত পুণ্যপুঞ্জ মন,                      ধন্য কেবা নম মন ।

শুন মহাশয়,                      ধন্য মনালয়,

অর্জিথ শ্রীনরোত্তম ॥

শুনরাশি কহে আসি, •                      এ কথা না ভালবাসি ।

তবে শুন কই,                      সাপরাশি হই;

তুমি গো ধম্মত মাগী ॥

•            গীরাবতী মনে হাসে, •                      সুধার সাগরে ভাসে ।

শ্রী প্রসাদ বলে,                      কবি কুতূহলে,

চলিল মালিনীবাসে ।

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন ।

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলর ।  
 পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয় ॥  
 তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা ।  
 জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ॥  
 শতদল জ্বলপদ্ম সূর্য্যামণি ফুল ।  
 কুন্দ জবা কুবাকেলি টগর বকুল ॥  
 কাঞ্চন মাদবীলতা শোণ সর্ষপজয়া ।  
 অশোক, অপরাজিতা, নিশিগন্ধা কেদা ॥  
 সৈন্ডভি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ ।  
 কিংশুক ধাতকি ঝিণ্ডি তোলে মুচকন্দ ॥  
 তুলিল কুসুম যত কত কব নাম ।  
 পাঁচ সাত সারি পুরি চলে নিজ ধাম ॥  
 বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে ।  
 বাসনা বলিতে নাহে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥  
 ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া ।  
 ভাবে দেখি এপ্রকাব হয় নাই বুড়া ॥  
 কটির কাপড় গাণ্ডি কতবার খোলে ।  
 ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে ॥  
 হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে  
 কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥  
 কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার ।  
 বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি ।  
 গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মুসী ॥  
 প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে ।  
 এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে ॥  
 আমি আছি গাঁধি মালা তোমার বদলে ।  
 দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে ॥  
 ভাল বাপু বলিয়া আচলে বান্ধে তহা ।  
 হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার ।  
 বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার ॥

## সুন্দরের মাল্য গ্রহন ।

বিনা সুত,      কি অদ্রুত,      গাঁথে পুষ্পহার ।  
 কিবা শোভা, মনোলোভা,      অতি চমৎকার ॥  
 জবা বক,      সুচম্পক,      কুন্দ মৌলিকী ।  
 জুহিকুল,      ও বকুল,      মালতী মল্লিকা ॥  
 গাঁথে বীর,      করকীর,      অশোক কিংগুদ ।  
 বাছি লয়,      পুষ্পচয়,      পরম কোতুক ॥  
 পদ্ম সঙ্গে,      গাঁথে সঙ্গে,      স্থলপদ্ম ভালো ।  
 মাঝেমাঝে,      গন্ধরাজে,      আরো করে আলো ॥  
 সমভাগ,      গাঁথে নাগ,      কেশর ধাতকী ।  
 নরকশেষ,      গাঁথে বেশ,      কুসুম কেতকী ॥

তুলা নাট, কোন ঠাট, একি অসম্ভব ।  
 দৃষ্টিমাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব ॥  
 কহে রান, মনস্কান, পূর্ণ কর কালী ।  
 নৃপবালা, পাবে খালা, এ গাঁথনী ভালী ॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন ।

যতনে লটরা কবি কুল সরসিঙ্গ ।  
 প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ ॥  
 গুণগিঁছু মহারাজা গুণের গরিমা ।  
 প্রবল প্রভাপ দীর কি কব মহিমা ॥  
 নিম্নগ্ন সুবশ দশদিগ করে অলো ।  
 সেই অভিমানে চক্রে অস্তরেতে কালো ॥  
 সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি ।  
 উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি ॥  
 ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে ।  
 তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে ॥  
 হ্রী পাইয়া হাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয় ।  
 ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময় ॥  
 রত্নাকর নাম বটে ধবয়ে সমুদ্র ।  
 নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র ॥  
 অধিকন্তু দোষ তাহে অপেক্ষ সে নীর ।  
 ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দোষ শরীর ॥  
 কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে ।  
 চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে ॥

বিস্তারিত বার্তা কি বদনে যায় কথা ।  
 কমাগুণে সমা মন যিনি সর্বগত ॥  
 সেই মহাশয় গিহা কাঞ্চপুর নাম ॥  
 শরীর বিকট স্নান কবি নান ॥  
 প্রতমা প্রণয়ন হেতু সে তোমার ।  
 প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার ॥  
 কর্ণ কহে প্রণয়ে জন্মিগ মন অধ ।  
 চক্ষু কহে দর্শন কভব্য বিধুমুখ ॥  
 কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা ।  
 বাসনা বড়ই বিধু বদনের সুধা ॥  
 নাসা কহে পাণিনি সে তদঙ্গসুভাগ ॥  
 প্রাপ্তমাত্র যাবদীয় হৃৎপরিভাগ ॥  
 বিকলে সকলে সাক্ষী কবে কহে বাহ ।  
 তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহ ॥  
 মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি ।  
 তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী ॥  
 দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী সুন ।  
 রহিল নিকটে তব না বাহড়ে পুন ॥  
 নপুংসক মন তব অধে করে জীড়া ।  
 পাণিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে জীড়া ॥  
 ক্রি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্য ।  
 অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা ॥  
 সাক্ষির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার ।  
 প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর ॥



## মালিনীর হাট পরিচয় ।

হাট করি হৈরাবতী ফিরে এলো ঘরে ।  
 কোথাহুঁ বসিল কবির বঙ্গাবরে ॥  
 হারানোর হাড় নাগী কথা কহে ঠাটে ।  
 মাটি খেয়ে বাপু আশি গিয়াড়িত হাটে ॥  
 প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা ।  
 উদ্ধারিয়া হাতে নিতে মুগ করে থাকা ॥  
 ছটা ডিম গরশাল ছটা ডিম মেকী ।  
 হরেকরে বুঝিতে টাকার নাই সিকী ॥  
 বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয় ।  
 কিনিতে বণিকদ্বারা থেকে গেল ডয় ॥  
 তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে ॥  
 মুগে মুগে লও লেখা দিতেছি তোমাকে ॥  
 অগ্নিতুল্য দ্রব্য বত কব আর কি ।  
 দু'টাকায় লইলাম দুই সের মি ॥  
 এক টাকা সবেন্দ্র রহে অবশেষ ।  
 কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেয় ।  
 উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাট ।  
 হাতকড়া লইলাম তেলিনীর ঠাই ॥  
 তাও বুঝি হতে পারে সিন্দা ডয় সাত ।  
 গুস্তার লেখাচোখা বড়ই উৎপাত ॥  
 নাম করি খাইদাই লেখা দিব শেষে ।  
 উচক সময় এত মনে নাহি এসে ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

পাঁচকড়া কড়ি বাপু থাই নাই মুই ।

প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই ॥

টাকাসিকা কৈন্ বস্তু কতকাল থাব ।

বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব ॥

পুস্কভন্নপাপে এত পরিতাপ পাই ।

জুফুলে এখন নাহি ভাব মুখ চাই ॥

বিদ্যি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন ।

চোরবান হবে মোর না নরিত্ত কেন ॥

এই মে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা ।

কে পাঠে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা ছুটা ॥

পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি চারা ।

লোক দিয়া ঢাকি ভুজ্জ গায় করে ফিরা ॥

সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর ।

চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি থায় মোর ॥

কবি বলে নরি শাইয়াছ বড় ছগ ।

মানেন বাও মাথা পাণ্ড শুকায়েছে মুখ ॥

ভীরা বলে আবে বাছা মানে যাব কি ।

না জানি কি করে মোরে নৃপতির ষি ॥

বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাক্ষি ।

প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষা কর আমি ॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার  
নিকট গমন ।

মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়,  
গগনে উঠেছে বেলা ।

বীরসিংহ-সুতা, আছে কোপযুতা,  
কহিবে করিল হেলা ।

বা করেন শিবা, আর চারা কিবা,  
না গেলে এড়ান নাই ।

দাঁড়াইল এই, ত্বর্য করি সেই,  
চলিল বিদ্যার ঠাই ॥

দাঁড়াইল আগে, সতী কহে রাগে,  
হেদে বা কোপায় ছিলা ।

সকল যোগান, করি সমাধান,  
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা ॥

ভুলিলা সে কাল, এবে ঠাকুরাল,  
গরবে উলসে গা ।

কানে দোলে গেঁটে, পপে যাও হেঁটে,  
ঠাহরে না পড়ে পা ॥

তোরে বুঝা কই, নিজে ভাল নই,  
এ পাপ চক্ষের সাজ ।

নতুবা ইহার, জানি প্রতিকার,  
যেমন তোমার কায ॥

ভূমে সাজি রাগি, ছলছল আধি,  
কুঁঠাঙ্গলি দীরা কহে ।

বিদ্যাশুন্দর ।

কষ্ট নবগ্রহ,
বচননিগ্রহ,

বিগ্রহ আমার দহে ॥

ছিল উপরোধ, ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ,

এত কি উচিত, তব ।

যটি নিজ দানী,      . চিত্তে এই বাসি,

अनह वाफ़ा कि कव ॥

ଏତେକ ବଳିଆ,                      ଚଳିଲ କାନ୍ଦିଆ,

• হীরা ফিরে বার ঘরে ।

কালীপদভয়ে,                      শ্রীপ্রসাদ বলে,

‘ব্রাহ্মি না নিজ কিঙ্করে ॥’

মাননীয় দ্রষ্টে বিদ্যার উৎকর্ষাবস্থা ।

দান করি বিধুমণী,      ইন্দ্রে পবন সুখী

পূজে ইষ্টদেবতা শ্রাবণ।

ଦିନଗୀର୍ଥନି କୁଳ;      ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତାକୂଳ,

অনিমিথে নির্দোষে প্রবদা ।

দেখিয়া পুষ্পের হার, পূজা করে কেবা কার,

ଧ୍ୟାନଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦୂରେ ।

কাছে ডাকি সুশোচনী,পাতি পড়ে বিচক্ষণা,

ଉଦ୍ୟାୟେ ମୁଗଳ ଅଂଧି ଦ୍ଵାରେ ॥

মনোহে ছানিল এই,      পুরুষরতন মেহে,

দৃশ্যন পাইব কিরূপে ।

ଡିଜେକ୍ ବଦଳାଇ ପ୍ରାୟ, ବୁକ୍ କେଟେ ଗିଓଁ ସାମ୍ପ,

মখী প্রতি কহে চুপেচুপে ॥

হেদে কি হইল সঠি, দেখদেখি হীরা কই,  
 ফিরা আনি পায় ধরি তার ।  
 যদি কনা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ,  
 শুনি গো সকল সমাচার ॥  
 কারে ঘরে দিলা ঠাই, বুঝি বা হেমন নাই,  
 বিদ্যাধর ধরলীমণ্ডলে ।  
 বিরহিণী দেখি আনা, প্রগল্ভা হইলা শ্রামা,  
 বিধু মিলাইলা করতলে ॥  
 সখী কয় দৈর্ঘ্য হও, আজিকার দিন রও,  
 প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা ।  
 এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তত্ত্ব,  
 জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥  
 বিদ্যা বলে বল বটে, এখনি প্রমাদ বটে,  
 আজি সে বাচিলে হৈবে কালি ।  
 হের কণ্ঠাগত প্রাণ, কাঁটি কর পরিভ্রাণ,  
 সব শেষে যত দাঁও গালি ॥  
 বুঝি হারা পুন তারা, কহে সারা হও পারা,  
 বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে ।  
 রাণীঠাকুরাণী যথা, খাই তথা সব কথা,  
 নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥  
 ভয় দর্শাইয়া নানা, জনেজনে করে নানি,  
 কষ্টেপ্রষ্টে শাস্তাইয়া রাখে ।  
 কবিরঞ্জন বলে, জলনিধি উপলিলে,  
 বালির বন্ধনে কোথা থাকে ॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় ।

বধোচিত মনোভঙ্গ,      হুঃখানলে দহে অঙ্গ,  
 হীরাবতী ভবনে চুলিল ।  
 সুকবি সুন্দরবদে,      পাছ দিয়া ঢোকে ঘরে,  
 অনীশনে রজনী বঞ্চিল ॥  
 কুহরে কোকিলকুল,      ফুটে বনে নানা ফুল,  
 'তুলি গাঁথে মনোহর মালা ।  
 নৃপতি-নন্দিনী বথা,      লগ্নগতি চলে তথা,  
 'বলে লও নৃপতির বালা ॥'  
 রাশি হার পরিহার,      করে করে ধরি তার,  
 বলে বিদ্যা বচন মধুর ।  
 কন্যা প্রতি কর কোপ,      বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ,  
 মমতা সকল গেল দূর ॥  
 আদ্যোপাস্ত এষ্ট ধারী,      ক্রোধে শুই জ্ঞানহারী,  
 ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে ।  
 অন্যকে ডরান পিতা,      ততোধিক মাতা-ভীতা,  
 'জাননা গো তুমি কি আনাকে ॥  
 মহত মাথার কিরা,      ওগো হীরা চাও কিরা;  
 বুক চিরা হৃদে গুটি তোরে ।  
 যে কহি সে কথা মান,      পুরুষরতন আন,  
 ছঃপে পরিজ্ঞান কর মোরে ॥  
 হীরা কহে করিছন,      ভাল পাইলাম ফল,  
 বাকি বল আর কিবা আছে ।

## কবিরঞ্জন

নরি শোকে নিত্য মোকে, হাসে লোকে কহে তোকে,

কিন্য়া বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥

তুনি মান্যা রাজকন্যা, বট ধন্যা এত অন্য-

মনে করিয়াছ কিবা কাষ ।

রসমই শুন কই, বুঝা নই বুদ্ধা হই,

একা রই আই না কি লাজ ॥

এতোকাল আছি নির্ভা, দেথ-নিথ্যা অপ্ৰতিষ্ঠা,

কহ কি শুনিলা কার ঠাই ।

কনা কর ঠাকুরাণী, ভব্যতা তোমার জানি,

গিল্জ আনার পর নাই ॥

গুনঃ রানী কহে ভাষ, চাড় হীরা পরিহাস,

তোমার চিহ্নিত আমি বটি ।

জীকবিরঞ্জন কহে, নিথ্যা নহে-দেহ নহে,

বিদ্যার ধরেছে ছটকটি ॥

— :

### মালিনী ও বিদ্যার পরস্পার

### কথোপকথন ।

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী ।

কহে হীরাবতী আমি শুন কমলিনী ॥

জন্মেজন্মে নানা গুণ্যপুঞ্জ তব ছিল । "

যেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥

দষ্ট নহে শ্রুত নহে দ্রুপ হেনরুখ ।

গুণসিদ্ধ-সুত গুণসিদ্ধর স্বরূপ ॥

কাঞ্চীনায়ে দেশ ধাম সুধাময় হাস্ত ।  
 সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য ॥  
 বদনে বিরাজে বানী বিদ্বান্ বিপুল ।  
 পঞ্চবক্ত পদ্মযোনি প্রায় সমতুল ॥  
 দৃষ্টিমাত্র নম দেহ দহে দিবানিশি ।  
 স্বকার বাগনা হয় বাঁচে কি রূপসী ॥  
 অপরূপ কপা এউ কে শুনেছে কবে ।  
 টেল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে ॥  
 বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাঁষ ।  
 মানছলে আনাকে দেখাও যুবরাজ ॥  
 এ ভূঃপমাগরে হীরা তুমি এক তরী ।  
 হের দাতে করি কুটা তটা পায়ে ধরি ।  
 উদ্য বলি ডিঁড়িয়া দিলেন গলহার ।  
 হীরা কচে মটকের পাছে পুরকার ।  
 ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ।  
 আনি কি অদম ত্রুত বৈমুখ আনারে ॥  
 কন্মে কন্মে বিকারেছি পাদপদ্মে তব ।  
 কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামতি ।  
 আনি তুমি দানদাস দাসীপুত্র হই ॥



মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার

বার্তা কখন ।

তার দিলা নৃপসুতা,      হীরাবতী হাস্যমুতা,

জটমতি শীঘ্রগতি চলে ।

যথা কবি গুণরাশি, আসি হাসি কহে বসি, ..

তব জন্ম ধন্য ধরাতলে ॥

হীরা কহে শুন শুন,      যে করেছি নিবেদন,

তার সাক্ষী হাতে হাতে এই ।

জনে করে বহু যত্ন,      কোনরূপে মিলে রত্ন,

বহুজনে যত্ন করে সেই ॥

সে মনী রতন বটে,      যতনে পুষুষ ঘটে,

তার উচ্চা তুমি হও কাণ্ড ।

চিন্তে বিবেচনা কর, ভাগা কি ইহার পর,

শিব-শিবা সদয় নিতান্ত ॥

তব পত্র পাবামাত্র,      ফিরিল সর্বগাহ,

চেতনা রহিত গড়ে মই ।

সখী ডাকে পরিজাহি, রানা করে আইডাহি,

মরনে দংশিল কাম-অহি ॥

ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, কহে দহে মোর প্রাণ,

পরিজ্ঞাপ কর মোরে সই ।

বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি কি পরে হয়,

ফিরাও ফিরাও হীরা কই ॥

আমারে কহিল মন্দ, চিন্তে বড় নিরানন্দ,

প্রভাতে গেলাম তার কাছে ।

## বিদ্যাসুন্দর ।

বিনয় করিল যত,      এক মুখে কব কত,  
 তাগ কি সকল মনে আছে ন  
 দশনে লইয়া কুটা,      বন্ধে ধরে হাত দুটা,  
 পুনঃ পুনঃ বলে নাথা খাও ।  
 , স্নান ছলে সরোবরে,      সুপুরুষ গুণবরে,  
 বাও বাও বারেক দেখাও ॥  
 হীরাবতী যত ভাবে,      সুকবি সুন্দর হাসে,  
 . হাতে পায় আকাশের ইন্দু ।  
 , কালীপাদপদ্মতলে,      শ্রীকবিরঞ্জন বলে,  
 'তান্বিলী তরাও ভবসিন্ধু ॥

## বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন ।

সুপুরুষ সুন্দর সুদীর ধীরে ধীরে ।  
 মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে ॥  
 বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে ।  
 বিদগ্ধ বিনোদ চণ্ডে বহুলের তলে ॥  
 শুভক্ষণে উভয়ক মুখবিগোকন ।  
 . দৃষ্টি শর পরস্পর অরজব মন ॥  
 নোহিতা মণীতে পড়ে মণীপাল-বালা ।  
 শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জালা ॥  
 ঐথলে বিরহ-সিদ্ধ ভাঙ্গে শান্তিসেতু ।  
 মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥  
 কলেবর-কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ।  
 বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥

সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে ।  
 লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে  
 নিকটে দশমদশা চেঁচো কর'সই ।  
 কোথা সেই সোকা ওরা ধবন্তরি সেই ॥  
 সখী কহে স্রবদনি সাবধান হও ।  
 হীরা ডেকে কিরা দিয়া ফিন্ন তব লও ॥  
 সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভয়া ।  
 বদ্যাপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা ॥  
 'বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে ।  
 পরাস্ত নহিলে বন বরিষা কি মতে ॥  
 ভূপতিকে জানাও আনাও বজ্রচয় ।  
 পশ্চাৎ বাহাতে লাগ্ন কাব ভাল নয় ॥  
 বন-মন্ত-হন্তী মন ছুটাচারী বড় ।  
 ক্রমাক্রমক্ষেপে কর কুন্তে দড়দড় ॥  
 রসমই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত ।  
 অরশরে ভেদ তখনেহে ক যাবত ॥  
 ক্রমাক্রম খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে ।  
 ননমস্ত বারণ বারণ হবে কিসে ॥  
 কাস্ততনু এ কাস্ত একান্ত মোর বটে ।  
 আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন বটে ॥  
 সুন্দর সুরূপ রূপ ভূপসুত কই ।  
 যত্রবত্র মিলাইলা কাল ক্রপামই ॥  
 দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাভনু এই ।  
 এজন্যে যৈ কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই ॥

সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ ।  
 রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ ॥  
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে বনায়েছে দিন ।  
 মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ ॥

## সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি ।

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি ।  
 দড়দড় কি কব কহ কি শুনে আলি ॥  
 সুবর্ণসুবর্ণ জিনি মুখকমলজ ।  
 কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ ॥  
 তহু তহু চিন্তায় কেননে জ্বালা সই ।  
 জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি মেনে সই ॥  
 নন্দ নন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত ।  
 কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত ॥  
 বারণ বারণমন কদাচ না মানো ।  
 ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোট কি করিবে মানে ॥  
 সর্দ সর্দকাল পূজি পীড়া এই ধারা ।  
 নিত্যা নিত্যাবধি দিলা জনয়নে ধারা ॥  
 তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে ।  
 ফের ফের নিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে ॥  
 হব হরবধু হুব তনয় প্রসাদে ।  
 বিদ্যা বিদ্যা কবিরে করহ প্রসাদে ॥

## কবিরঞ্জন

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ ।

কি রূপসী, অঙ্গ বসি, অঙ্গ বসি পড়ে ।  
 প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে ॥  
 মধ্য ক্ষাণ, কুচ নীন, শশহীন শনী ।  
 আশ্রবর, হাশ্যোদর, বিদ্যাদর রাশি ॥  
 নাসাতুল, তিলকুল, চিত্তাকুল দীপ ।  
 বাক্যসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ ॥  
 দস্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে ।  
 দূর অন্ত, কামদন্ত, হেমতনু মাজে ॥  
 নীলশিরি, শুকপূরি, তনুপরি হৃদ ।  
 মধুবন, মনোভব, মণ্ডোৎসব রঙ্গ ॥  
 নৃপসুত, মোহদূত, এ অদূত দেপি ।  
 কহে রাম, অহুপাম, গুণধাম একি ॥

বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব ।

বিদ্যা রূপবতী সতী, কৃতাজলি শুদ্ধনতি,  
 কামমনোবাক্যে করে স্তব ।  
 তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্মজরা মৃত্যুহরা,  
 তুমি একা বিষ্ণু তুমি ভব ॥  
 তুমি জল তুমি স্থল, ধামাধাম ফলফল,  
 তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী ।  
 তুমি কুলাচল সিদ্ধ, তুমি রবি তুমি ইন্দু  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারী ॥

তুমি শাস্তি পুষ্টি সুখা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা,

মহামায়া করালরূপিনী ।

শক্তিরূপা সর্গভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,

কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী ॥

ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিনী লিপনকন্দ,

স্বপ্নসুপ্তা ধরনী-ধারিনী ।

অপর্ণা অভয়া উমা, ভবানী ভৈরবী ভীমা,

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিনী ॥

রূপা কর রূপামই, কেহ নাহি তোমা বই,

শঙ্করি বিষ্ণুরী তব ডাকে ।

সুন্দর সুন্দরতরু, অভিন্ন কুসুমধনু,

সেই পতি দেহি মা আনাকে ॥

একান্ত কাতরা বিদ্যা, তৃষ্ণা মহাবিদ্যা আদ্যা,

পড়িলা প্রসাদ জবাফুল ।

শ্রবণে শুনিল এত, তোনার সুদেশ সেই,

আজি নিশি সফল প্রভুগ ॥

পুলকিতা পঙ্কজিনী, হাসি কহে মুক্তবাণী,

কর সখি উচিত যে কাণ ।

ভাগ্যের নাহিক লেখ, নিশিযোগে হবে দেখা,

ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ ॥

বিদ্যার মনের কথা, বুঝি সখিচয় তথ,

কৌতুকে করয়ে চারুবেশ ।

কালীপাদপদ্মতলে, ত্রীকবিরঞ্জন বলে,

দূর কর নিজস্বতক্ৰেশ ॥

### বিদ্যার বাসর সজ্জা ।

সুন্দরির সহচরী ভাল জানে চর্যা ।  
 রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥  
 হুই হুই তাকিয়া খাটের হুইপাশে ।  
 রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥  
 বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে ।  
 এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে ।  
 ভৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি ।  
 ভঁঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি ॥  
 ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা ।  
 'সরভাঙ্গা নিখতি বাতাসা রসকরা ॥  
 অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা ।  
 কুল চিনি লুচি দধি তুফ জীর ছানা ॥  
 সাঙ্গাইল বাটাতে কপূর সাঁচি বিড়া ।  
 ভক্ষণে যুবকজনা স্তখে করে ক্রীড়া ॥  
 কোটা ভরা ছাঁকা চূণ কপূরের সঙ্গ ।  
 এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ ॥  
 কালাগুরু নৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী ।  
 অগুরু চন্দনগন্ধে আনোদিত পুরী ॥  
 মল্লিকা মালতী মালা সুবর্ণের পাত্রে ।  
 যুবকযুবতী দেহ দহে ভ্রাণমাত্রে ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী রূপামই ।  
 'আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কবির ভগবতীর স্তব ।

এথা কবির,                      হুন্দর হুন্দর,

• নিরপি নৃপজারূপ ।

ভাবে গদগদ,                      নাহি চলে পদ,

শর হানে অর ভূপ ॥

কহ উপদেশ,                      কিরূপে প্রবেশ,

হব বিদ্যাবতী বাসে ।

দ্রুস্ত অহরী,                      দিবা বিভাবরী,

জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে ॥

নমো ভগবতি,                      কিবা জানি স্তাত-

প্রধানা প্রকৃতি কালী ।

প্রশানবাসিনী,                      দহুধনাশিনী,

মুণ্ডমালী মা করাগী ॥

ত্রৈলোক্যবিন্দিনী,                      ভূধরনন্দিনী,

অপিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা ।

সকলসিদ্ধিদা,                      গিরীশ প্রমদা,

ভূমি হরি হর ধাতা ॥

স্তব করে কবি,                      পরিতুষ্টা দেবী,

পুনরপি আজ্ঞা হয় ।

ভর নাহি বচ,                      ইহা কোন্‌ তুচ্ছ,

সুখে কর পরিণয় ॥

অপকূপ কথা,                      অকস্মাৎ তথা,

হইল স্ফুটপথ ।

প্রসাদের বাণী,                      ভক্তের ভবাণী,

পূরাইলা মনোরথ ॥



## কবিরঞ্জন

কবির হৃদঙ্গপথে গমনোদ্যোগ ।

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট ।

হীরাপিণী হীরাখিণী হৃদয়েতে হৃষ্ট ॥

নিভূতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে ।

চন্দনে চর্চিত চাকু চামীকর অঙ্গে ॥

কঙ্কুকে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল ।

মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিসাল ॥

মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া ।

উথলে অগ্নিয়ারসিকু উল্লাসিত হিয়া ॥

যামিনী বামার্কে বাত্রা জায়া হেতু কবি ।

আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গচ্ছবি ॥

ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে

চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে ॥

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে

আনি কি অধম এত বৈমুখ আনারে ॥

জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।

কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥

প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।

আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার উৎকর্ষাবস্থায় সুন্দরের দর্শন ।

ধন্য সে যামিনী মধু, কুহরে কোকিলবধ,  
পূর্ণবিধু উদয় গগনে ।

নত মধুকরবৃন্দ, ফুলে পিয়ে মকরন্দ,  
মুখস্থিত কুসুমকাননে ॥

গগনোত্তম মেঘ দেখি, আনন্দ-অপার শিখী,  
মন্দ মন্দ মলয় সমীর ।

সুচারু কুসুম ঘ্রাণ, স্রবশরে দহে প্রাণ,  
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্তির ॥

রসমই কহে মই, কহ সে নাগর কই,  
তাহা বই মনে নাহি ভায় ।

নাহি স্তম্ব একটুও, মহাজুগ কাটে বক,  
প্রায় বৃষ্টি নোর প্রাণ যায় ॥

এই মুক্তি করে বসি, শরদ-পূর্ণিমা-শলী,  
হেনকালে ওপস্থিত কবি ।

রূপ তুল্য বটে নাম, মহাকবি গুণদাম,  
প্রচণ্ড প্রভাপে যেন রবি ॥

সকলমুখী-সম্বলিতা, চন্দ্রমুখী চমকিতা,  
নিরখই চঞ্চল নয়নে ।

কিঙ্করী খৌঁগায় বারি, পদযুগ ধৌত করি,  
বসিলা রতন-সিংহাসনে ॥

ধনহস্ত মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল,  
কুন্তিবাস তুল্য কীর্তি কই ।

দানশীল দয়াবন্ত,                      নিষ্ঠ শাস্ত গুণানন্ত,

প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী ॥

সেই বংশসমুদ্ভূত,                      ধীর সর্বগুণযুত,

ছিল কত কত মহাশয় ।

অনতির দিনান্তর,                      জন্মিলেন রামেশ্বর,

দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥

তদঙ্গজ রামরাম,                      মহাকবি গুণধাম,

সদা বায়ে সদয়া অভয়া ।

প্রসাদ তনয় তার,                      কহে পদে কালিকার,

কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

## বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার ।

কামদেব-ব্যাধ-তুলা কুদার সুন্দর ।

ভুরু ছলে পুত ধলু দৃষ্টি খরশর ॥

কিঞ্চিং সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ ।

কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥

জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোয়ুগে জল ঝরে ।

প্লায় পুসর ধড় ধড়পড় করে ॥

চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল ।

সলজ্জিতা শশিমুখী সম্মুখে বসিল ॥

ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে ।

হেনকালে পর্ত্তশিখরে শিখী ডাকে ॥

হাস্তযুতা সখী প্রীতি কহে কমলিনী ।  
 স্নলোচনা স্নধাও কিসের রব শুনি ॥  
 ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে ।  
 অমিয়াসদৃশ শ্লোক অস্ত্রোত্তর ভাবে ॥

শ্লোকঃ ।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে  
 সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং ।  
 নাদেন গোভৃচ্ছিথরেবু মজা  
 নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভঙ্গাঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুব্জলোচনি ।  
 সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর-নাদ শুনি ॥  
 গোভৃৎশিথরে মত্ত পরম উৎসব ।  
 গোকর্ণ-শরীর-ভঙ্গ করয়ে তাণ্ডব ॥  
 সখী সন্মোদয় কহে বুঝা নাহি যায় ।  
 পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায় ॥

শ্লোকঃ ।

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং  
 শ্রবণা মিনাদং গিরিগহ্বরেবু ।  
 তমোহরিবিশ্বপ্রতিবিশ্বধারী  
 রুরাব কাস্তে পবনাশনাশিঃ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বযোনিভক্ষধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি ।  
 তার নাদে উন্নত গিরিমধ্যে স্থিতি ॥

তিমিরারি-বিশ্ব-প্রতিবিশ্বধারী যেই ।  
 পবনভঙ্কের ভঙ্ক ঘন ডাকে সেই ॥  
 চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম ।  
 পুনরপি হে সখি রূপাও দেখি নাম ॥  
 কুতাজলি সহচরী কহে পুনর্বার ।  
 কহ শুনি মহাশয় কি নাম ডোমার ॥

শ্লোকঃ :

বসুধা বসুনা লোভে বন্দিতে মন্দজাতিজং ।  
 করভোক রতিপ্রজে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহং ॥

অন্বার্থঃ ।

বসু হেতু সুমুখ মানব গুণযুত ।  
 বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অহুগত ॥  
 করভোক রতিপ্রজে তিষ্ঠ মন্দ যাম ।  
 চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম ॥  
 এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ ।  
 কহ কহ তরলান্ধি এবা কোন ভাব ॥  
 আদ্য অস্ত্রে যেটা সেটা কামনা সদাই ।  
 আদ্য অস্ত্রে পাঠে তুল্য রূপালেশ পাই ॥  
 চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার ।  
 আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার ॥  
 কালীকঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার ।  
 বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর ছদে যার ॥  
 হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাল আমি ।  
 সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী ॥

শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকৃপামই ।

আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ ।

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয় ।

কুলবধু কামবধু ইচ্ছা অতিশয় ॥

সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে ।

শ্রব হানে শরশর ভর কত সহে ॥

পর্যভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা ।

স্বয়ম্বর কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা ॥

উত্তম ঘটক সুন্দরের গোঁপা হার ।

বরকর্তা কতাকর্তা চিত্ত দোষাকার :

পুরোহিত হইলেন আপনি মদন ।

বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়ালি বচন ॥

উলু দিছে ধনধন পিকসীমন্তিনী ।

নয়নচকোরী অঞ্জে নাটিছে নাচনী ॥

বরযাত্র মলয়পবন বিধুবব ।

মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর ॥

কাস্তাকুচে জলনগ্নি বিচারিয়া কবি ।

করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি ॥

উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর ।

পদম্পর ভুঞ্জে সুদা মুখেন্দু উপর ॥

দুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির ।

বিজাতীয় লব্ধ করে কাঁথামে মঞ্জীর ॥

নূপুর কিঙ্কণীজালে নানা শব্দ হয় ।  
 হুই দলে ঘন্থ যেন চন্দনসময় ॥  
 পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার ।  
 কামিনীর করুণা ভাটের ঝায়বার ॥  
 সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক ।  
 দম্পতিকে গঙ্গেশর দিলেক ঘৌতুক ॥  
 দম্পত্তিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল ।  
 দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥  
 পরাভব মানি স্থিতি বীরসিংহ-বালা ।  
 স্বয়ংস্বরা কাস্তকণ্ঠে আরোপিল মালা ॥  
 ভ্রতক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি ।  
 সহচরীগণ সঙ্গে দেয় ছলাছলি ॥  
 গতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার ।  
 স্বধার সাগরে ভাসে তনু দৌহাকার ॥  
 সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে ।  
 সুন্দর গিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে ॥  
 এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে ।  
 আড়ালে আসিরা আলি আড়ি পাতি রহে ॥  
 নানা উপহার কবিকুরিয়া ভোজন ।  
 কপূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥  
 সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে ।  
 স্রব হানে ধরশর ভর কত সহে ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

## শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় ।

রমণী মণি নগররাজ কবি ।  
 রতিনাথ-বিনিমিতি চারু ছবি ॥  
 ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে ।  
 মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে ॥  
 নাগরী রসিকা-রসিকপ্রবীণা ।  
 যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥  
 কুচপদ্মকলী করপদ্ম ধরে ।  
 তহু লোমাক্ষিত রস-রঙ্গভরে ॥  
 চমকি চমকি কহে কি কর হে ।  
 নথ-ঘাতন-হাতন খেদ কহে ॥  
 যুবরাজ এ কাঁব তোমার নহে ।  
 নহি ধীর এ বক্তৃ নহে পিব হে ॥  
 দশনে অনিচ্ছে সহেনা সহেনা ।  
 পুন তো প্রাণ তেঁ রহেনা রহেনা ॥  
 বঁধু জীবন ভীবন দান কর ।  
 গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর ॥  
 রসকাল নহে হৃৎ কাল কেন ।  
 দেহ মর্শপীড়া ছিছি কল্প হেন ॥  
 ক্লান্ত না বাস কি হাস বুক কাটে ।  
 কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে ॥  
 ছাড় কাঙ্ক্ষ নিভাস্ত অশান্তপনা ।  
 প্রাণবল্লভ হৃৎ অল্লভনা ॥



কহ যে সহজে নহে সে ধারা ।  
 এহি কাষ অকাষ কুকাষ করা ॥  
 ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে ।  
 হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে ॥  
 একি সাধ কি সাধহ বারি কহি ।  
 ভাব যেক্রপ সেক্রপ কিন্তু নহি ॥  
 প্রভু মন্তকরী আমি পকজিনী ।  
 করি-শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিণী ॥  
 একবার প্রকার রূপে তরিলে ।  
 তবেনা হবেনা হবেনা মরিলে ॥  
 শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে ।  
 প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥  
 মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে ।  
 রমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥  
 রসিকঃ স্নেহনঃ প্রভুহে চতুর ।  
 মরি বালজনে কেন হে নিষ্ঠুর ॥  
 বলে মুহ মুহ মুখে উহ উহ ।  
 যথা কোকিলকুঞ্জিত কুলকুল ॥  
 নয়নমুগল সলিলে গলিত ।  
 কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত ॥  
 মদনজ্বর না কর ছাটফটা ।  
 কবিরাজ কহে করিরাজ বটি ॥  
 কুচমর্দনালিঙ্গন চুষন লো ।  
 তন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো ॥

যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে ।  
 রসনারসপানে কি রোগ রহে ॥  
 শ্রমণীর শরীর সমস্ত ভাসে ।  
 করি ধীর সৈমীর সুধীর ভাবে ॥  
 কবিরঞ্জন তোটক চন্দ্র ভণে ।  
 করুণাকর কালি সুদীন জনে ॥

শৃঙ্গারে পরম্পর উক্তি ।

কাতর কামিনী,                      বদন যামিনী,  
                     নাথ মলিন হি ভেল ।                      •  
 মুকুতা ঝৈসন,                      সোহত ঐসন,  
                     সরম জল উপজেল ॥  
 সঘন রোদিতি,                      বদতি পতি প্রতি,  
                     রহত বিনদ্ধরাজ ।  
 বাল ছরবল,                      ধরম কৈসল,  
                     নাহিক ভয় বধু লাজ ॥  
 কোটি পরলাম,                      হে প্রভু গুণধাম,  
                     সুবতরস দেহ ভঙ্গ ।  
 হাম কুশোদরী,                      পুরুষ কেশরী,  
                     কৈসে সম তুহ সঙ্গ ॥  
 কহই কবিরব,                      কুসুমশরবর,  
                     দহনে জরজর দেহ ।  
 রমণীমণি ধনী,                      নব সরোজিনী,  
                     সবল চাতরী এহ ॥ •

কণতি পরভূত,      মনহি কৃতদ্রুত,  
    উয়ল নিরমল ছন্দ ।  
 মধু বিভাবরী,      হে বর-সুন্দরী,  
    মলয়ানিলগতি মন্দ ॥  
 রসিক সো বিধি.      বিরহবারিধি,  
    তরণী দেয়ল তোহে ।  
 কণট কহেসি,      বিচেড়ু বয়েসি,  
    কাহে নিকরুণ মোরে ॥

### শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি ।

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত ।  
 উহ উহ মুহ মুহ কেশপাশ মুক্ত ॥  
 কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণ্ঠস্বরে ।  
 দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অস্তরে ॥  
 চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্যায় ।  
 আহার সহিত সুধা পান ভাল নয় ॥  
 যে পর্য্যন্ত কাননে কুহুম থাকে কলি ।  
 তদবধি তাহে মধু নাহি পীয়ে অলি ॥  
 সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত ।  
 অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত ॥  
 শীতে সুধাসম বহি গ্রীষ্মেতে সে নহে ।  
 বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে ॥

হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ ।  
 কীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাষ ॥  
 ভার্যা সঙ্গে কর্যা ইহা শুনি নাহি কভু ।  
 আজি ঘর কালি কি শান্দাড় ভাব প্রভু ॥  
 আড়ে আলি হেসে পড়ে এ উহার গায় ।  
 মলি লো গোপ্লার গেলি লাঞ্ খেলি হাস ॥  
 ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি ।  
 বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি ॥  
 মিথ্যা কত্কা অবলা অবলা বোল ছাড়ি ।  
 নামমাত্র বাল্য দেখি ইচ্ছা বড় গাড়ি ॥  
 মুখেমুখে ফাসফাস একি প্রেম ঈষ ।  
 আমরাই হইলাম হুচনের বিষ ॥  
 কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড় ।  
 খাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড় ॥  
 কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে বেন চীল ।  
 শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল ॥  
 মন্দ বড় শত্রু সই কেহ কেহ বলে । ..  
 অলুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে ॥  
 সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন ।  
 হানিয়া খাড়ার চোট ঘসে দিস্ লোন ॥  
 শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া ।  
 হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া ॥  
 পুনরপি শয্যায় বিহরে দৌহে রঞ্জে ।  
 দৌহে সমীরণ করে দৌহাকার অঙ্গে ॥

পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন ।  
 হেসে হেসে উভয়ত বদনচুষন ॥  
 ঐকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাজলি ।  
 ত্রীরামজ্বালালে মাত্ৰা দেহি পদধূলি ॥

### অথ বিপরীত শৃঙ্গার ।

কণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি ।  
 বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতি ॥  
 নেকা চন্দ্র হয়ো রামা কহে সেই কি ।  
 প্রকার শুনিয়া লাঞ্জে দাঁতে কাটে জি ॥  
 ক্ষমস্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে ।  
 পুরুষের কাষ প্রভু রমণী কি পারে ॥  
 বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও ।  
 কেমনে এমন কণা মুখ ভরে কও ॥  
 সাতারে হাঁপায়ো শেষে স্রোতে ঢাল গা ।  
 সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা ॥  
 এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল ।  
 এখন সময় নহে কালেতে হইল ॥  
 মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ ।  
 ভাবে বুঝি ভর্তাবধে ভয় নাহি বাস ॥  
 লংঘনে স্বানির বাক্য জন্মে মহাপাপ ।  
 সুধাংশুবদনে শীঘ্র শাস্ত কর তাপ ॥  
 বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত নধু ।  
 গণিকা তু নহি প্রভু হই কুলবধু ॥

কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া ।  
 রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া ॥  
 নহিলে হুতাশা আমি যদি মরি আজি ।  
 ভ্রাস্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি ॥  
 লাঞ্জেয় ছয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট ।  
 প্রবর্ত প্রকৃত কার্যে তবু নানা ঠাট ॥  
 বিগলিত জ্বনে সধনে বেণী দোলে ।  
 যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে ॥  
 অদ্বুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ ।  
 প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ ॥  
 চকোর খঞ্জে প্রেম আলিঙ্গন করে ।  
 বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে ॥  
 মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা ।  
 মুখে নন্দ নন্দ হাস বাস পরে রামা ॥  
 রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায় ।  
 প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায় ॥  
 সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে ।  
 কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জে কালী হও কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

## পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার

রহস্য কথোপকথন ।

শুনিয়া নিশির কথা, মনে মনে হান্তযুতা,  
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে ।

নানা ফুলে নানা ভাতি, যেন মুকুতার পাতি,  
হার গাঁথি লইল সত্বরে ।

গেল নৃপশূতাপাশে, " রামা হাসে লাজ বাসে,  
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে ।

আঁগুসারি যত্ন করি, মালিনীর হাতে ধরি,  
সমাদরে বসাইলা তাকে ।

হীরা বলে রও রও, কেন গো উতলা হও,  
আঞ্জি এত কেন ঠাকুরালি ।

হেদে বাছা ছাড় লাভ, সারাসোরা হল্যা কাব,  
দেহ পুরস্কার ঘটকালি ।

কুশলসখাদ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ,  
ভুমি বধু বটি গো শান্তুড়ী ।

তবে গো ছলল ভোর, সে দিন কেমন মোর,  
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী ।

কাছে আসি হাসি আলি, শিরে তৈল দিল ঢালি,  
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ ।

কত ঠাট জানে হীরা, পুনরলি কহে ফিরা,  
বুড়ী আমি স্বধা কর বেশ ।

বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মায়াশ রসের শুঁড়ী,  
মরু মাগী এত এসে তোরে ।

ছাই কথা কি কহিস,      পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস,  
 পার পড়ি কমা কর মোরে ॥  
 যেতে হবে ঠাই ঠাই,      ভুলিয়াছি মনে নাই,  
 মালিনী কোতুকে কহে হাসি ।  
 হইল স্নানের কাল,      মিছা করি গল্পগাল,  
 সকলি শুনিব কাণি আসি ॥  
 বিদ্যা দিল চালু কড়ী,      কলাই কুমড়া বড়ী,  
 হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে ।  
 কি কর শান্তে বসে,      কহে হেসে শুন এসে,  
 যে কথা হইলা তার সঙ্গে ॥  
 সদা 'পুটাজলি-পালি,      ত্রীকবিরঞ্জন-বাণী,  
 বিমুক্ত করহ মায়াপাশে ।  
 ভবগিন্দু পার হেতু,      অভয় চরণ সেতু,  
 উমা আমা উরহ মানসে ॥

### বিদ্যার মানভঞ্জন ।

কবি কহে বটে আসি পরামর্শ পাকা ।  
 হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা ॥  
 দেখাইল যে যে দ্রব্য পেরেছিল তথা ।  
 দণ্ড ছই বসি কহে নানা রসকথা ॥  
 স্নান করি পূজে কবি শঙ্করধরনী ।  
 যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরনী ॥



ରଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରେ ରାଜାର ନନ୍ଦନ ।  
 ନିଦ୍ରାଳସ୍ୟେ କିଛିକାଳ କରିଳ ଶୟନ ॥  
 ନିଶିଷୋଗେ ନିଜାଙ୍ଗନାବାସେ ଗେଲ ରଞ୍ଜେ ।  
 କୌତୁକେ ରମଣସ୍ଥମ ରଘୁନୀର ସଞ୍ଜେ ॥  
 ଦିବାଭାଗେ ନାନା ବେଶ ଧରେ ଶୁଣଧର ।  
 ଭ୍ରମଣ କରଇ ନିତ୍ୟ ରାଜାର ସଂହର ॥  
 କଥନ ପରମହଂସ ଯତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ।  
 କଥନ ବା ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକକଞ୍ଚିଧାରୀ ॥  
 ନଗରର ଲୋକ କେହ ଲକ୍ଷିତେ ନା ପାରେ ।  
 ପରମ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନି ଭକ୍ତି କରେ ତାରେ ॥  
 ଏକଦିନ କୈଳ କବି ଓଁନାମା ଉଦୟ ।  
 ନା ଗେଲ ସେ ଦିନ ବିଦ୍ୟାବତୀର ଆଳୟ ॥  
 ପତିର ବିରହେ ସତୀ ଅତି ଉଃସ୍ବତା ।  
 ଜାଗିয়া ଯାମିନୀ ମୋହାଇଲ ନୃପସୁତା ॥  
 ପରଦିନ ଉପନୀତ ଅଳଙ୍କାରୀର ବାସେ ।  
 କାନ୍ତମୁଖ ଚେରି ମୁଖ ଯତ୍ନେ ଡାକେ ବାସେ ॥  
 ଧରିହାତ ଦିୟା ଯାଏ କତ ଦିଲା କିରା ।  
 ନା କହେ ବଚନ ରାମା ନାହିଁ ଚାୟ କିରା ॥  
 ନୟନମିଳିଲେ ତାସେ ଅନ୍ଧେର ବସନ ।  
 ମାନଭଞ୍ଜ ନା ହସ ବିସ୍ମୟ ବିଳକ୍ଷଣ ॥  
 ବିଚାରିଲ ମନେ ମନେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଆଚେ ।  
 କପଟେ ନିକଟେ ଗିରା ତୁଣ ଦିୟା ହାତେ ॥  
 ମୌନବ୍ରତ-ଭଞ୍ଜ-ଭାସେ ନା କହିଲ କୌବ ।  
 ଡାକିଲେ ଦୋଳାସେ ବାଳା ଚିନ୍ତା କରେ ଶିବ ॥

অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে ।  
 মৃহ মৃহ হাসি পুনরপি কিছু কহে ॥  
 রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ ।  
 আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র পদ ॥  
 গলিত সাজনধারা তাহে স্নান মুখ ।  
 চিরহুঃখ গেল চিত্তে চান্দে কোতুক ॥  
 সহজে কলকৌসে তবাসা সম নহে ।  
 লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা শুপ্তে রহে ॥  
 কদাচ না কহি কাস্তে মিথ্যাকথা গুণা ।  
 হেরু হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা ॥  
 ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কৃষ ।  
 আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাঙ্গি ॥  
 ফিরা দেহ মদর্পিত চুষ আলিঙ্গন ।  
 আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥  
 কবির বিদ্যোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে ।  
 ছুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥  
 আবেশে অধিক আরো আঁটি ধরে গলা ।  
 আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা ॥  
 প্রসাদে এসনা হও কালী কৃপামই ।  
 আনি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার গৰ্ভে দৃষ্টে সখীগণের  
নানা যুক্তিচিন্তা ।

কতকাল গোণে বিদ্যা নবকুসুমিতা ।  
স্নলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥  
পুনর্বিভা করে গুণসিদ্ধুর তনয় ।  
রজোযোগে রূপবতী গন্তবতী নয় ॥  
তই তিন চারি পাঁচ মাসেতে অবত ।  
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥  
বিরলে বসিয়া গুক্তি করে জনে জনে ।  
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥  
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই ।  
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥  
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ ।  
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কান ।  
কেহ বলে অকস্মাৎ হেঁদে কি উৎপাত ।  
চেষ্টা কর কোনরূপে গন্ত হয় পাত ॥  
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয় ।  
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয় ॥  
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী ।  
রাতে দিনে পড়ে থাকে ছটা জড়াজড়ী ॥  
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা ।  
ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুমারা ॥  
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল ।  
তখন কবিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥

কেহ বলে জীবুদ্ধিতে পরমাদ বটে ।  
 কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে ॥  
 জীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক ।  
 জীবুদ্ধে মজিল লক্ষা ব্যাত তিন লোক ॥  
 লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী ।  
 কেহ বলে চারা নাই সে করেন কালী ॥  
 কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সহঁ ।  
 রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥  
 ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি ।  
 উদরে ধরেছে কেন কুলধাকী ঝি ॥  
 অতি বাম যো সবারে দূর করে দিবে ।  
 পণ্ডিতা পড়া আছে ঠাই না মিলিবে ॥  
 জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহাব ।  
 সে প্রভুকে লাগে সহঁ সবাকার ভার ॥  
 ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে বেড়ে ।  
 কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥  
 রাণীর নিকটে সব সহচরী যায় ।  
 ভূনিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায় ॥  
 ঐকবিরজন বলে কালঃ কৃপামই ।  
 আমি ভূয়া দাসদাস দানীপুত্র হই ॥

সখীগণকর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার  
গর্ত্তবার্ত্তা প্রদান ।

আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে বাণী সতী ।  
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী  
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবরান ।  
বড়ই ছুরাজ্ঞা আমি হৃদয় পাশে ॥  
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ ।  
না জানি দাঁটল আজি কিবা পরমাদ ॥  
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে ।  
আমান শপথ লাগে সত্য কহ বাড়ে ॥  
বাঁবেরসবদনে কেন বদিল নিকটে ।  
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বক ফাটে ॥  
নিদ্রায় ছঃসপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে ।  
বড় ভয় রুদ্ধকালে শোক পাই পাড়ে ॥  
সচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী ।  
কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি ?  
এবে দেখি বিকল্প সে রূপ গেল দূর ।  
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর ॥  
শয়ন সতত ভূমে নৃন্তিকা ভঞ্জন ।  
নাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলঙ্ঘন ॥  
রাণী বলে কি কহিলে সস্ত্রনেশে কথা ।  
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর নাথা ॥  
শ্রীমামপ্রসাদ বলে দেও সাধ ভেট ।  
সে বড় জোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট ॥

গর্ভ দর্শনে রানীর বিদ্যা প্রতি ভৎসন ।

শুনি চমৎকার রানী উঠে ।

পাছে শোনে হুপ চুপ, বুক করে হুপহুপ,

কাঁপে কায় কালগাম ছুটে ॥

ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা, পাছে রহে সখীগুলি,

উপনীত নন্দিনী-নিকটে ।

যে কহিল রামাচর্য, এ কথা অজ্ঞথা নয়,

গর্ভের লক্ষণ যত বটে ॥

পূর্ণরূপ ছাবখার, উদরের বড়-ভার,

ধরাতলে শুয়েছে রূপসী ।

শিগিল কটির বাস, ঘন বহে মৃদুশ্বাস,

আস্ত-আভা প্রভাতের শশী ॥

মস্তকে প্রসবস্তলী, উঠে বিদ্যা কৃতাজলি,

প্রণমিল লাগে নত মুখ ।

কান্দে কথা কহে শুদ্ধ, দেখিলাম মুখপদ্ম,

কণ কি জ্বলিল যত সুখ ॥

অনাথিনী থাকি একা, ছমাস বৎসরে দেখা,

দিনেক তোমার সঙ্গে নাই ।

জননী জীয়াস্ত যার, এতেক খোয়ার তার,

গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাই ॥

হেঁদে এক কথা শোন, যদি থাওয়াতিস লোন,

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে ।

বালাই বাইত তব, এত কথা কেন হবে,

অনুযোগ কে করিত তোরে ॥

চর্যা বুঝিলাম আমি,      মানব-রাক্ষসী তুমি,  
 যমের দোশর সেই বাপ ।  
 আমার কপাল পোড়া,      বিধাতা নষ্টের গোড়া,  
 পৃথিবীয়ে ছিল কত পাপ ॥  
 রাণী বলে পাপীয়াসি;      প্রাণ ছাড় নীরে পশি.  
 কিছা বিদ্যা থা'লো তুই বিষ ।  
 নহে খড়্গে কর্ ভর,      "      এইক্ষণে মর মর.  
 কলঙ্কিনী কোন্ স্থখে জিস্ ॥  
 নিম্নলু রাজার কুল,      তুই কলঙ্কের মূল,  
 জন্মিলি আমার গন্তে আলো ।  
 এই রাজ্য ত্যজ্য করে,      বদ্যপি ভাতার ধরে,  
 বেকতিস সেও ছিল ভালো ॥  
 সদা পুটাজলি-পাণি,      শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,  
 বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে ।  
 ভবনিকু পার হেতু,      অভয় চরণ সেতু,  
 উমা আনা উরহ মানসে ॥

রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী !

বিদ্যা মর'লো কলঙ্কিনী ঝি ।      ৭  
 আমার কপাল পোড়া তো'র দোষ কি ॥ ধূয়া ॥  
 বাপের ঢল্লাগী ছিলি,      তাহে তিলাজলি দিলি,  
 কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি ।

## বিদ্যাসুন্দর ।

কার ঘরে নাই মেয়ে, চক্ষু খেয়ে দেগ্‌চেয়ে,  
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥  
প্রসাদ কহিছে দড়, হেন মেয়ে আইবড়,  
নাছে লোক দাঁতে কাটে জি ॥  
আলো হেদে লো পাপিনি কি ।  
বিদ্যা বলে দোষ বা ছেপিল কি ॥  
আলো কেননে মিলিল প্রানী ।  
বিদ্যা বলে পুণ্য না দেখি আনি ॥  
আলো কারে কর প্রভারণা ।  
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুদ্ধি কাণা ॥  
আলো গবুর অক্ষণ মদ্য ।  
বিদ্যা বলে বা ভাসে কি জন্মে মৃত ॥  
আলো উদর ভাগর ভোব ।  
বিদ্যা বলে উদর হয়েছে মোর ॥  
আলো স্তনে করে কেন পর ।  
বিদ্যা বলে এ রোগে বাচা সংশয় ॥  
আলো কুটাগ্রভাগেতে কালী ।  
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছে আনি ॥  
আলো শয়ন কেন ভূতলে ।  
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥  
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘন্য ।  
বিদ্যা বলে নিদ্রাকালের ধন্য ॥  
আলো পূর্নরূপ গেল দূব ।  
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডব ॥



আলো ঘন ঘন উঠে হাই ।  
 বিদ্যা বলে বলাপান নাত্র নাই ॥  
 আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি ।  
 বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরেঁ না আঁটি ॥  
 তারা মায় ঝীয়ে বত ভাসে ।  
 আড়ে আগি বসি আলি হায়ে ॥  
 রস শ্রীকবিরঞ্জে কহে ।  
 কভু গন্তু ছাপা নাহি রহে ॥

রানী নহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাচ্ছ-  
 ঐতক্ষণ জিয়া অ.ছ তাই আমি চাই ।  
 বাসনা এমনি হয় আমি বিন খাই ॥  
 প্রাণ সম বাসি পিতা গড়াইল তোকে ।  
 গালে দিলি কালিচূণ হাসিবেক লোকে ॥  
 সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাৰি-কালি ।  
 উঁটা চোবে গৃহী কান্ধে মোরে দিস্ গানি  
 বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও ।  
 চারা নাই নাগো তুমি গুরুলোক হও ॥  
 গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাণ ।  
 আপনিই আপনার কর সন্দনাশ ॥  
 কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর নাপ  
 খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কালমাণ ॥  
 কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড় ।  
 ভাল বটে নীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥

বাঁরে বাঁরে দত কহি কথা নাহি মান ।  
 যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥  
 অনাধিনীশ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই ।  
 পুরুষ কেমন কহু চক্ষে দেখি নাই ॥  
 সবেনা হু মেহভাবে দেখেছেন বাপ ।  
 গন্তু গন্তু শলে কেন দেহ মনস্তাপ ॥  
 উৎথের উপরে উৎথ এ বড় উৎপাত :  
 কীথা বাকিবেক তাগা শিরে সপাষাত ॥  
 রাণী বলে মর মেনে একি আর পাপ ।  
 তুবে বৃদ্ধি এ কস্ম করেছে তোর বাপ ॥  
 তোর এ কপায় গায় কাটে দেন বিছা ।  
 পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বগে মিছা ॥  
 কোণে কম্পবান তনু দূর্জিত লোচন ।  
 সখাগণ প্রতি কহে ককশ বচন ॥  
 কাতিরক্ষা ছেড়ু আছ বিদ্যার নিকটে ।  
 আপনারা ষটক হইয়াছিল বটে ॥  
 তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো  
 নাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥  
 করবোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ ।  
 বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ ॥  
 কদাবদি দেখি নাই পুরুষ কেমন ।  
 রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন ॥  
 বাহিরে প্রহরী থাকে ভরস্তু কোটাল ।  
 নল্যাসকার নাহি একি ঠাকুরাল ॥

উচিত কহিতে কিছু মন্ত্যে পাবে পীড়া ।  
 রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া ॥  
 ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কানে ।  
 সে কালের মেয়ে তীরা এ কালে না জানে ॥  
 তবে কে করিল গর্ভ এত বড় রঙ্গ ।  
 ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ ॥  
 আপনার মান গো আপনি বত্রে রাখি ।  
 লোকে বলে কাটা কান ঢুল দিয়া ঢাতি ॥  
 আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে ।  
 বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বোড়ে ॥  
 অবিচাবে কর নষ্ট তার চারা কিবা ।  
 নার স্বীত দেনন জানেন নাত্র শিবা ॥  
 শ্রীকবিরজন বলে করি কৃতাজলি ।  
 শ্রীরামচন্দ্রালে মাতা দেহ গদধূলি ॥

বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির

কোটালকে ধরিতে অনুমতি ।

নহে সুখী সুখী নিরখি নন্দিনীরে ।

অসম্বর অথব অধর পড়ে শিরে ॥

জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত ।

গোয়ুগে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত ॥

বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা ।

নিরানন্দ গতি নন্দ জিনিয়া বরটা ॥

ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন ।  
 সম্মুখে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরনীভূষণ ॥  
 বিমল কমলমুগ স্নান কেন কবে ।  
 অন্য কাণ্ডে কৃতান্তে নিশাস্তে পারে লবে ॥  
 শিরে হানি পানি রাণী বলে কব কি ।  
 শুন পর্কঃগর্জ পক্ষ গর্জবতী কি ॥  
 কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাকা ।  
 ভ্রুবনার ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাকা ॥  
 সমূলে রুষিগ বন মাতাল মাতঙ্গ ।  
 স্তম্ভধনময়ে যেন দংশিল ভূঙ্গ ॥  
 অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে গমন ।  
 সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন ॥  
 আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দগে ।  
 কোটালের কন্ম এই আব কারু নহে ॥  
 আরবার দরবদে মধ্যে গিয়া ভূপ ।  
 কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ ॥  
 ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ পাঁচ  
 এত ওজ্র মেরে পাশ বাঘাই মাস্রাও ॥  
 যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে ।  
 কেত তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে ॥  
 দড়িড গভ পাড়ে উঠাইবা ঘোড়া ।  
 বজ্রপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া ॥  
 ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেনাব ।  
 কাঁহা কোতোয়াল গিরি নেকাল সেতাব ॥

বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে থাকে ।  
 সোফায়ের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে ॥  
 দৃতি পুরি লেন্সা শির হইল হাজির ।  
 অমনি ঢেকার কণ্ঠে বেড়ার বাহির ॥  
 পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের ছড়া ।  
 আকটে পাপোম মারে ছাড় করে গুঁড়া  
 কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায় ।  
 এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায় ॥  
 নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির ।  
 নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতির তর্জনে কোতোয়ালের বিনয় ।  
 মৌনরূপে ভূপ আছে, কোতোয়াল খাড়া কাছে,  
 কোপে কহে গন বাছ লাড়া ।  
 কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, কান্ধে চড়ে এক তিলে,  
 বিশেষ ক'হিব কিবা বাড়ি ॥  
 কোপে কাঁপে মহীপাল, কহে ওরে কোতোয়াল  
 বুঝিলাম তোরা নাহি দোষ ।  
 যেমন নৃগের ধর্ম, তেমন উজ্জিত কন্দ,  
 মিছানিছি আমি করি রোষ ॥  
 কাদে কবকাব্য কহ, যে বাহারে সঁপে দেহ,  
 সে নাকি তাহার কাটে শির ।

- করিয়া হারামখুরি, পশিয়া আমার পুরী,  
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির ।
- মনেতে আগুণ জলে, পুনঃ পুনঃ কটু বলে,  
শাস্তি নহে আরো' ক্রোধ বাড়ে ।
- দিসম বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তত্ত্ব,  
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে ॥
- সুদ্রাপানে রাগরজে, থাক বারবন্দ্বে সঙ্গে,  
অদ্বৈতে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি ।
- বিধাসবাতকী বেটা, হেন কায করে কেটা,  
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি ।
- কোতোয়াল বিদ্যমান, থরথর কাঁপে প্রাণ,  
ধীরে কহে কি করেছি আমি ।
- ক্রোধ সহরণ বর, সকলি করিতে পার,  
মহারাজ আপনি ভুজ্যামৌ ॥
- বিব খেতে দেন মাতা, ধন লোভে বেচে গিহা,  
জাতিবাদ যদি দেয় দারা ।
- অবিচারে রাজদণ্ড, গৃহ দহে বহি চণ্ড  
কি আছে ইহার আর চারা ॥
- কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়,  
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড় ।
- দস্যপিত্তা ঘাটী থাকে, প্রাণ লও মিছা থাকে,  
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড় ॥
- আর শুন গুণধর, লইলা বিদ্যার নাম,  
তারে রক্ষা করি আমি সদা ।

অন্তরে বিবশ ভয়,                      রাখে নাহি নিদ্রা হয়,

সাক্ষী নাহি কেবল শারদা ॥

সতত সতর্ক থাকি,                      দণ্ডে দশবার ডাকি,

সখী কহে প্রবেশ বঠন ।

হুসিয়ারে আছি ভাউঁ,                      আমরা কি নিদ্রা বাই,

সবে বিদ্যা পূমে অচেতন ॥

পিপীড়ার নাহি সাক্ষি,                      নজরেতে হয় বন্দী,

ইহাতে মল্লধা কোন্ দার ।

তবে যদি যায় চোরে,                      বিদাতা বিমুখ মোরে,

নিতান্ত এ কল্প দেবতার ॥

রাজ্য বলে সে যা হোক,                      সাত দিন প্রাণ রোক.

ইতিমধ্যে চোর দিবে পরে ।

ধরিয়া আনিলে চোর,                      সন্মান করিব তোর,

জায়গির দিব বহু করে ॥

দো হুকুম এই বাত,                      শিরে উঠাইয়া হাত.

দরে যায় সংলতি স্তমার ।

পিছে দিল মহিল,                      সরিবারে এক তিল,

নারে হুসিয়ার হুসিয়ার ॥

সদা পুটুলি-পানি,                      কবিরঞ্জন-বাণী.

বিশুদ্ধ কর গো নায়াপাশে ।

ভবদিকু পার হেতু,                      অভয় চরণ সেতু,

উমা আমা উর গো মানসে ॥

চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে  
গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন ।

কহিল বিরূপ ভূপ হুঃখে অঙ্গদহে ।

রগা বড় ঘরে গিয়া ঘরনীকে কহে ॥

হৃষ্টগোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও ।

এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥

বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে ।

হেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজ্য মোরে ॥

অন্তমাত্র বিলম্ব না করে একটুক ।

অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক ॥

নানা উপহারদ্রব্যসংহতি লইল ।

অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥

ভূমে লুঠি প্রণমিল করি যোড় পাণি ।

পরম হুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥

সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয় ।

সকরণে কোটাল-মহিলা তবু কর ॥

এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার ।

কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার ।

কি দ্রব্য হইল চুরী রাজকন্ঠাবাসে ।

জীহন্ত জীবনে নর কোটাল হুতাপে ॥

বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায় ।

নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায় ॥

অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও ।

মিলিবে সকল তদ্ব সেইখানে বাও ॥



সে বড় দারুণ কথা বাড়ী কব কি ।  
 অতিনানে মরমে মরিয়া রয়েছে ॥  
 পুনঃ কহে বোড় হাতে নিশিনাপদার।  
 বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥  
 অবিচারে মহাপ্রাণহিত্যা বড় পাপ ।  
 কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ ॥  
 দুঃখপোষা নহি এত বুঝি কত কত ।  
 ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত ॥  
 চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন ।  
 ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম হেন ॥  
 রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর ।  
 বিদ্যাবতী গদ্যবতী এই সমাচার ॥  
 কহিবার কথা একি নৃত্য ইচ্ছা হয় ।  
 শুনিলা এপন তুমি যাও নিজালয় ॥  
 দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে ।  
 বাস্য-করাজুলী জুলি দিন নামাপুটে ॥  
 আর কিছু না কহিল গেল নিম্ন বাসে ।  
 কোতোয়াল শুনি বার্তা মনে মনে, হাসে  
 ভূপতিকে হেরক্রাম কৈল নিশিনাপ ।  
 রাম রাম বলি হুই কর্ণে দিল হাত ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময় ।  
 আনি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ८

## কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা ।

ভূপতি কেবল অজ্ঞা,                    যে জন লুটিল মজ্ঞা,  
 এড়াইল নেই আমি চোর ।  
 কহিতে সরন করে,                    •কত্মার ছিনালি ধরে,  
 গরদান লৈতে চাহে নোর ॥  
 রাজলক্ষী থাকে যার,                    স্বল্প বিবেচনা তার,  
 সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড ।  
 পূর্ণ পুণ্যপুঞ্জ হেতু,                    কুপায়িত হুমকেতু,  
 তেঁই ধরে শিবে ছত্রদণ্ড ॥  
 নতুবা কি কোনরূপে,                    এ ছার অপম ভূপে,  
 কমলার কুপাদৃষ্টি হয় ।  
 মনেতে জন্মেছে অগ্নি,                    সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী,  
 কেমনে এমন কথা কয় ॥  
 গ্রামের সম্বন্ধে যারে,                    যা বলিয়া ডাকে তারে,  
 সেই ভাব করণ কর্তব্য ।  
 এ আমি নেমকে পালা,                    হায় হায় এড়ি জালা,  
 রাজা বেটা বড়ত অভব্য ॥  
 বিহুঠী জননী কালী,                    খেদমত কোতোয়ালী,  
 গালাগালী লতায় ছুতায় ।  
 নাহি গণে আগা পিছা,                    যার যায় খড়গাছা,  
 প্রথমেতে আমাকে শুতায় ॥  
 নারিয়া করিল ক্ষণ,                    দেখি পাঁচ সাত দিন,  
 চোরের নাগাশ যদি পাই ।

মনেতে সকল আছে,      দিয়া নৃপতির কাছে,  
 অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥  
 হইল সুন্দর শিক্ষা,      মেগে ধাব মুষ্টিভিক্ষা,  
 এমন সম্পদে কাব নাই ।  
 প্রসাদ বলিছে রও,      এ দায় খালাস হও,  
 তবে তুমি যাও অস্ত ঠাই ॥

---

কোটালিনীকর্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও  
 প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান ।

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী ।  
 করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী ॥  
 ভাল মন্দ কহু মোর প্রভু নাহি জানে ।  
 অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে ॥  
 দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি ।  
 দলুজদলনি দুর্গে দুর্গুতিনাশিনি ॥  
 ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা ।  
 আশুতোষ আখ্যা এক স্তন মাগো শিবা ॥  
 সদাশিব সদাশিবসমূহ বিনাশে ।  
 রূপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে ॥  
 শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভূষণী ।  
 রূপগতা অমুচিত নাম তব তারা ॥  
 তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে ।  
 তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে ॥

## বিদ্যাহুন্দর ।

ভূট্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি ।  
 ভয় নাই অবশ্যে শুনিব দৈব উক্তি ॥  
 অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর ।  
 সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর ॥  
 দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ ।  
 ভাস্কর্য্যতা বিধুমুখী হৃদয়ে আফ্লাদ ।  
 যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথহাতে ।  
 ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ নাথে ॥  
 প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে ।  
 হুঁকে উঠে ছপ বাড়ে হুঙ্কার ছাড়ে ॥  
 কীর্ত্তিবিরঞ্জন কহে কালী রূপামই ।  
 আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র এই ॥

## কোটালের চোর অন্তেষণে গজা ।

নামে কোতোয়াল, যে খজুর ঢাল, দো আঁধিরা লাল,  
 মোদাণ পতঙ্গ, চড়ে গজভুঙ্গ, গুমাণ্ড-জঙ্গ,  
 সেতাব করি ।  
 বোয়ামত সাত, তুকে দেওমে হাত, কহে নিষ্ঠী বাত,  
 পিছে হোকে আও, কোহি নত বাও, মেরে মের বাও,  
 হো পাও পরি ॥  
 দেখো এহি বাও, ওঁহি চোর পাও, মেনে গারি গাও,  
 কহে নুকে ভূপ, মো বাত সরূপ, আবি রহ চূপ,  
 জি এক ঘরি ।

চলে কোত্তে ঠাট, হাঁকে কাট কাট, ভরে পূর বাট,  
 খেলাওব যোহি, লই ধূলি তৌহি, পড়ে নোকাঁহি  
 হাম চোর ধরি ॥

হো ফৌজ হাজার, আপাএটে বাজার, লোক হোয়ে লাচার  
 দুকরে দোহাই, কানে লুট ভাই, হজুরমে ষাট,  
 কা কিয়া হৌ চুরী ।  
 কহি কহে আঁট, ইনে আণ্ড হাঁট, মুড়ায়ে গা \*  
 হারাম কি হাড়, আভি \* \* ফাড়, নারো উষ্কা \*  
 দোহাই তেরি ॥

কহে কবি রাম, হৌ পানর হাম, তারা তেরে নাম,  
 পড়া হৌ লাচার, ওহি পদ সার, মুখে কর পার,  
 গমন কো ডরি ॥

সহরে চোর ধরণার্থে কোটালের দৌরাভ্য ।

চোর হেতু ধরে ধরে, বিষম বেদান্তি করে,  
 বিদেশীকে বেঞ্চে ন্যারে কোড়া ।

যাহার বাটোতে পাকে, ইটে পাড়া করে তাকে  
 কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া ॥

শুদ্ধ হয় সব লোক, দ্বিধারাত্তি ভাবে শোক,  
 উৎপাতের সীমা কিছু নাই ।

শিষ্ট লোক বহু ছিল, আগে ভাগে পলাইল,  
 দূরানুবে গেল ঠাই ঠাই ॥

গাদাগু সহর তায়, কত লোক আইনে যার,  
 সদা দেখা পথিকের সাথে ।

ফাটকেতে রাখে বন্দী,      কে বুঝে তাহার কন্দী,  
 সাবল তাওইয়া দেয় হাতে ॥  
 মেগে খায় বারা বারা,      তা সবার অন্ন মারা,  
 ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে ।  
 পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে,      ন্ত বা নদীর পাটে,  
 তন্তুসারা মাছি পড়ে মুখে ॥  
 নিশিতে গ্রহর বাজে,      তার পর কেহ কাণে,  
 ছুই চারি দণ্ড যদি থাকে ।  
 সে বৈন প্রকৃত চোর,      ছুঃখের না থাকে ওর,  
 সারা রাত্রি হাড়্যা চুকা রাখে ॥  
 যে বেটেরা ছেঁচা বোঁচা,      বড় বড় লম্বা ঠোঁচা,  
 হয় কেটালের হরকরা ।  
 বুকে টোকা দিয়া কয়,      বসে থাক মহাশয়,  
 একে দিনে যাবে চোর ধরা ॥  
 স্ববৃত্ত কোতোয়াল,      মাথায় জড়ায় শাল,  
 পিট চুকা কহে ভাই রহ ।  
 চোর ল্যানে সকো যব,      আর ভি ইমান তব,  
 দেওয়া কেকের এন্না কহ ॥  
 হুজুরে নাশিশ রোজ,      রাজা ভাবে বুঝি গৌড়,  
 কোনক্রমে পেয়েছে বাঘাই ।  
 নতুবা কি এত জোর,      হামেনা হাঙ্গানা সোধ,  
 তথা কারু কথা লাগে নাই ॥  
 এখা চোরচুড়ামনি,      দণ্ড-কনকলুপাদি,  
 কখন বা ত্রফচারি-বেশ ।

অবধৌত কোন দিন,      আসন শার্দূলাজিন,  
                                  দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥  
 কোতোয়াল করপুটে,      শুব করে সন্মিকটে.  
                                  নিজ ছুখে বিশেষ রেংদন ।  
 পুরীসুদ্ধ হই নষ্ট,      আশীর্বাদ কর কষ্ট,  
                                  দূব হউক রংক জীবন ॥  
 হাসি কহে গুণনিধি,      অচিরে তোমাকে বিদি.  
                                  অবশ্য হবেন অমুকুল ।  
 বাক্য যিথ্যা নহে নোর,      ধরা পড়িবেক চোর  
                                  ভয় নাই হের ধর কুল ॥  
 গুলকিত নিশীশ্বর,      ফুল নিল পাতি কর.  
                                  পুনরপি প্রণিপাত করে ।  
 কালীপাদপদ্ম ভাবি,      রচিল প্রমাদ কবি,  
                                  কোটাল চলিল স্থানাঙ্করে ॥

### কোতোয়াল-চরণমূহের ছদ্মবেশে চোর অব্বেষণ ।

কুটবুদ্ধি কোতোয়াল তরু করে নানা ।  
 ঠাই ঠাই বসাইল মজবুত থানা ॥  
 বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা ।  
 নুক ঠুকা কহে চোব জানা গেল দর ।  
 কত পাটনির ঠাটে খেরা দেয় ঘাটে ।  
 কত বা দানির ছলে দান মাখে মাটে ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

বশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ ।  
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥  
কটিতে কৌপীনমাত্র তাগাতে গিরস ।  
সদা করে কেবল ভঞ্জন নামরস ॥  
গোড়রাজ্যে গোড়াগুলি চলে যে যে ঠাটে ।  
সেক্রমে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে ॥  
পাসা চীরা বহির্কাস রাজা চীরা মাথে ।  
চিকুণ শুধু গায় বঁকা কৌংকা ভাতে ॥  
মুঞ্জ-গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব ।  
তুই ভাই ভঞ্জে তারা সৃষ্টিছাড়া দাব ॥  
পৃষ্ঠদেশে গ্রহ খোলে খান সাত আট ।  
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥  
এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি ।  
তুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥  
ভুগলি মি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে ।  
বারভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥  
সে রসে রসিক নবশাক লোক বত ।  
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥  
সমাদরে কেহ নিয়্য যায় নিজ বাড়ী ।  
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥  
গোষ্ঠীমুদ্র খাড়া থাকে বাবাজির কাছে ।  
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥  
নানা রস ভুজায় শোয়ায় দিবা পাটে ।  
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে ॥



বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ার ।  
 চতুর্দশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥  
 কেমন কলির কন্ঠ কব আর কি ।  
 মজাটল গৃহস্থের কত বহু কী ॥  
 শতাবধি জনে 'হর' খামা রামানন্দী ।  
 অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি ॥  
 পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দ্রুস্ত ।  
 অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহাস্ত ॥  
 দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু ।  
 ধাক্কা-মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু ॥  
 নার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর ।  
 ভয় নাই লুটো পায় রাজার সহর ॥  
 কেহ বা বিষম বাক্য জালালি ফকীর ।  
 কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিজির ॥  
 নী হাতে লোহার পাড়ু শিবে পাগ কালা ।  
 কাঞ্চে খুলী গলে কত তর তর মালা ॥  
 যার বাটী বায় তার নাকে আনে দম ।  
 কয়েফেতে চুরচুর নদারদ গম ॥  
 কত অবদৌত কত যুতি ব্রহ্মচারী ।  
 তাছারে তাছারে ফিরে নানা ভেকধারী ॥  
 হেকমতে কতগুণা হইল কাঙ্গালি ।  
 মরা পারা পড়া পড়া থাকে গলী গলী ॥  
 লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা ।  
 দুই চক্ষু বৃজে থেকে থেকে করে হা ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে ।  
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে ॥  
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে ।  
থেতে শুতে শাশ্তি নাই কখন কি করে ॥  
সন্ধ্যার সময় বড় গড়ে তাড়াতাড়ি ।  
রজনীতে কেহ নাহি যায় কাণ্ড বাড়ী ॥  
পূৰ্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ ।  
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ ॥  
ক্রীকবিরজন কহে কানী কৃপামতি ।  
আমি তুয়া দাসদাস দানীপুত্র হই ॥

## চোর সন্ধানে বিহু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তব্ধ গেল পঞ্চদিন ।  
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন ॥  
ধীরে রাগ নামে এক কোটালের খুঁড়ি ।  
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান্ বুড়ী ॥  
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে  
সন্ধানেনে যাও বিহু ব্রাহ্মণীর কাছে ॥  
তাহাব অসাম্য কর্ম ভ্রমণে নাই ।  
অবশ্য চোরের তব্ধ পাবে তার ঠাই ॥  
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী  
শিরে বন্দে প্রাণে পিতৃব্যপদপুলি ॥

চলিল বাবাই একা মধ্যাহ্নসময় ।  
 উলনীত সেই বিহুত্নাক্ষণী-নিলয় ॥  
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাজলি রহে ।  
 বৈস বাপু বিহু মৃদু হেসে হেসে কহে ॥  
 কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মূই ।  
 বৌও বেটা বুঝোছি নিষ্ঠুর বড় ভূই ॥  
 ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি কুল ।  
 সুবচনী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল ॥  
 গন্ধম বৎসরে তোর মা মরে যখন ।  
 মৃত্যুকালে হাতে হাতে স্ত্রী পেছে তখন ।  
 এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর ।  
 আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিছুর ॥  
 কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো ।  
 বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো ॥  
 তনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার ।  
 এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার ॥  
 তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর ।  
 পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর ॥  
 বিড় বলে হাসি হাসি এত বড় দায় ।  
 আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায় ॥  
 বাহ তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে ।  
 আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে ॥  
 কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর ।  
 বিহু যায় বিদ্যা বিনোদিণীর গোচর ॥

প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল ।  
 ত্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল ॥  
 কৌতুকে কপট কথা কহে বিহু হাসি ।  
 শুনেছি সকল তব গুণ গো রূপসি ॥  
 চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও ।  
 কিবা লাঞ্ছ কার কাষ তার নাম লও ॥  
 তার হাতে ঔষধ পাইয়া শীঘ্রগতি ।  
 যারে গো উৎপাত গন্তুপাত হবে সতি ॥  
 একান্ত চিহ্নিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র ।  
 তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥  
 কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী ।  
 সখীগণ প্রতি কহে বড় আগু হৈনি ॥  
 ইহঁর গুণের কথা কহা নাহি যায় ।  
 পুরস্কার দেও সখি মনে যেথা চায় ॥  
 হৈঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি ।  
 এক গালে চুণ দিল জ্বার গালে কালী ॥  
 ঠেসে ধর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া ।  
 ধন ধন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া ॥  
 কেবল ব্রাহ্মণী হেজু জীবন রহিল ।  
 ঢেকা মেয়ে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥  
 হাঁটুকঁই করে ছই চক্ষে পড়ে জল ।  
 মপে ভাবে অসৎকন্নে বিপরীত কল ॥  
 ঐকবিরজ্জ্বল কহে কালী কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিছুর নিকটে কোটালের নিরাশাদে  
মাঘাইর হিতোপদেশ ।

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি ।  
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি ॥  
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই ।  
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিল; হে গোঁসাই :  
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি ।  
ছুরারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গোঁ মাসি ॥  
কোণায়ে কোণায়ে কহে আরে বাপু মবি ।  
অতি বুদ্ধে পৌঁদে দড়ি তার ভোগ করি ॥  
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্টে ।  
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্টে ॥  
বে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির বি ।  
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি ॥  
সেটে ধরে আঁটে কিল মশ্বে পাই পীড়া ।  
কন্দকারে পিটে বেন বড় লোহা ভিড়া ॥  
গালে গুঁ তা গণে গণে গোটা বিশ গায় ।  
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায় ॥  
অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি ।  
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই লড়ি ॥  
বিছুবাক্যে বিস্তর হানিল নিশানাথ ।  
কমা কর মাসি বল্যে ধরে ছুটি হাত ॥  
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল ছুটি ।  
বিদায় যাগিল কিঙ্ক লাগে ছটফটী ॥

কেন্দে কহে কি কর না কুপাময়ি কালি ।  
 আজ্ঞা তব বুথা হয় একি ঠাকুরালি ॥  
 যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে ।  
 দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাক্ত কেন তবে ॥  
 ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা ।  
 মরণ নিকটে নাগো বাড়ি কব কিবা ॥  
 চিন্তায়ুক্ত রক্ততলে বসিল বাঘাই ।  
 করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই ॥  
 বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয় ।  
 বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয় ॥  
 ভাবীবাচ্যে ভগবান্ ভুলিলা আপনি ।  
 কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি ॥  
 নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া ।  
 ঘোর বনে পলাইলা ঘরগী ছাড়িয়া ॥  
 দম্পত্য দুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা ।  
 পাশায় করিলা পণ আপনার দারা ॥  
 যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে ।  
 সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে ॥  
 সিন্ধুরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গ্রহ ।  
 নিভাস্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ ॥  
 কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই ।  
 ভাল কথা বলেছিহু ভাইরে মাধাই ॥  
 অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে ।  
 রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে ॥

ধরাভূলে ধন্য সে কুমারচট্ট গ্রাম ।  
 তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম ॥  
 ত্রিমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী বথা ।  
 নিশাকালে চরিতার্থ ত্রিরঞ্জন তথা ॥  
 কিকিৎ জিহ্বিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা ।  
 জীর্ণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা ॥  
 ত্রিমতী পরমেশ্বরী সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ সূতা ।  
 ত্রিকবিরঞ্জনে ভণে কবি বা অদ্ভুতা ॥

চৌর ধরণার্থে বিদ্যার নন্দিরে  
 সিন্দূর লেপন ।

তখনি পঞ্চাশ মোন আনিল সিন্দূর ।  
 পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পূর ॥  
 কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা ।  
 সমীপে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা ॥  
 কটবৃদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দা ।  
 সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি ॥  
 ষট্টাদি যত্নে ছিল বিচিত্র ভূষণ ।  
 সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন ॥  
 মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির ।  
 বন্ধুবর্গ সঙ্গে সঙ্গে বৃক্তি করে স্তম্ভ ॥  
 বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে ।  
 অলঙ্কিতে অমুচর রাখে তার কাছে ॥

কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুনুখী ।  
 প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে বত সুখী ॥  
 গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন ।  
 সকলি সিদ্ধ রমাধা উচাটন মন ॥  
 কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল ।  
 প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল ॥  
 ছিলা হর্ব হরিণাক্ষী তত্যাশে শুকায় ।  
 ক্রি আছে ক্রপালে মোর কথা নাহি যায় ॥  
 ভাবিতে চিস্তিতে গেল নিশি অক্লয়ান ।  
 হেনকালে উপাশ্রিত কবি গুণদাম ॥  
 ভাব্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে ।  
 নতনে জিজ্ঞাসে কবি নবুর বচনে ॥  
 কহ লো কনকনুখি কি নিমিত্তে হেন ।  
 পেয়েছ পরমপাড়া প্রায় বুঝি যেন ॥  
 বিদ্যা বলে প্রাণনাথ পেলে মোর মাথা ।  
 কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা ॥  
 কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর ॥  
 সকল গৃহেতে হেদে দেখনা সিদ্ধর ॥  
 অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বান্য আঁখি ।  
 পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী ॥  
 হুসে কহে কবি হরি এ অন্যে ভাবনা ।  
 কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না ॥  
 সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ ।  
 তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত ॥



রমণী লইয়া স্নেহে বঞ্চিলা রজনী ।  
 উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি ॥  
 বসনে সিন্দূরমাখা দেখি কবির ।  
 হীরা প্রতি কহে মাসি এক কন্ঠ কর ॥  
 নিশিযোগে বস্ত্রধানা দিও ধোপা-বাড়ী ।  
 সংগোপনে কাছে যেন ছুনা দির কড়ী ॥  
 এত বলি স্নায় কন্ঠে চলিলা সুন্দর ।  
 সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥  
 চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া ।  
 প্রপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া ॥  
 অন্য ঠাই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি ।  
 প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান তুমি ॥  
 ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল গায় ।  
 হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায় ॥  
 ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ ভায়ে ।  
 আমি কি অধম এত বৈরূপ আমারে ॥  
 জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।  
 কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃণামই ।  
 আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সিন্দুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি  
এবং সুন্দরের সুভঙ্গপথে পলায়ন ।

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর ।

আগে ভাগে-সেই বস্ত্র করিল বাহির ॥

একাটালের অনুচর আছিল নিকটে ।

সিন্দুরের চিহ্নে বুঝে চোরেব এ বটে ॥

দৌড়ে নেয়ে ঘাড়-দরে দেয় শাকলাড়া ।

তখনি কাপড় দিয়া বন্ধে পিঠনোড়া ॥

কোইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে ।

সিন্দুরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে ॥

কোঁপে কোতোয়াল কহে সুখে লাগে খুঁটা ।

কাঁহা চোর সেতাব বাতাবগে বে খুঁটা ॥

কোই কহে সাহেব জি রহে এক সাত ।

একাকত বুঝা জাগা কহনে দেও বাত ॥

কপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী ।

কার বস্ত্র ভালমন্দ আমি তো না জানি ॥

কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরাম ।

বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক নাপা কিরা ॥

যে পাও দিগুণ তারু পাবা মোর ঠাহ ।

লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই ॥

হরাবই আমি নাহি জানি মহাশয় ।

অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয় ॥

বাত এস্কা এহি হ্যায় চল ওস্কা পায় ।

বেতস্বর বেচার্য কো দেওছী রালায় ॥

ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা ।  
 নাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা ॥  
 কালান্তক বস যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে ।  
 নুপপানে তাকাইতে গায়ে ধম্ম ছুটে ॥  
 লেঙ্গা তরোয়ার হাতে রাঙ্গা ছুটি আঁপি ।  
 কাঁহা হীরা হারা ডাকে করে ঙ্কা কাঁহা কি ॥  
 সরদার গেল যদি তবে থাকে কে ।  
 কাঁটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল বে ।  
 ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার ।  
 কাপে মাটি ডাকে হাঁকে রাজার, বাজার ॥  
 ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়া মালিনার ।  
 ডেকো হৈকে হীরা বুড়া হইল বাহির ।  
 হীরাবতী সন্মুখে কোটাল কোপে জলে ।  
 অগ্নিতে ফেলিলে দ্রুত যেমন উথলে ॥  
 কেঁওবে হারামজাদী এহি কান তেরা ।  
 সাত রোজ ফাক্কা লুবেজান ছয়া নেরা ॥  
 কঁাহাসে লেয়াও চোর কোন জাতি ওহি ।  
 কহ তুঝে কেস্তা মালিয়াৎ দিয়া মোহি ॥  
 খেলাপ কহগী বাত শের মোড়াওঙ্গা ।  
 গাঙ্গামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়ঙ্গা ॥  
 কোটালের কটুবাণ্ডে কুপিল অদীরা ।  
 ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা ॥  
 এই সি রাঁড় নহি হৌ দাবায় জাওগে ।  
 বেহেসাব, কহগে তব্ সাজাই পাওগে ॥

মু সাগালো খুব নাতি কহ বের বের ।  
 রাজা কি সতরনে বেটা তেঁটে ছয়া সের ॥  
 কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি কর্ত্তি সোর ।  
 ঝুট নাতি কহো মুঠ তেরে ঘরমে চোব ॥  
 হাত লেড়ে চীরা বলে থাক মেনে থাক ।  
 বৃদ্ধা গুল আব মেনে বাড়ি কথা রাখ ॥  
 আমি ঘবে চোর পুশি কহগে বাজারে ।  
 ওরে বেটু তেঁটা এটা কহে কেটা মোবে ॥  
 লাক দিয়া কোতোয়াল চলে ধরে জাব ।  
 দেখতো ভাবানজাদী এ কাপড়া কার ॥  
 নজাইতে কুল কুল গোগাঠিতে নিস্তর ।  
 এ কলঙ্ক রছিল যানং চন্দ্রাদিত্য ॥  
 নির্মূল বাজার কলে তুটে দিলি কালী ।  
 আরো কবো আঁটনী কটনী মাগী শালী ॥  
 পয়জার চট চট কিল গুম গুম ।  
 আঁকপাঁক বুটাইল আর কোথা গুম ॥  
 মারণেব চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে ।  
 দুকে হাঁটু দিয়া ঠেস্‌স তুল্যে বাক্কে ঘাড়ে ॥  
 তখনি কান্দিয়া কহে ভাইবে বাঘাই ।  
 নারীহত্যা করিওনা জল দেও খাট ॥  
 কান্তর দেপিয়া তার বন্ধন গুলিল ।  
 হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল ॥  
 রাখিল নুজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে ।  
 কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালেন ॥

কুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে ।  
 নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে ॥  
 সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র ।  
 কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র ॥  
 ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল ।  
 ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ স্ফুটিল পশিল ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### চোর ধরঁণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন ।

অনিমিষে নিরখে বিবর নিশানাথ ।  
 অদ্ভুত মানিয়া চিন্তে নাকে দেয় হাত ॥  
 কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে ।  
 কেহ বলে তবে পরা না গেল ইহাকে ॥  
 ঐষদ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই ।  
 আমি বাহা বলি তাহা শুনহ সবাই ॥  
 এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে ।  
 সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে ॥  
 দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে ।  
 হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে ॥  
 আকুরে হকুরে পুনঃ উপরে উঠিল ।  
 বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল ॥

যে পাব সে যাও ভাই খাও জায়গীর ।  
 বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির ॥  
 পল্লব পলিত করে কোটাল ভক্তম ।  
 সহরে পড়িল বড় বৈগারের ধুন ॥  
 যার পায় তারে ধরে গালে মারে চড় ।  
 পলাবে বলিয়া বাথে কাড়িয়া কাপড় ॥  
 এখনি হাজার নতিন আনিল কোদালি ।  
 নজুরের নিশাবানা পাঁচ শত ঢালী ॥  
 পোষ ভব্ব কোতোয়াল খন ঘন ডকা ।  
 নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা ॥  
 কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা ॥  
 কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা ।  
 সহরে গুজব উঠে একে একশত ॥  
 গলি ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে বত ॥  
 দরজায় বসে কেহ নওলের ঠাট ।  
 পপের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥  
 এক শরা ভরা টিকা ছঁকা চলে ছটা ।  
 পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকী-কুটা ॥  
 হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর ।  
 শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার ॥  
 তাকটা একটা মানুষ গেল করে ।  
 চোরের সহিত নাকি ছিল ছটা নেয়ে  
 পরম ক্লগনী তারা স্বর্গবিদ্যাপরা ।  
 বিপুল নিত্য হরিণাক্ষী কপোদরী ॥

চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে ।  
 সেইক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাথে ॥  
 এখায় খন্দক খনে মজুর সকল ।  
 বড় বড় গৃহস্থের বাড়ি গেল তল ॥  
 সীমা মুড়া পর্যন্ত কাটিল থাই যদি ।  
 দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী ॥  
 অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা ।  
 শুনি নাহি জন্মে কভু হেনকহে তার ॥  
 কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রোতে ।  
 কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥  
 জানী কহে থাকিবেক গুড় কিছু মন্ম ॥  
 মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কন্ম ॥  
 পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে ।  
 দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে ॥  
 কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই ।  
 এখনি সভায় কাহ্নে করেছে বাধাই ॥  
 চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত ।  
 সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অন্ত ॥  
 গ্রামে যে দেখিল সে কহে শুন এই ।  
 ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই ॥  
 কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর ।  
 খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥  
 কেহ কহে এতদিনে গেল মেনে ভয় ।  
 কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥

ওখা কবি উপনীত প্রমদার পাশে ।  
 বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে ॥  
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা হির রও ।  
 ভয় কি ভবানী বাণীবদনেতে কও ॥

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ ।

নিরখিয়া পতি স্ত্রী অতি দুঃখযুতা ।  
 সঙ্কলনয়নে স্নেহ বীরসিংহসুতা ॥  
 অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে ।  
 রমণী গিমিত্তে কিছু না কবে আশাকে ॥  
 ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল ।  
 পশ্চাতে উপায় নাহি গন্তে মোর কাল ॥  
 তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগার ।  
 বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির ॥  
 এক নিবেদন করি অবধান কর ।  
 দোষ নাহি প্রভু তুদি নারীবেশ ধর ॥  
 আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ ।  
 ভূলাইলা কানরিপু ঠাকুর মহেশ ॥  
 ভীম পরাক্রম ভীমশমন দোসর ।  
 নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥  
 সূর্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ ।  
 বিপদ সময়ে রাজ্য ধরে নারীরূপ ॥  
 জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা ।  
 পরিণামদর্শি যেন কি তার যত্ননা ॥



সধম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায় ।  
 সুন্দরী সমূহ সুখে সুন্দরে সাজায় ॥  
 আচড়ে চিকণে চাক টাচর চিকুর ।  
 ললাটে সিন্দূর শোভা তম করে দূর ॥  
 সহজে সুন্দর মুখ বিনিম্বল ইন্দু ।  
 চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু ॥  
 দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিশ্বকল ।  
 শতনরী হার গলে প্রবণে কুণ্ডল ॥  
 চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর ।  
 বস্ত্রান্নত দাড়িষ যুগল পরোধর ॥  
 ভূষণে ভূষিত তরু বেধানে বা সাঙ্গে ।  
 হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥  
 সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান ।  
 সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥  
 বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী :  
 কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি ॥  
 নিশিবোগে বদ্যপি পুরুষ করে বিধি ।  
 বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥  
 কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই ।  
 ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই ॥  
 বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে ।  
 সনৈন্তে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহায়ে ॥  
 সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে ।  
 বুদ্ধিহারা ভাকা পায়া ধূলা উড়ে মুখে ॥

সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে ।  
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥  
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই ।  
আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোরের শ্রীবৈশাখ্যভবে বিদ্যার সহচরীগণের  
খন্দুক লঙ্ঘন পরীক্ষা ।

তথ্য করে নিশানাথ, দীর্ঘে কাটে দশ হাত,  
পরিসর হাত তিন সাড়ে ।  
করে ধরে থড়া ঢাল, হাঁটু পাতি কোতোয়াল,  
খামটি করিয়া বৈসে পাড়ে ॥  
কোন্সে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরাগণ গুন,  
তোমরা সকলে হও দীরা ।  
নাতিয়া বৌবনমদে, রমণী দক্ষিণ পদে,  
লজ্জিবে যে তার বড় কিবা ॥  
অথবা পুরুষ বেই, লজ্জিবে পরীক্ষা এই,  
কদাচিত্ত বাম পদে কেহ ।  
স্বারোদ্ধার কহি আমি, তইবে রৌরবগর্ভমি,  
সপ্তম পুরুষ স্নদ্ধ সেহ ॥  
কহিলাসু আগে ভাগে, শত ব্রহ্মহত্যা লাগে,  
ধর্মপথে থাকিলে মঙ্গল ।  
জন্মিলে মরণ আছে, ভোগাভোগ হয় পাছে,  
নারিকর জনম বিফল ॥

কোটালের কটু কথা,      কবি করে হেঁট মাথা,  
 বিচারিল ধরিল কোটাল ।  
 পূর্ব জগদ্বাদেশ,      কদাচ না রবে ক্রেশ,  
 কিন্তু হুঃখ সুষ্রুতি জঞ্জাল ॥  
 বা করেন কৃপামই,      যাম্য পদে পার হই,  
 কতকাল হৈয়া রব চোর ।  
 যদি তরি বাম পায়,      কোটাল সবংশে যায়,  
 ইহা কি উচিত কন্যু মোর ॥  
 শশীমুখী শকুন্তলা,      সত্যবতী শশীকলা,  
 সর্সাগী স্মৃশীলা সত্যভামা ।  
 রাধিকা কল্লিনী রমা,      রাজেশ্বরী রস্তা উমা,  
 অপর্যা অধিকা উষা শ্রামা ॥  
 জয়ন্তী বশোদা জয়া,      মহেশ্বরী মহামায়া,  
 হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া ।  
 একে একে সহচরী,      বাম পদে গেল তরি,  
 ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া ॥  
 বম তুল্য নিশানাথ,      কখন দাড়িতে হাত,  
 কখন বা গোঁপে দেয় পাক ।  
 সবাকার কাঁপে বুক,      প্রাণ করে ধুকধুক,  
 কখন গভীর ছাড়ে ডাক ॥  
 সদা পুটাজলি-পাণি,      কবিরঞ্জন-বানী,  
 বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে ।  
 ভবসিন্ধু পার হেতু,      অভয় চরণ সেতু,  
 উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ

বিদ্যার সহ কথোপকথন ।

একে একে পার হই বত সহচরী ।

গদগদ কহে বিদ্যা কাস্ত করে ধরি ।

শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার ।

বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার ॥

ধরা গেলে কাটা মাঝে নৃপতি দুর্জয় ।

তোমার মরণ মোর নিশ্চয় মরণ ॥

নহে শাস্ত্র সম্মত সমতা সহনতা ।

দুরাত্মা, দুর্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা ॥

অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী ।

তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরানী ॥

পূর্বাঙ্গের ক্ষত বটে রাজনীতি দম্ব ।

জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দৃষ্টকম্ব ॥

ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীব মিতালী ।

বধিলা নিরপরাধে ধানরেশ বাণী ॥

বদ্রপুত্র সুবিস্তার তাঁর শুন কার্য্য ।

অশ্বখমা হত বাক্যে হতা দ্রোণাচার্য্য ॥

সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ ।

হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥

ক'ল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে ।

কেহমাত্র সঙ্গে নাহি দেহে সঙ্গোপনে ॥

কহে কৃপাময় কিঙ্ক কর সত্য পণ ।

এখানে দেখিবা বারে করিবা বর্জন ॥

কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার ।  
 লক্ষণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥  
 দৈবের নির্দ্বন্দ্ব কহু থগুন না যায় ।  
 তর্কসা নামেতে মুনি মিণিলা তথায় ॥  
 ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র চরণে ।  
 মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সন্তোষণে ॥  
 মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর ।  
 কোনরূপে চিন্তে বিবেচনা নহে প্তির ॥  
 যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সন্তোষণ ।  
 ত্রীরামের আচ্ছা তবে হইবে হেমন ॥  
 ত্রীকান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ ।  
 বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোপ ॥  
 ত্যজ্য হব বদ্যপিচ আমি যাই তথা ।  
 সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা ॥  
 মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে ।  
 কাল কহে প্রভু তর আচ্ছা পূর্ব আছে ॥  
 ঐক্যে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষণ ।  
 যথা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন ॥  
 সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বজ্রিলা লক্ষণ ।  
 সরস্বতী নারে বীর ত্যজিলা জীবন ॥  
 সৌমিত্রেয় শোকে প্রভু মদবিলা লীলা ।  
 ভানায়ণে মহামুনি ব্যাকুল রচিলা ॥  
 সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া ।  
 প্রাণ গেলে সন্মোকে কি করে ছুট জিয়া ।

ঐটি রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর গুন কহ্য ।  
 বকরূপে যেকালে ছলিলা তাঁরে ধম্ম ॥  
 অগ্ন যদি কহিলেন কুস্তীৰ নন্দন ।  
 তথাপি কর্ণটে প্রভু কহেন বচন ॥  
 তুষ্ট হইলাম তুমি বর নাগো যাই ।  
 যারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই ॥  
 দম্ববাক্য শুনি ধম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ।  
 পরিণামদর্শি রাজা করিলেন তির ॥  
 সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল ।  
 তবে ত্তো নৈরাশ তাঁর মাতামহতুল ॥  
 কঁকিৎ থাকিয়া কহে সর্ব গুণযুত ।  
 বাচাও জনেক প্রভু তাহ মাদ্রাসুত ॥  
 সন্মানিত্ত বুদ্ধি ধম্ম দিলা সাধুবাদ ।  
 তারি ভাহ জীয়া উঠে ঘুচল পমান ॥  
 জনদগ্নি স্মৃত জ্ঞানদগ্ন্য মহাবার ।  
 জনক আজ্ঞায় কান্দে জননীর শর ॥  
 পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে নুত ।  
 অন্থ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত ॥  
 সত্যবাক্য রক্ষা পয়ে যদি বায় প্রাণ ।  
 সেও ভাল পরকালে পায় পরিদ্রাণ ॥  
 সত্য হীন ধম্ম হীন বৃথা অম্ম তার ।  
 যতো ধম্ম ততো অল্প বাক্য সারোদ্ধার ॥  
 ঐকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামহি ।  
 আমি তুরা দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

## অথ চৌর ধরণ

অশখামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন ।  
 সেই পাপে নৃপতিয় নরক দর্শন ॥  
 অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ ।  
 ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অমদ ॥  
 কন্যভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে ।  
 অত্র কে কোথার থাকে অমচন্দ্রে কুলে ॥  
 মন হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল ।  
 কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকল ॥  
 দ্বিধ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে ।  
 কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥  
 স্নানরীর বাক্য শুনি স্নানরের হাস ।  
 সহজে বালিকা তুমি গণিছ হতাশ ॥  
 ভবিষ্যৎ কন্য এইক্ষণে কেন ভাবি ।  
 তথনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥  
 কোন চিন্তা নাহি মন্ত-কুঞ্জর-গামিনি ।  
 হুঃখ দূর করিবেন পুরারি কামিনী ॥  
 ভক্তিভাবে ভাব ভয়, ভাঙ্গা রাজ্য পদ ।  
 শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ ॥  
 করাল-বননী বলি বাড়াইল পা ।  
 হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা ॥  
 দক্ষিণ চরণে তারি দাঁড়াইল পাড়ে ।  
 ব্যাঘ্রপ্রায়, কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে ॥

যরত্ন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে ।  
 কোড়কে কোটাল নাচে সিংহনাদ পুরে ॥  
 কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার ।  
 ঘিরিল কোটাল ঠাট্ট নাহিক নিস্তার ॥  
 কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই ।  
 যাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি থাই ॥  
 কেহ বলে লাঠীতে মাথার ভাঙ্গি খুলি ।  
 কেহ বলে থুক তুলি আমি করি গুলি ॥  
 কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি ।  
 কাকালি পর্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি ॥  
 তিরে তিরে জরজর করি হে ইহারে ।  
 পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে ॥  
 পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত ।  
 বিদ্যা কহে মম্ব কোথা গুচে প্রাণনাথ ॥  
 মম্ব দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে ।  
 দুক চিরা মাণিক্য লুটিল কেবা কেড়ে ॥  
 সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু ।  
 তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি স্বৰ্গকেন্দ্র ॥  
 পূর্বের কঠোর পাপে বাসদেব বাস ।  
 হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম ॥  
 কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে ।  
 তেঁকা মেরে দূরেতে ফেলিল নির্দোষে ॥  
 তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষেব ছান্দে ।  
 চুল ছিল এলো শীঘ্র হই করে বান্ধে ॥



পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে ।

মনোসাধে ধরা দিল ভৎসিতে রাজ্যারে ॥

মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায় ।

অনিমেঘে বাঘাই সুন্দর পানে চায় ॥

কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর ।

বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর ॥

শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কুতাজলি ।

শ্রীরামজ্বালালে মাতা বেহি পদধূলি ॥

শুন্দরের-বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোন্তি ।

দয়িত তর্গতি দেখি, দক্ষ দ্বিজরাজ-মখৌ,

হৃৎখসিকু উপনিয়া উঠে ।

ধরা তলে ধনী পড়ে, ধৌতারা ধুচয় বাডে,

ধড়ে প্রাণ নাহি ঘণ্ড ছুটে ॥

মলিচাবা ফনি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা,

মোহযুতা মূনি-মনোহরা ।

নয়নে-নির্গত নৌব, নিশায় নিম্নগাতীর,

নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা ॥

অপে সতী অমী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙ্গে-

অখে মুখে মুখ দিয়া রয় ।

বিদ্যা বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা,

বিভূ গলে দিতে জ্ঞান হয় ॥

বিদ্যা কহে হে মা কই, কি করিলা কুপামই,

কোথা যাব কি হবে উপায় ।

এই যে হিলাম স্থখে,      একি দশা এক টুকে,

আত্মহত্যা দিব গো তোমায় ॥

বিষম বিরহানলে,      বপু বিপরীত অলে,

বিশুদ্ধ বল্লভ বিকা আনি ।

রোপিলাম প্রেমতরু,      নী ফলিল ফলচাক,

উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি ॥

অল্প পূর্বে প্রাণ বলে,      পশ্চাৎ পাবকে ফেলে,

প্লাইলা পাপে দিলা মন ।

তোমার তুলনা তুমি,      তরণ তরুণী আমি,

ত্যাগ কর তদঙ্গজ জন ॥

জনক বনের তুল,      জননী বাতনা মূল,

জামাতা জীবনে করে বদ ।

ভাবিয়া ভরসা সার,      হুবনে না দেখি আর,

ভয় ভাঙ্গা ভবানার পদ ॥

ফাঁকরে ফেপর রূপা,      ফলত কর গো কৃপা,

ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ ।

শ্রীকবিরঞ্জন কহে,      এমত উচিত নহে,

দূর কর দাসের উৎপাত ॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি ।

ভূতলে আছাড়ে গা,      কপালে কঙ্কণ বা,

বিন্দু বিন্দু বয়ে গড়ে রক্ত ।

তাহে শোভা চমৎকার,      অশোক কিংবদুক হার,

গাথা চান্দে দিল যেন ভক্ত ॥

যথোচিত আমি দণ্ড, কোতোয়াল ভাঙি ও,

প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে ।

রাক্ষা সুধাকরমুখী, দূর ইন্দীবর আঁখি,

এবে কন্ঠে বাক্য সেই বটে ॥

বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুদ্ধি না কালাকাল,

দেখ যুগ ধর্ম এ সকলণ

পরিণামে তব দৃষ্টি, অভাগীর মজে সৃষ্টি

তার তো সাঙ্গাতে এই ফল ॥

হেদে হে কোটাল ভাই, ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই,

ছাড়হ আমার প্রাণনাথ ।

ধন্য পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর,

হের এই বোড় করি হাত ॥

প্রাণ মোর নহে চোর, এ তো জোর মিছা সোর,

এতে তব লাভ আছে কি ।

পরিজ্ঞান কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান,

পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি ॥

মম কান্ত শিষ্ট শাস্ত, রাজা ভাস্ত কি হৃদ্যন্ত,

আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান ।

জ্ঞান ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত সছে-

সৃষ্টি রহে বল হে বিধান ॥

কৌন্ ধন্য হেন কর্ম, পোড়ে মন্য গাত্র চন্দ্র,

দিয়া দিব পাহুকা চরণে ।

স্বদয়েশ এই বেশ, পার ক্রেশ কৃপালেশ,

কর ভাই অকাল মরণে ॥

চক্ষু ল'ঙ্গ কোতোয়াল,      কহে ভাল ঠাকুরাল,  
 এই কাল জঞ্জালের মূল । ,  
 জানি আমি ওগো রানী,      গুণধামা কব ক্রমা,  
 ভাব প্রাণা হইবে প্রতুল ॥  
 তুমি সতী গুণবতী,      'ভগবতী প্রতি মতি,  
 সমাজ মানুব নহে এহ ।  
 রণুবর হলধর,      পুরন্দর সুধাকর,  
 পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥  
 এত বলে বাক্য ছলে,      যায় চলে রানী টলে,  
 পুনরপি পড়ে মহীতলে ।  
 কহে রাম দুর্গানাম,      অর্দ্ধ যাম অপকাম,  
 পূর্ণ হবে দেবী অল্পবলে ॥

### চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

তুমি লোক মুখে,      রাণী মনোহরে  
 গেল বিয়াবতী বাসে ।  
 নন্দিনীর পতি,      নিরখিয়া সতী,  
 নয়নসনিলে ভাসে ॥  
 অক্লিন্ন মদন,      পূর্ণেন্দু বদন,  
 কণকচম্পক কাস্তি ।  
 এ নহে শুদ্ধর,      শশী কি ভাষর,  
 পামর লোকের ভাস্তি ॥

## কবিরঞ্জন

রূপ কব কিবা,      চারু কবু গ্রীষ্ম,  
 .      শুকচক্ষু তুল্য নাগা ।  
 নিন্দা কন্দ কলি,      শোভে দস্তাবলী,  
             সুধাধিক মৃদুভাষা ॥  
 আজাহুলধিত,      বাহু সুললিত,  
             করি কর দর্প হর ৬  
 কুল কোকনদ,      মঞ্জু যুগপদ,  
             নাভি ভূধর কিবর ॥  
 বিদ্যাবতী মূখে,      মুখ দিয়া ছাপে,  
             ভুগরিয়া কান্দে রাণী ।  
 .      জন্মে জন্মে পাপ,      হেন মনস্তাপ,  
             ভুঞ্জিব যপ্নে না জানি ॥  
 কি বিদগ্ধ বিধি,      রসময় নিধি,  
             নিরমিল তোর লাগি ।  
 অনেক যতনে,      লভ্য এ রতনে,  
             হারালি ছিছি অভাগী ॥  
 আরাধিলি বিদ্যা,      ত্রিভুবনারাধ্যা,  
             মহাবিদ্যা ভদ্রকালী ।  
 পূর্ব কন্দ ভোগ,      খামির বিরোগ,  
             যত তাঁর ঠাকুরালি ॥  
 কিবা কব তোরে,      না কহিলি কোরে,  
             গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা ।  
 বিধির লিখন,      না হয় থগুন,  
             এখন কে পায় জালা ॥

অপতি দুর্বার,      নৃপতি নিস্তার,  
 নিতাস্ত কাটিবে । ১১ ॥  
 যেথাক রাঁড়ী,      পোড়াইতে নাঁড়ী,  
 এতেক দুঃখ পোবে ॥  
 শ্রী প্রসাদ কহে,      কথ      এথা নহে,  
 কার্যের কিঙ্কর নহে ।  
 হার হুঃখ কিবা,      সদা      শিবা,  
 ভুবনবিজয়ী মেধ ॥

### বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান ।

জান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী ।  
 মুদ্রিত লোচনে ভাবে কপ কাদাধনী ॥  
 কৃতান্তলি কহে কৃপা কর কৃপামই ।  
 দাস তব দরিত্র ভুঃখিনী দাসী তই ॥  
 আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা ।  
 এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা ॥  
 ক্ষতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে আমি ।  
 ক্ষেমহরি ক্ষম দোষ জীণা দীনা আমি ॥  
 নিতাস্ত দেখিহু হুঃখা মদ্র জপে যেই ।  
 ক্ষেদ গো কক্ৰণাময়ি তার দশা এই ॥  
 কি কব মহিমা সীনা পদতলে ভব ।  
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥

তপস্বিনী জিনয়নে তারা জাগকজ্জি'  
 যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি ।  
 পার্শ্বত পরমেশ্বর পশুপতিদারা ।  
 প্রভাকর পুত্র পীড়া হরা পদ্মপরা ॥  
 বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট ।  
 দম্ভজদলনি দেবি কেন দেও কষ্ট ॥  
 মৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোয় ।  
 ব্রহ্মর সানাত্ত নহে বরপুত্র মোর ॥  
 প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি ।  
 কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥  
 এ কথা কহিল যদি শঙ্কর-ধরণী ।  
 জগদিতরণে যেন মিলিল তরণী ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ ।

দরা গেল চোর মোর পড়িল নগরে ।  
 বাল বৃদ্ধ যুবা বায় নাহি রয় ঘরে ॥  
 স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীরা ।  
 বৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥  
 রক্তনশালায় রামা রক্তনে যে ছিল ।  
 আখার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল ॥

যেনে দায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা ।  
 কেহ কহে দাঁড়া লো নাপার লাগে কিরা ॥  
 একজন প্রতি আরজন বলে কই ।  
 সে কহে অঙ্গুলি ঠাঠি ওই দেখ্ ওই ॥  
 হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ নহে ।  
 কুলবধু চিত্রিত পুতলী বেন রহে ॥  
 কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি ।  
 হারাইল অভাগিনী বিদ্যা কেন নিধি ॥  
 সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে ।  
 আমাকে কাটুক রাজা চোরের বললে ॥  
 রাজা লবে প্রাণ সহি কোন্ মূৰ্খ কহেণু  
 সাধ্য নহে তার দার দেহে আত্মা রহে ॥  
 নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র ।  
 না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র ॥  
 আছাড়ি পাছাড়ি মরী কেনে কহে ছোরা ।  
 ও টান মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥  
 পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি । -  
 কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ।  
 বাদশ বৎসর বাচ্য খেয়েছি গোমাই ।  
 তম্রপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই ॥  
 মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর ।  
 লম্বকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥  
 কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকণ্ঠা মনে ।  
 তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেননে ।



তব মৃত্যু কথা তব স্তনিলে মা বাপ ,  
 তখনি তাজ্জিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥  
 বয়সাতা তব যার যার সঙ্গে আছে ।  
 ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্তা গেলে কাছে ॥  
 হোনার মরণে এত লোকের মরণ ।  
 কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥  
 দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল ।  
 হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাজ্জলি ।  
 শ্রীরামছালালে মাতা দেহি পদদলি ॥

### রাজার সহ চৌরের ব্যাঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায় ।  
 তপ্ত তপনীয় তমু ভারাপতি প্রায় ॥  
 প্রমথেশ প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন ।  
 ভালে বিন্দু বিধু মধো বালার্ক যেমন ।  
 প্রচণ্ড চণ্ডার্চি চয় চতুর্দিকে দিগ ।  
 পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মথভূজ ॥  
 কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যঞ্জন ।  
 মস্তকে ধবল ছত্র কিবা অশোভন ॥  
 তত্পরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর ।  
 বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর ॥

পঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য ।  
 যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত ॥  
 তদ্বিগে সোয়ার খাড়া বৃকে ধরে ঢাল ।  
 কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল ॥  
 সেলাম করয়ে হাতি সম্মুখে মালত ।  
 পদাতিক দুঃস্থ সাক্ষাৎ সমদূত ॥  
 চোপদার নকীব হজুরে খাড়া আছে ।  
 বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেন কাছে ॥  
 'ধরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম ।  
 নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম ॥  
 ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি ।  
 সদত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি ॥  
 অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ ।  
 পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ ॥  
 দত্তা কৃতা অবেষণে মিলাইল পতি ।  
 বররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতি ॥  
 রেবতী-রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু ।  
 কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরস্তা হেতু ॥  
 কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিম্ব চাই ।  
 রাজ্য বলে কাট চোরে মসানে বাঘাট ॥  
 জাঁপি ঠারে আরবার করে নিবারণ ।  
 নিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন ॥  
 পক্ষ তজ্জা পদপদ্ম মানসে প্রণাম ।  
 হাসি হাসি সুপাভাষা কহে গুণদাম ॥

কাট রাগা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়া ।  
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয় ॥

শ্লোকঃ ।

অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদাম গৌরীঃ  
ভুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিঃ ।  
সুপ্তোখিতাং মদনবিহ্বল লালসাস্ত্রিঃ  
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

অস্যার্থঃ ।

অদ্যাপি না কনকচম্পকদাম তনু ।  
প্রভুল কনকমুখী ভুল কামধনু ॥  
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাস্ত্রী মদন বিহ্বল ।  
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥  
কথা শুনি কাপে তনু কুপিত ভূপাল ।  
কহে মসানেতে চোরে কাটরে কোটাল ॥  
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাগাই ।  
গোটা দুইচারি কথা আরো কহা চাই ॥

শ্লোকঃ ।

অদ্যাপিতাং শশিমুখীং নবযৌবনাভ্যাং  
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকাস্ত্রিঃ ।  
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি গাত্রানি  
সংপ্রতি করোমি স্তম্ভীতলানি ॥

অস্যার্থঃ ।

অদ্যাপি সে শশীমুখী সুলভ যৌবনা !  
পূন পদ্মোদরা বাল কুদ্বন্দ্বনয়না ॥

## বিদ্যাসুন্দর ।

তদঙ্গ পরসে অঙ্গ সদা স্মৃশীতল ।  
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥  
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ ।  
কবি কহে গোটাছুই কথ্য আরো শুন ॥

শ্লোকঃ ।

অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজ গন্ধলুপ্ত  
সামান্দিরেফ চর চূষিত গণ্ডদেশাং ।  
কেশাবধত করগল্লব কঙ্কণানাং  
তাং নোদটৈপতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়াং ॥

অস্যার্থঃ ।

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ ।  
অলিকুল ব্যাকুল চূষিত গণ্ডদেশ ॥  
কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি ।  
মন মম গোহিত স্মরতি নিভস্বিনী ॥  
রাজা বলে নিয়া বাও মসানে বাধাতি  
কবি কহে গোটাছুই বচন শুনাই ॥

শ্লোকঃ ।

অদ্যাপি বাস গৃহতো ময়ি নীলমানে  
ভর্যার ভীষণ রবৈবগ্নদূত কটম্পঃ ।  
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদপে  
বহুং ন পার্যাত ইতি ব্যথতে মনোমে ॥

অস্যার্থঃ ।

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ ততে চর ।  
কেশে ধরে নিল যেন শমন কিঙ্কর ॥

কি কি চেষ্টা না পাইল মদার্থে কানিনী ।  
 কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী ॥  
 অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি ।  
 নিরপি মুদিলে তাঁখি বিদ্যার সুরতি ॥  
 সুপ পতি যুতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে ।  
 বিপরীত কাষে বিদ্যা চড়ে তার বুকে ॥  
 নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি ।  
 নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥  
 পরপর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায় ।  
 রাধা বলে কাট চোরে খবখড় খায় ॥  
 কবি কহে কত্যা তব পরস রূপসী ।  
 তাহার চঞ্চল দৃষ্টি পরতর অগ্নি ॥  
 পুনঃ পুনঃ তানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া ।  
 জীয়ায় যুবতী বিশ্বাধরামৃত দিয়া ॥  
 ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে ।  
 এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে ॥  
 কবি কহে কামান বিদ্যার ঘোড়া ভূক ।  
 সতত নিকটে ধরা বটি কল্লতরু ॥  
 তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান ।  
 শশীমুখী তাসি ভাস্মরাশি করে প্রাণ ॥  
 কি জানি কি মস্ত জানে বিদ্যা গুণবতী ।  
 পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি ॥  
 বাকা পৌড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে ।  
 এ বেটাকে ফেল নিয়া করি পদতলে ॥

মনোমত্ত কুঞ্জর মাহত পুষ্পধনু ।  
 সতত ছলার হাতী কমলিনী অনু ॥  
 তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর ।  
 চোর চোর বলে তুলি মিছা কর মোর ॥  
 আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কহা ।  
 রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধরা ॥  
 মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা ।  
 বিদ্যায় ঘটাবে কদীশ্বর কহে তা ॥  
 রাজা বলে মিথ্যা বাকাছলে কান নাও ।  
 মসানে কাটহ শীঘ্র তব্বর জামাই ॥  
 হাঁসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে  
 গোমাতা কহিল সত্যবাদি নৃপবরে ॥

শ্লোকঃ ।

অদ্যাপি নোজ্জ্বলতি হরঃ কিল কালকটঃ  
 কন্দ্রে বিভতি ধরণীঃ নিজপৃষ্ঠকেন ।  
 অস্ত্রোনিধি রহতি দুর্গাং বাহবাগ্নি  
 নদীকৃতং স্কন্ধতিনঃ পরিপাসয়ন্তি ॥ -

অস্যার্থঃ ।

অদ্যাপিও হলাহল নমুজ্বলতি হর ।  
 অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কুন্দবর ॥  
 অদ্যাপিও বাহবাগ্নি জলনিধি বহে ।  
 সাধুর বচন কদাচিত মিথ্যা নহে ॥  
 রাজচক্রবর্তী কিন্তু রীতি কদাচার ।  
 লোক ভয় ধর্ম ভয় না দেখি তোমার ॥

মম বীৰ্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান ।  
 পরম হুঁত সে দিবেক পিণ্ডদান ॥  
 জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল ।  
 তথাপিও শান্য নহ একি ঠাকুরাল ॥  
 একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে ।  
 অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে ॥  
 ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র দীর ।  
 দেবকর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর ॥  
 সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম ।  
 কাহ্নর তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম ॥  
 দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয় ।  
 যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয় ॥  
 কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মুঢ় ।  
 পাণ্ড হে বাণের কণা দিয়া কোলা গুড় ॥  
 দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি দাত্র ।  
 হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র ॥  
 রন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি ।  
 রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি ॥  
 ছয়মাস গতে কশ্ম সূধাও কি জাতি ।  
 কেন না হইবে তুমি নিজে হও কান্তি ॥  
 ভব চর্যা চর্চিলাম আলাপে ক্ষণেক ।  
 দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে অনেক ॥  
 কদাচিত্ মিলে যদি তোমার দোসর ।  
 চাসায় পরশ পায় হুনা বাড়ে দর ॥

অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান ।  
 সভাহ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান ॥  
 দ্বিজগণ কহে কহ ক্রপণগযুত ।  
 কোন্ কুলে জন্ম ধাম, নাম কার স্মৃত ॥  
 কহে গুণরাশি হাসি শুনি ধীরচয় ।  
 তোমা সব্বাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥  
 জনম মানবকুলে শত্রুধাম ধাম ।  
 পিতামাতা শিবশিবী, কালিদাস নাম ॥  
 কোনরূপে নিতাস্ত না পরিচয় মিলে ।  
 কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা গিরলে ॥  
 হেঁদে নিশানাথ স্তনানাথ এই বটে ।  
 এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে ॥  
 বধ করা মত নহে দিব কস্তাদান ।  
 কিন্তু তুমি নিয়া বাও দক্ষিণ মশান ॥  
 কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে মুক্তি ।  
 কোশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি ॥  
 পুনঃ পুনঃ কহি বত কাটিবারে চোর ।  
 রেয়াতি করিস্ বেটা ওকি বাপ তোর ॥  
 ভূপতিভারতী শুনি, কুপিল কোটাল ।  
 ভুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়া ঢাল ॥  
 চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা ।  
 কবি কহে কৃপামই কালি কোথা গেলা ॥  
 ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মসানে ।  
 কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে ॥



বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ ।  
 ফাঁকরু হইল থরথর কাঁপে দেহ ॥  
 মারমার কাট্কাট্ করে মহাধুন ।  
 কাকি ফুঁকি সার নাই কাটিতে হুকুম ॥  
 কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব ।  
 কৃতাজলি কায়মনোবাক্যে করে শুব ॥  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।  
 আনি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### মুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি ।

ক

কৃতাজলি কহে কবি কালি কপালিনি ।  
 কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি ॥  
 কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার ।  
 কপদ্মি-কামিনি কিবা করুণা তোমার ॥

খ

খ ভরে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয় ।  
 ঐগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥  
 থরথড়া করে ধরো খলখল হাসি ।  
 থলে বধে খেচরপাশিনি রক্ত আসি ॥

গ

গিরিবরমুতা গৌরি গণেশ-জননি ।  
 গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি ॥  
 গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি ।  
 গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শররি ॥

ঘ

ঘনাপনরুণা দেবি ঘননিদানি ।  
ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি ॥  
ঘণায় ঘরখী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ ।  
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযথ ভব এহ ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি ।  
চতুর্দলচক্রে চক্রচম্বিভেদিনি ॥  
চঞ্চলচরণভরে চাকিত ফলী ।  
চাঁচর চিকুর চাকু চুখিত ধরলী ॥

ছ

ছার বিপু ছলেতে নাশ গো মীম শিবা ।  
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর নাগো কিবা ॥  
ছলছল চক্ষু ছাতি কাটে গো বন্ধনে ।  
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেননে ॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দন ।  
জাহ্নবী জকারপঞ্চ জ্বরিত বচন ॥  
জুগ্মিলাম কোথায় জীবনে তথা মরি ।  
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগতদৈব ॥

ঝ

ঝিকিমিকি খড়া করে ঝেকে উঠে ঢালি ।  
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কব কালি ॥  
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়ে হাতে ।  
ঝিনাইতে মন গো বন্ধনা পড়ে মাথে ॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে ।  
 টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে ॥  
 টিকী ধরো টানে টনটন করে শির ।  
 টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥

ঠ

ঠগ গুলা ঠেসে ধরে ঠোটে এল প্রাণ ।  
 ঠাকুরাণি ঠাকুরাণি ছাড় কর ত্রাণ ॥  
 ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায় ।  
 ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাই দেহ পায় ॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা ডুটি হাত ।  
 ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥  
 ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় নারা বাই প্রাণে ।  
 ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মসানে ॥

ঢ

ঢকা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি ।  
 ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥  
 ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায় ।  
 ঢলঢল করে আঁখি আঁড়ে আঁড়ে চায় ॥

ত

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্তি ।  
 ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥  
 তন তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত ।  
 তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত ॥

থ

ধরধর কাঁপি স্থির কর মহামায়া ।  
স্থান দেহ স্থলপদ্যপদে শতুছায়া ॥  
স্বাবরজন্ম তোমার ভিন্ন কিছু নহে ।  
স্থান দিলে মোরে কুপামই নাম রহে ॥

দ

দিগন্তরি দল্লজ্জলনি দাক্ষায়ণি ।  
দুর্গতিহারিণি দুর্গে ছরিতমোচনি ॥  
দাসে দুঃখ দেখ মা করুপ দয়ামই ।  
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই ॥

ধ

দুর্জটধামনি ধরাধরেশকুমারি ।  
দীমান দিগন্ত ধাম দৈব্য মানা করি ॥  
ধরণীভুবন দৌর ধর্ম কিছু নাই ।  
ধিক্ ধিক্ ধর্যে বনে বলিয়া জামাই ॥

ন

নমো নিত্যে নারায়ণি নৃনুত্তমালিনি ।  
নবীননীরদনৌলনিন্দিতবরণি ॥  
নগননির্জিহ্বে নেত্রকোণে চাও শিবে ।  
নৃতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে ॥

প

পতিতপাবনি পরা পর্বতনন্দিনি ।  
প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুণ্ড্রবিমর্দ্দিনি ॥  
পদ্মবোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে ।  
পার নাই মহিমার পামর কি পারে ॥

ফ

ফাপরে ফিরিয়া চাও ফণীশ্রুপিনি ।  
 ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননী  
 কট করে কটু কহে কিক্ কিঙ্ক চানে ।  
 কুংকারে কোর্টাল মারে রক্ষ নিজ দাসে  
 ব

বিশ্ববিভূদারা গো বারেক দয়া কর ।  
 বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর ॥  
 বলিতে বদন এক বাক্য কব কি ।  
 বিধেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি ॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা ।  
 ভৈশ ভয়ঙ্করা রাজি ভূধরছিতা ॥  
 ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি ।  
 ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি ॥

ম

মহেশ্বরি মহানারি মহেশমোহিনি ।  
 মৃতমতি মানব মহিমা কিবা জানি ॥  
 মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে ।  
 মহিমমন্দি নি নাগো স্থান দেহি পদে ॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদামন্দিনি ।  
 যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসম্প্রসাদিনী ॥  
 যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান ।  
 যশ খাদে যদি মা করগো পরিজ্ঞান ॥

বরণসে রত রমা রুদ্রিণি রোহিণি ।  
 রাঙ্গনসংহারকজি'রাঘবরমণি ॥  
 রঞ্জিণি রুদ্রাণি রক্ষ দুষ্কিণ ময়ানে ।  
 রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে ॥

ল

লহলহ লোচজিহ্ব ললিত বদন ।  
 লীলায় বধিলা নত দুষ্ট দৈত্যগণ ॥  
 লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার ।  
 লক্ষ্মীকৃপা ক্ষম হোম যতেক আনন্দে ॥

ব

বিদ্রিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল ।  
 বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরণে বরিল ॥  
 বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিং'র রাব ।  
 বিরহিণী বিনোদিনী কি তাব উপায় ॥

• গ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে ।  
 শক্রগণে শিরে পরি বধে গো প্রাণানে ॥  
 শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ ।  
 শীঘ্র শান্ত কর শাশী নিকট নরপ ॥

স

সারসাগরে সার সবেমাত্র সুনী ।  
 স্বর'ণ লয়েছি সরসিঙ্গপদে আমি ॥  
 সবে স্তম্ভসম্পদদায়িণি সনা তনি ।  
 সনর্পিলা শক্রহন্তে শিবসীমন্তিণি ॥

শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরানি ।  
সুন্দর খণ্ডরপুরে সারা হয় কালি ॥

হ

হত্যা হই হত্যাশে হিংসার তুমি মূল ।  
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল ॥  
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে ।  
হুক্মারে হিয়া ফাটে পড়োছি বিপাকে ॥

ক্ষ

ক্ষণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে ।  
ক্ষেমকরি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে নোরে ॥  
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা ।  
ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা ॥  
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই ।  
আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং

মসানে মাধব ভট্টের আগমন ।  
চতুস্ত্রিংশাকরে স্তব করি কহে কবি ।  
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী ॥  
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও ।  
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে বাও ॥  
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর ।  
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর ॥

পর্ত্ত চাণ্ডালে পুত্র পারে কি পতঙ্গ ।  
 ছায়াৰূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ ॥  
 ভাবরে ভকত নর কালী কল্লতরু ।  
 তারা নামতরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু ॥  
 চতুৰ্পদ চতুৰ্পদ না লভে একান্ত ।  
 আজ্ঞা কিস্তে আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ॥  
 বাতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে ।  
 ক্ষিপ্ত সেই স্বপ্নে খোয়ায় খোসাখোদে ॥  
 শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ লোকে কেত কহে ।  
 দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য নাগ্য নহে ॥  
 ইলাহলামৃতানুত রস হলাহল ।  
 ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র কলাকল ॥  
 পবন সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা ।  
 বীর্যবন্ত সাধকজন্য মনোরম্যা ॥  
 সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ ।  
 কহে কবিরঞ্জন আনুর এই মত ॥  
 কিরূপ কালীর রূপা কথা নাহি যায় ।  
 নাধন নামেতে ভট্ট মিলিল তথায় ॥  
 জরির পোষাক পুরা বেশ চিরা মাথে ।  
 কণ্ঠকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে ॥  
 চিক্কণ পাথর শিরে চকমক কবে ।  
 বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে ॥  
 ডোরে লটকা তলোয়ার কোনরে খঞ্জর ।  
 চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি পরন সুন্দর ॥



বৃকেতে চাপ্রানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে ।  
 বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে ॥  
 জোনেতে আরক্ত বক্ত দেহ স্থির নহে ।  
 কোটালেব প্রত্নি কোপে কটু কথা কহে ॥  
 পাসাদে প্রসঙ্গী হও কালি কুপামভে ।  
 আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি

ভট্টভাণা ॥ পরথর দেহ কোপযুক্ত ঘনঘন  
 নিরপই যামিনীনাথবয়ান ।  
 রকত রদ ছদ বদহ রাজন দারুণ  
 দবপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান ॥  
 লালন স্নন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ  
 হোয়ন্ত রোয়ন্ত ভাট ।  
 ধত করণর ধর থঞ্জর ঝাঁকই  
 হাঁকই বে পহেলা মুখে কাট ॥  
 ছুন্দর ছো গুণসিদ্ধি কি নন্দন  
 ক্যা কহ যাকো তয়ানী ছহায় ।  
 জাকর লাগি জাগি বহ যামিনী  
 চিরদিন পূজন পঙ্কনি ধোয়ায় ।  
 পরমনর বর তুহ বি মূরখ বুঝা  
 হাস বাতনে ছাত মেরা আও ।

রাজাকি পাছ থালাছ করো বাক্য  
 সুন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও ॥  
 দো আখিয়া ঘোমাইয়া বের বের কোটালিয়া  
 দেওতার মুখে গারি ।  
 মট দোণাই লাগে তুয়ে ভট্ট সেতাব কাঁহা  
 চোর কোতোয়াল তোহারি ॥  
 ভট্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে  
 গারি মৃত দিজিয়ে ।  
 বড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা  
 বুঝ ছমুজ্কে বাত কিজিয়ে ॥  
 'গৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি  
 বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ ।  
 কহে পরসাদ যো চোর কহে ছোঁ মুঃ  
 কুলরমণীমনমোহন কান্দ ॥

নাথবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য ।

কহে কোতোয়ালরে হুকুম কেনে দিয়া ।  
 ভয়ানী ছেবক কো এত্তরে হাল দিয়া ॥  
 মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহানেও ।  
 সুন্দরকো থসম পায়্যা মেরে বাত লেও ॥  
 ছবকা থয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই ।  
 মেয়ে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তেই ॥

ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত ।  
 আপকে বরোবর থাকে কহো এহি বাত ॥  
 কোপে কহে কোতোয়াল মোত লাগা পাঞ্জি ।  
 ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী ॥  
 চোরকো ছরদাব'তেই বঝা গেয়া এহি ।  
 রাজা কি দোছাই ভাই ছোড় মত্ৰ কহি ॥  
 কোতি কহে বেলফেরাল মোচতো উথাড়ো ।  
 কোতি কহে চোরকে সামিল লেকে গাড়ো ॥  
 কোহি বহে চোরকো গাধেনে চড়াও ।  
 এটি গুজ ছের মুড়ায়কে সহর দুমাও ॥  
 কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা তিরা আয়া  
 বুঝা গেয়া বাতনে ছাড়াই তেরছা পাতা ॥  
 মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোজুখে ।  
 কাঠবৎ কার কপা নাহি সরে মুখে ॥  
 পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে ।  
 বৈদ্যাগ্রেস্তে মদ্য ফল বৈদ্যক হা করে ॥  
 নবলোক ভব্য হয় নভ্যসঙ্গে বটে ।  
 গুণ যেন দ্রব্য যোগ দ্রব্য গুণ খটে ॥  
 শ্রীকাবিরজন কহে কালী কৃপামই ।  
 আনি তুষা দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভাটিমুখে হৃদয়ের বার্তা শ্রবণে ভূপতির  
সভাসুদ্ধ মনানে গমন ॥

• ফোটাগিরা বটু বলে, রাজার নিকটে চলে,  
২ টি কহে নিভয় উত্তর ।

শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কাণ্ড,  
মপোষিত উঠে দেয়ো কর ॥

অপসিদ্ধ পরানিধি, ব্যাধ নামে জঘন্যপী,  
ক'ন গুণে যেন রক্ষা পায় ॥

নির্মল বাহাব যশ, শিশিহ দিগ্ দশ,  
ভীর পুত্র হৃদয় স্নান ॥

পূর্ণ পুণ্যপুঞ্জ তেজ, কপালিত হনকৈতু,  
ভাষা তা মিলিত তেই হেন ।

হুনি বিচলিত ভূগ, চরিত্র এমন রূপ,  
পেখো নিদি দ্বন্দ্ব কর কেন ॥

বিদ্যা বিনোদিনী কল্প, ধরদীপ্তি পত্নী,  
শাপজটী জন্ম তব ব. ১ ।

হৃদয় সামান্য নব, না জানিও নৃপবর,  
মৃত্যু কপি ভোমান গোচরে ॥

কপালী-জীবন রাস, কিয়া জ্ঞান কিয়া কান,  
কিলা স্নেহা কিয়া শক্তি ।

মহোহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,  
দৃষ্ট নহে শুন গুরাশি ॥

ভট্টপথে অধাশ্রয়, নৃপনুবে মৃদুশাস,  
উঠে দিগ প্রেম-আলিঙ্গন ।

গুলিয়া অঙ্গের ঘোড়া, বাছিয়া তুর্কি ঘোড়া,

আর দিল বহু রত্ন ধন ॥

সভাসুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম সঙ্গে.

উপস্থিত দক্ষিণ মসানে ।

কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবনবিজয়ী সেই,

মহিমা তাহার কেবা জানে ॥

রাজ্যসুদ্ধ ভেকবর, সভাই সাধক নর,

মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী ।

চিতে বাক্য কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,

এইরূপে কাল কাটে প্রাণী ॥

বৈশ্ব ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র.

কর্ম ভাল নহে যেবা কহে ।

তার কিঞ্চি নাই স্বর্গ, শুন কহি দীরবর্গ,

সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে ॥

সদা পুষ্টাঞ্জলিপানি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,

বিমুক্ত কহে মায়াপাশে ।

ভবসিদ্ধ পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,

উমা অমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি ।

শীঘ্রগতি নৃপবর, ধরো জান'তার কর,

মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন ।

গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে, নিকটে অঞ্জলিপুটে,

সবিনয় কহে সুবচন ॥

যেমন গোকুলপুরী,      কোতুকে নবনি চুরী,  
                  কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি ।  
 গোপীমুখে শুনি বাণী,      রজ্জু বন্ধে সৃগপাণি,  
                  তমো গুণে রাণী যশোমতী ॥  
 অথবা অজ্ঞাত বাসে,      বিরাটভূপতিপাশে,  
                  বৃন্দসরেক ছিলা সুদৃষ্টির ।  
 বিধাতা বিমুখ তাঁরে,      অক্ষপাটী ফেলে মাঝে,  
                  দুটো লালে গড়িল করিষ ॥  
 শেষে পেয়ে পরিচয়,      হৃদয়ে বিষম ভয়,  
                  সক্রোধে কহে গদগদ ।  
 চিত্তে না অগ্নিল রোষ,      কমা কৈল তাঁর দোষ,  
                  ধর্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ ॥  
 যেমত বিরাটরাজ,      না জানিয়া কৈল কাষ,  
                  আমি সেইরূপ জ্ঞানহত ।  
 তুমি গুণসিদ্ধ হুত,      দীর সর্বগুণহত,  
                  মন্যাদা করহু দোষ যত ॥  
 নানিক নীচের ঠাঁই,      বেন মূর্খে বুঝে নাট,  
                  ছরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা ।  
 কিবা শিশু বুদ্ধিহীন,      বাকা থাকে রাত্রিদিন-  
                  শিলাপুত্র সঙ্গে রঞ্জে পেলা ॥  
 শুন শুন করহু ক,      পর্যায় পরম গুরু,  
                  বটি বাপা তোমার খণ্ডর ।  
 অদিকন্তু কব কিবা,      গনে কিছু না করিবা,  
                  তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥

খণ্ডর বনয শুনি, মহাকবিশিরোমণি,  
কহে কেন হেন ঠাকুবালি ।

নিজ নিজ কস্মভোগ, পরে বুখা অমুখোণ.  
সকলি করেন হৃদয়ঙ্গমী ॥

যেন বখচক্রাকৃতি, নরভাণ্ডা নরপতি,  
চিরকাল নমান না যায় ।

ভঃসময়ে ধীর যোবা, তারে নিন্দা করে কেবা  
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায় ॥

মন হেতু মহাকুল, পূর্ণাপর শুদ্ধমূল.  
কৃত্তিবাস তুলা কীর্তি কই ।

দানশীল দয়াবন্ত, নিষ্ঠে শাস্ত গুণানন্ত,  
প্রসন্ন কালিকা কুপামই ॥

সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্ণ কত কব.  
ছিল কত কত মহাশয় ।

অনটির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,  
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥

ভদ্রজ্ঞ রামরায়, মহাকবি গুণদান.  
সদা বীরে সদয়া অভয়া :

ভদ্রজ্ঞ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে.  
কুপাময়ি নরি কুব দয়া ॥ -

কবির বিমোচন শ্রবণে রানীর বিদ্যার  
প্রতি বিনয় ।

একাবলীচন্দ ।

বাঁচিল সুকবি সুজর চোর ।  
সাবুঁচিরে নাহি সুখের ওর ॥  
বিদ্যার গোঁচর সকলে কহে :  
কমলিনি ক'থা মিথ্যা এ নহে ॥  
বাঁচিল তোমার জীবননাথ ।  
নিকটে নৃপতি নুড়িয়া হাত ॥  
সজল যুগল লোচন লোল  
গদগদ কহে মধুব বোল ॥  
মথীমুখে শুনি সুন্দর বাণী ।  
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥  
পূর্ণা ঝাড়ি হতালে কোণেতে করি ।  
চুপতি বদন চিবুক ধরি ॥  
বারেক বদন হুলিয়া চাও ।  
অভাগী মাযের মাথাটি ধাও ॥  
বাগে কত কটু কয়েছি তোরে ।  
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে ॥  
এ মহীমণ্ডলে বটি গো ধন্যা ।  
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা ॥  
বিনোদিনী কহে দ্রবং হাসি ।  
আগো মাগো আনি তোমার দাসী ॥



কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর ।  
 শুক একবা মোর তোমার পর ॥  
 মন দিয়া শুন করণামই ॥  
 গোটা ছই কথা তোমারে কই ॥  
 পুনরপি ধরাজ্ঞ লভিলে ।  
 তোমা হেন বেন জননী মিলে ॥  
 হাসি হাসি কহে বহুক আশি ।  
 সকলি কেবল করেন কালী ॥  
 কাতর শ্রীকবিরঞ্জে কয় ।  
 তরাও তারিণী শমনভর ॥

— ০ —

সুল্করের বন্ধন-মোচন-সংবাদে  
 বিদ্যার উল্লাস ।

মান করি শশিমুখী মহাশ্রষ্ট মনে ।  
 ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে ॥  
 পূজ পৰ্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে ।  
 মেঘ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে ।  
 বদনে রমনারব বহু সৌমপ্তিনী ॥  
 শঙ্খবটাকোণাঙ্কল করে জয়ধ্বনি ॥  
 গাপ্রাপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা ।  
 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে বীরসিংহবালা ।  
 কৃতাজ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ ।  
 পরকালে গাই যেন পদকোকনদ ॥

দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন ।  
 সাবিত্রী সমানা ভব কতে বিপ্রধন ॥  
 করাগবদনা কালী কলুষহাবিনী ।  
 সংসারমাগরে ঘোবে নিস্তারকারিনী ॥  
 তুমি ক্রপাময়ী নাগো ক্রপানাথ ভক্তা ।  
 অগদহা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা ॥  
 তথাপিও হাঃখরাশি না হইল দূর ।  
 সংকলে ককণাময়ী এ' দানে নিষ্ঠুর ॥  
 অপার মহিমা নষ্ট হয় তেন বাসি ।  
 অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আনি ॥  
 বদরিকোমল পূর্ণ অধা রস ভবা ।  
 অযোপ কুবোপ বোধগম্য নহে দ্ববা ॥  
 বসবেড়া যে জন কি তার কৃপা জুগা ।  
 পা'ও বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রাবিশতি অধা ॥  
 পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে ।  
 অবাসন গুপ্তে গো ভাসিমা করে ভাসে ॥  
 অরাসক নিকটে রসমা নিবেদন ।  
 তৎপ্রাথিক শ্রেষ্ঠ কন্দ হয় যে মরণ ॥  
 লজ্জামধ্যে সঙ্কট রহিল যে যে জানে ।  
 না জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥  
 ধনী দারা অগ্রে তারা প্রত্যাশে তারে ।  
 আনি কি অধন এত বৈদগ্ধ আনারে ॥  
 জন্মে জন্মে বিকাবেছি পাদপদ্মে তব ।  
 এতিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥

প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।

আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতি হইতে সুনদের সন্মানপ্রাপ্তি ।

বীরসিংহ গুণনিধি, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিজি,

তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্থ ।

বিচারে পরাস্ত বালা, সুনদরে দিলেক মালা,

এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম ॥

এক কালে বীরচয়, কহে শুন মহাশয়,

শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ ।

গুরুবিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,

বিবাহ না করে কোথা কহ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে, কল্পিত হইলা বলে,

ভাব দেখি কোথা সংস্কার ।

পার্থ বীর ব্রহ্মচারী, ভজিলা স্তব্ধা নারী,

সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর ॥

গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিস্ত এই মত,

স্বামিটীকায় নাহি কর্ম নাথে ।

আদিপর্বে হলায়ুধ, পরিহরি সর্ব ক্রোধ,

পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে ॥

কল্পভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ,

পুনরপি বিবাহে কি ফল ।

কিধিলিপি থাকে যেই, সজবটন হয় সেই,

নরনাথ না হবে বিফল ॥

অগ্নে অনিরুদ্ধ গছে,      নানা স্তম্ভভোগরঞ্জে,

নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা ।

বিহাচে শরীর গছে,      কনাচিত শামা নহে,

কান্দে রামা মহাত্মঃপত্নী ॥

চিহ্নরেখা সঙ্গে ছিল,      অনিরুদ্ধে নিলাইল,

বাবীঘর জুংগ গেল দূর ।

শেষে সেই অনিরুদ্ধ,      বাণ বাজা করে কদ্ধ,

প্রভু তার কৈলা দর্প চুব ॥

আছে পূর্ণাপর গীত,      কিবা তব অবিনিক্ত,

কি ভাবনা কর মহীপাল ।

বিঃজ দেহ রত্নবান,      জামাতার রাগ আন,

সুখিবেক কীর্তি তিবকাল ॥

ভপতির শুদ্ধ মন,      বহু করে বিতরণ,

অদৈগ্য কবিল দ্বিজবর্গ ।

নবেন্দ্র নিকটে থাকি,      বাহু তুলি কহে ডাকি,

নৃপতি অক্ষয় নব স্বর্গ ॥

রত্ননিঃসানমায়ে,      বসাইল সুগ্রাজে,

মন্দ মন্দ চানরসমীর ।

ফিকাই সান্তিরি নারা,      কুরনিস করে তারী,

আদবেতে লোটাইয়া শির ॥

বাবাই কোটাল কাছে,      বুকে তাত খাড়া আছে,

অকৌবেতে করিছে সেগাম ।

নিরখি কোটালমুখ,      হৃদে চন্মে লজ্জা যুগ,

ঈশং হাসিল গুণধাম ॥





চিন্তে কেন ছুগ,      জ্ঞান বিধুমুখ,  
নবনে মহত্ব ধাবা ।

তুমি বুঝাজ,      নাহি বাগ লাগ,  
কান্দিছ অুবলা পারা ॥

কবির কহে,      শোকে তু দুঃদহে,  
মনেতে গড়েছে মাতা ।

প্রভাতে হামিনী,      প্রহ্লাষে কামিনী,  
যাব যে করে বিধাতা ॥

অহুচিত বাণ্য,      পরিহরি রান্য,  
চিরদিন গোঁড়ে ভ্রমি ।

সমনবিষয়,      প্রেরণাকৈ কর,  
যাবে কি না যাবে তুমি ॥

বসন ভারতী,      স্তন কহে মতী,  
নাথ কি কব তোমাকে ।

পতি পূজে যেবা,      করে পতিসেবা,  
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥

শেতু কিস্ত কই,      বসনরেক বই,  
নিভান্ত যাব সে দেশ ।

কান্তাকপা রাখ,      বসনরেক থাক,  
পাইয়াছ বহু ক্লেশ ॥

নিকটে ললনা,      সুখভোগ নানা,  
পরম কৌতুক ধরা ।

যে দাসে যে গুণ,      প্রভু শুন তন,  
বিদগ্ধ কবির ॥

ভীমসীমাশুনী, ভুবরনন্দিনী,  
 ধনবন্দিনী শ্রামা ।  
 কিঙ্কর প্রাদে, স্থান দেহ পদে,  
 গোবপুঞ্জ কর ক্ষমা ॥

### বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্ণন ।

প্রথমে প্রবেশঃ দধ, কাস্ত বার দূবদেশ,  
 দধ কেশ রসলেশ নাই ।  
 বিষম কুস্তনধা শরে তহু জর জর,  
 কিন্নর মুখ বিনুগ গোমাই ॥  
 মলিন বদনশরী ভাবয়ে ভুবনে বলি,  
 নীচে পশি নহে ভক্তি বিবি ।  
 নেত্রানলে ভস্ম পতি, নরে জীয়ে পুনঃ নেই,  
 ধানে - নে বিরূপাক্ষ দৈশ ॥  
 হৃষে বিষতুল্য দধ, বপু দহে নিরন্তর,  
 নিদ্রাবে শরীর যায় দহি ।  
 অনবীন তরুছায়া, সুখে শিখী নিদ্রা যায়,  
 তদকে নিঃশব্দে রহে অহি ॥  
 তন শুন, গুণরাশ, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী,  
 আনার তোমার বড় কেবা ।  
 মনয়জপকরসে, চর্চিত করিব অঙ্গে,  
 ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা ॥



মিথুনে মিথুনে যেই,            ধন্য গুণাবল্য সেই,  
অন্ত কেবা সেজন সমান।

বিরহিণী কুঁকিবারা,      যারা ভার্য্য সেবে তারা,  
 প্রায় মরা কণ্ঠাগত আশ ॥

ঘন ঘন ঘন রব,                      অবশ শরীর সব,  
 ননোভব নিতায় ছরস ।

ବନତେ ମନ ଛୁଟେ,  
 ବନତେ ମନ ଛୁଟେ,  
 ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କି କୃତାନ୍ତ ।

করুণে বরিষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে,  
যাত্রায় সফল বহিত ।

ধর ছাড়া পতি যার,      অভাগ্য কপাল তার,  
 দীনে ধীর বিধি বিজয়িত ॥

দরাদর গুরু গর্জে,                      যে বৃষ্টি মদন তর্জে,  
 আটনি দামনি বাহু লাড়া ।

ଦେବରାଜ ଦକ୍ଷେ ନମ୍ନଃ,      ଦେଖ କି ଅନୀତ କର୍ମ,  
 ନଢ଼ାର ଉପରେ ହାଲେ ଥାନ୍ତା ॥

গিৎতে নহি একাকার,      জল ভিন্ন স্থল আর।  
 তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র ।

ভেকের পরম সুখ,      কাল কোকিলের হৃৎ,  
কানিনীর কঁপে উঠে গান ।

দিবা যার গৃহনাটে,                  রজনীতে বন্ধ ফাটে,  
আবেশে বাজিস চাপে কোলে ।

যে সুখ পতির সঙ্গে,            প্রশংস কি তার সঙ্গে,  
দুতের সুখাদ কোথা ঘোলে ॥

কন্তার কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি,

যুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে ।

যে গৃহী সাধক দীন, সেই সেরদেবস তিন,

মরমে মরিয়া থাকে থেদে ॥

মৃণময়ী মশভুজা, করিব তাঁহার পূজা,

দাস্যীর বচন রাগি প্রভু ।

যে আজ্ঞা করিবে যবে, ক্ষণেকে বিস্তর পাবে,

এ কথা অল্পথা নহে কহু ॥

তুলা তুলা আর নাট, তুলা কর এট ঠাট,

বিজ্ঞ দান দিতে পণাচয় ।

ভূমি সুরতরুকল, আমি রানী অতি অন্ন,

মনে বুঝি দেখ হয় নর ॥

প্রথমত হিমাগম, বিরহিজনার স্বয়ং

নলিনীর দর্প করে চূব ।

যে যুবতী নহে ছই, শুভ্যে করে হাইকুই,

কান্দে সতী পতি অতি দূব ॥

শুন প্রভু হৃদরেশ, নিবেদন সবিশেষ,

বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ ।

মসে নিজে ভগবান, তাটে ঘাটে নাঠে ধান,

সর্ব দবা ছল ভ নৃতন ॥

ত্রিবিধ প্রকার গোক, নাতি ছাংথ রোগ গোক,

পার্কর্ষাদ করে চিত্তস্থপে ।

অগ্রে দিয়া কাকবর্গি, সবাকবে কুতুহলি,

নৃতন তত্ত্ব দেয় মুখে ॥

একান্ত বিষম ধনু,                      নীতে কম্পমান্ তনু,  
 তরুণী তপন তুলা সার ।  
 কিসের ভাবনা আছে,                      সতত থাকিব কাছে,  
 সেবা হেতু চরণ তোনার ॥  
 নিত্য উষ্ণ কলে স্নান,                      উচিত বটে হে প্রাণ,  
 উষ্ণ স্নান স্নানাদি ভোজন ।  
 দশদণ্ডমধ্যে হবে,                      দেশে কেন যাবে তবে,  
 ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন ।  
 হেঁদে প্রাণনাথ কবি,                      নকরে প্রথর রবি,  
 এই মাস বিখ্যাত ভুবনে ।  
 প্রাতঃস্নানে মধ্যপন,                      কবে সেবা সেই ধনু,  
 পারে লোক জিনিতে শমনে ॥  
 সবিশেষ কত কিবা,                      জপহোমে রাজি দিবা,  
 প্রভু তুমি থাকহ নিবন্ধ ।  
 চেতনবিশিষ্ট নহু,                      জপেতে নিষ্পাপতনু,  
 সংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥  
 আর এক শুন বোল,                      কুন্তেতে গোবিন্দদোল,  
 দরশনে সৰ্ব্বগাপ নাশে ।  
 বিজ্ঞ বট কি না জান,                      দেখ হে থাকি কেমন,  
 কিছুকাল গোণে যাবে বাসে ॥  
 গরম সুখদ মাস,                      শিশিরে যাতনাহাস  
 মন্দ মন্দ মলদ্রপবন ।  
 যুবক যুবতীসঙ্গে,                      বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে,  
 উভয়ত বিদেশে মরণ ॥

মীনে মীনকেতু পাণ,  
সহচর সখা সেই মধু ।  
তার দৈবে নাই লাজ,  
কলঙ্কী' সে বিজরাজ,  
মূর্ত্যুরূপা পন্নভুবধু ॥

কহে করি প্রণিপাত,  
শুন শুন প্রাণনাথ,  
বসন্ত ছরন্ত মন্দকারী ।  
রাজ্যার্থ মূর্থ মূর্থ পাত্র,  
ধন্যজ্ঞান নাহি মাত্র,  
বদ করে বিরহিনী নারী ॥

এ কাল বিলম্ব কর,  
পশ্চাতে বাইবা ধর,  
দানীবাক্যে কান্ত হও শাস্ত ।  
ঐকবিরঞ্জে কহে,  
গমন বারণ নহে,  
দেশে সাওয়া হইল নিতান্ত ৷

বিদ্যার শস্যশালায় গমনার্থ যাও  
নিকট বিদায় প্রার্থনা ।

কবিবর কহে বাণী,                      কহ যত ভাল জানি,  
চিন্তে কিছু প্রবোধ না মানি ।  
শুন শুন কুরঙ্গাজি,                      মত কহি প্রাণ সাকী,  
যাতনা যেমন সেই জানি ।  
কবি কহে প্রবোধিয়া,                      শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,  
মহাশয় জনকজননী ।  
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এই,                      বা হতে হৃদয় দেহ,  
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধনি ।

শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাতা সেবা,  
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর ।

সজ্জানে ত্যাগিল তনু, দণ্ড মানে নিজ জনু,  
গয়াপ্রান্তে সার্থক শরীর ॥

নম সম হুঁষ্ট পুত্র, পরবীৰণে কুত্র,  
লোক ভয় দণ্ডভয় নাই ।

বুদ্ধ পিতামাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে,  
কুবুদ্ধ কি লওয়ায় দৌসাই ॥

বনি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুত্র,  
কিছুকাল কর সুখভোগ ।

হও তুনি পুত্রবতী, নিরা যাব গরে-সতী,  
কিন্তু হঃখ সন্তান বিদ্রোহ ॥

হৃদয়েশ ক্লেশকথা, মরমে পরম ব্যথা,  
অভিনানে উঠিল অমান ।

গোবুগে গলিত নীর, গভেজ্জগুনন দীর,  
গতি যথা বৈসেছে জননী ॥

হুহিতা হুঃখিতা দোখ, রাগ বলে বাছা এঁকি,  
নালালনমনে কেন নীর ।

কায় সনে কৈলা বন্দ, কে কাহল কিবা মন্দ,  
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির ॥

নইয়ের মাথাটি খাও, মাগে নুখ তুলে টাও,  
ননের কি হঃখ নারি জানি ।

বিন্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব,  
ঘেঁশে যান মাগি গো মেলানি ॥

সদা পুঁজালিপানি,                      ত্রিকবিরজনবাণী,  
 নিমুক্ত করহ নারাপাশে ।  
 ভবসিকুপার তেহু,                      অভয়চরণ সোহু,  
 উমা ধ্যানা উত্তম মানসে ॥

### স্বামীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন ।

এ কথা কহিল যহি মুনিমনোহরা ।  
 মহাপতি-মহিলা মুঁড়িভি পড়ে ধরা ॥  
 চেঁতন পাঠিয়া কহে কহে চন্দ্রহাষি ।  
 মাতৃহত্যাভর বাজা নাহি একটুকি ॥  
 কেমনে এমন কথা কহ তুমি কিনে ।  
 বিদেশে পাঠিয়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে ।  
 দশমাস গড়ে বটে নিদ্রাভি গৌঃ হাঁহি ।  
 পাঠিয়াছ যত কষ্ট তার নীমা নাহি ॥  
 পালিলান এতকাল নিঃশেষে ॥  
 এখনে ঢাড়িতে চাহি ভাঙি দিয়া মুখে ।  
 তোমার নাটক দেখি বিদ্যাতা নিছুধ ।  
 শক্য নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর ॥  
 হরি হারি কাবে কব গলাটেব লেখা ।  
 জীবনে মরণে দুখি আব নাহি দেখা ॥  
 বিদ্যা বলে নাগো তুমি যে কহ সন্মাপ ।  
 ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে বার ভান ॥  
 কার পুত্র কার কণ্ঠ্য কার মাতাপিতা ।  
 সর্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-হৃদিতা ॥

বিষম বাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী ।  
 কোতুক দেখেন কৰ্মভোগ করে প্রাণী ॥  
 বেদেঠেঁ'বিদ্বান্ বেদব্যাস মহানুনি ।  
 নায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি ॥  
 শুকদেব ভগ্নিপেন তাঁহার তনয় ।  
 অখড়্গপহীন তহু "জ্ঞানী মহাশয় ॥  
 ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্মে প্রস্থান ।  
 ফের ফের বলো সুনি পাছে পাছে যান ॥  
 কত দূরে নারীচয় করে চলকীড়া ।  
 নয় 'তারা শুকে দেখি না করিল কীড়া ॥  
 কালগোণে তথা উপস্থিত ব্যাণসুনি ।  
 সলজ্জিতা কুলে উঠে বত সাংগত্তিনী ॥  
 কাপে গুরু উকু চারু বসন পরিল ।  
 কৃতাজলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল ॥  
 হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কন্ড ।  
 বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মন্ড ॥  
 যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া ।  
 লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া ॥  
 ব্রহ্ম আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা ।  
 বসনাদি পরিলা ধরিলা পূৰ্ণ সজ্জা ।  
 সবিনয় কহে তারা শুনহ গোসাই ।  
 মহাযোগী শুকদেব বাহুজ্ঞান নাই ॥  
 নায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয় ।  
 তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাতর ॥

স্তম্ভেতে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ ।  
 শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত ॥  
 লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে ।  
 প্রবোধ জন্মিল তিলে পেম গেল দূরে ॥  
 সৰ্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্ঞান ।  
 কি দোষ তোমার মাংগো তুমি ত অবল ।  
 নিবৃত্তিমাংগের কথা কহিলান নাহা ।  
 প্রবৃত্তিমাংগের সুখী সুখীলা বিদ্যাতা ॥  
 পাছে নাহি বুঝে পবে করে অনুযোগ ।  
 কলাপুল কহিলে কেনে কল্যেভোগ ॥  
 ভূত্যমতঃ সস্ত্রানন্দে কহিলে বচন ।  
 গৌর ক্লিয় হয়ে পাছে নৈবেদ্য ঘটন ॥  
 পরপুল জননি গো তর বর্জ্যকর্মা ।  
 শাস্ত্রে কহে বসন্তীর মাংগক কৰ্ত্তা ॥  
 রাণী বহে চন্দ্রাননে তুমি রমানন্দা ।  
 বিশ্বকে বন্দ্যে ৩ পাপ ভগ্ন আছে কমা ॥  
 কিছু কিছু বুঝি বাটে এষ্ট শাস্ত্রনীতি ।  
 তথাচ বিদবে মুক মায়াতে মোহিত ॥  
 জল শৈবালের পাদ মন নাহে স্থির ।  
 ক্ষণকে বিবেক ক্ষণে বিবদে শরীর ॥  
 পুনরপি কহে বিদ্যা মন কব দড় ।  
 শ্লোকে সৰ্বদন্দলোপ শোক পাণ বড় ॥  
 সজলনয়নে কহে বহু সংচরী ।  
 ছাড়িয়া সমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি ॥



কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও ।  
 জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও ॥  
 মধে যাগে যারা তারা সহর্ষবদন ।  
 যে না যাবে কত কব তাহার যাতন ॥  
 রাজার নিকটে দ্রাবী কহে সবিশেষ ।  
 ছুঁহিতা জামাতা তব অন্য যান দেশ ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাজলি ।  
 শ্রীরামছালাে মাতা দেহ পদধূলি ॥

বিদ্যা সহ স্তম্ভরের স্বদেশগমন ।

বীরসিংহ নৃপধান,      তনুলা জামাতা যান,  
 হায় হায় রোদন বদনে ।  
 ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মই,      খেদ করে রহি রহি,  
 বিধাতার এই ছিল মনে ॥  
 হৃদয়ে পরম বাণী,      কহে কথা যাব কোণী,  
 কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল ।  
 স্বপ্নরূপ কত্যাগুণী,      ভেঙ্গে গেল ধূল্যপেণী,  
 শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥  
 কণকাল মৌনে থেকে,      স্তম্ভর জামাতা ডেকে,  
 স্তব করে বাক্য সকরুণে ।  
 বাণী এই বৃদ্ধকাল,      ভাল তব ঠাকুরাল,  
 বিহিত করহ নিজ গুণে ॥  
 দিনান্ন সকল রাজা,      চেষ্ঠা পাও রাজকার্য্য,  
 আনাই তোমার মাতাপিতা ।

বেহাই বেহাই হুখে, বাইব উত্তর যবে,

তুমি রাঙা মহিষী ছিহিতা ॥

ধন্তের সন্নিকটে, কথিবব কহে বটে,

অরূপ কহিলু নারায়ণ ।

কিহু একবার যাই, মোখ বন্ধ বাপ ভাই,

নম্র বাণ ভাল নহে ধাব ॥

সত্য সত্য শুন শুন, আগমন শীঘ্র পুনঃ

হবে তব রাজ্যে মাশয় ।

সন্ততি বিদায় নাগি, আশা মোকার লাগি,

বুখা মোক করহ জয় ॥

অপর্যাহে তরঙ্গায়, অতি দ্বন্দ্বের দায়,

সে বেনত ঢাড়া নহে দায় ।

অন্যনত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে

থাকিল গমন গেই তুল ॥

দানে রাজ্য কণ্ডলা, দিগা দ্রব্য বহুম্বলা,

ছত্র গজ রথ দাস দাসী ।

হাজার সোয়ার সাথ, হানরাই নির্শানায়,

আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

কন্যা কোলে বরি রাণী কহিলা গঙ্গাদ বাণী,

• তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা ।

ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বসি পরমায়ুঃ শেষ,

• তুমিতিকে বিদুষ বিধাতা ॥

পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝার শক্তি

ভ্রমণে আর কার নাই ॥

কিছু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,

গোটা দুই কথা বাছা কই ॥

পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত,

হবে রবে মননায়ো সেবার ।

দয়া পরিজন প্রতি, নার থাকে গুণবতী,

সেই সে গৃহিণীপদ পায় ॥

অনকজননীপদ, ধরি করে সগদ্যদ,

কহে বিদ্যা সঙ্গলনরনে ।

এই তুমি জন্মদাতা, নিবটে বটেন মাতা,

হুঃখিনীরে খেন থাকে মনে ॥

সুন্দর সুন্দর নান, দেবোপভূক্তগুণধাম,

অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্নেহে ।

দশদণ্ড নাত্র দিবা, দম্পত্য সুরিয়া শিবা,

রথে উঠে চলে দেশান্তরে ॥

গামবাসী যত লোক, সকলের মহাপ্রসাদ,

সখীচর্য দিক্রিত পুতুলী ।

শোকে বুক নাহি থাকে, রাজা রাণী হোহে কান্দে,

কলেবর ধূসরিতধূলি ॥

দশ দিবসের পথ, দশ দণ্ডে যার রথ,

অরা করে গুণের গরিমা ।

বিদ্যা কহে শুভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি লক্ষ শোধ,

অনকের অধিকারসীমা ॥

এড়াইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা,

মনে মনে পরম কৌতুক ।

স্বরাতে নাহিক কাষ,  
কহে রথ রাখ একটুক ।  
ধন হেতু মহাকুল,  
পূৰ্ণাপন্ন গুহমূল,  
কৃতিবাস তুল্য কীর্তি কই ।  
দানশীল দয়াবন্ত,  
শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,  
প্রভুতা কালিকা ক্রপামই ।  
সেই বংশসমুদ্ভব,  
পুরুষার্থ কত কব,  
ছিল। কত কত মহাশয় ।  
অনাচর দিনান্তর,  
জন্মিলেন রামেশ্বর,  
. দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥  
তদঙ্গজ রামরাম,  
মহাকাবি গুণধান,  
সদা যারে সদয়া অভয়া ।  
তদঙ্গজ এ প্রসাদে,  
কহে কালিকার পদে,  
ক্রপাময়ি ময়ি করু দয়া ॥

সুন্দরকে আনিয়নার্থ তাঁহার

পিতামাতার প্রত্যাগমন ।

অধিকারে উপনীত, গুণসিদ্ধ হও ।  
 নীত্ৰগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত ॥  
 দূতমুখে নরগতি শুনি শুভ ভাষ ।  
 স্বতঃশ্বেন পুনরপি পায় জীবন্যাস ॥  
 আনন্দের ওঁর নাহি বাছ তুলি নাচে ।  
 অমনি উঠিয়া গেল সাংসার কাছে ॥

হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবর্তি ।  
 পুত্রবধু দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি ॥  
 রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা ।  
 সুন্দর গুণের নিধি বাচা মোর কোথা ॥  
 আর কি এমন দিন আমার হইবে ।  
 চাঁদসুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে ॥  
 পুরবাসি সহ রাজারানী রখে উঠে ।  
 বাল বৃদ্ধ যুবা লোক গাছে পাছে ছুটে ॥  
 সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী ।  
 কাড়া সঙ্গে সঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী ॥  
 প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি ঘোড়া ঘোড়া ।  
 লঙ্করের আগে যার নাচাইয়া ঘোড়া ॥  
 ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কঃ রিপু চমকিত ।  
 উড়িছে পতাকা সিঁতাসিত রক্ত পীত ॥  
 কটকের পদভরে কম্পিত মেদিণী ।  
 কুকারে নকিব জয় কদালবদনী ॥  
 স্বর্গহে শয়নে স্তম্বে ছিল মণিপাত্র ।  
 উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র ॥  
 পথ করে পারিষ্কার হৈতে কুতূহলী ।  
 দোপারি রোপিল চাক্র কীরামকদলী ॥  
 আশ্রয়ার্থী যুক্ত বালিপূর্ণ স্বর্ণঘট ।  
 শীঘ্র করে স্থাপনা স্রীগণ সন্মিকট ॥  
 পিতামাতা দেখে ক'ব নামি ভূমিতলে ।  
 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে ॥

সম্ভাষণাগরমধ্যে ভাসে রাজারানী ।  
 পুত্র কোলে করে দৌহে প্রসারিয়া পাণি ॥  
 সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে ।  
 সহস্র বদন ইন্দ্র কৈতে পারে তবে ॥  
 দ্বিগুণ উৎসলে প্রেম নিরখিয়া বধু !  
 সঘনে চুষ্টি রানী মুখরাকাবিধু ॥  
 ত্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কুপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

### বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি- নারীগণের আগমন ।

মঙ্গলাচরণে কুলচাঁর যত ছিল ।  
 পুত্রবধু নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥  
 গুণানন্দু দয়ামন্দু কল্পতরুরূপ ।  
 রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ ॥  
 ভাঙ্গল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে ।  
 পরস্পর সকলে সকল বাক্য কহে ॥  
 উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ ।  
 জনৈ জনে দিলা রানী রত্নসিংহাসন ॥  
 আসন থাকুক আগে এসে শুন রানী ।  
 বধুস্তব কেমন দেখাও দেখি আমি ॥  
 কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী ।  
 সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী ॥

করে ধরে টেনো নিয়া বসায় নিকটে ।  
 হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে ॥  
 কোন গ্রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট ॥  
 মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট ॥  
 মুখফোঁড়া মেয়ে বলে ছেদে কি জ্ঞানাল ।  
 আইবড় বাপঘরে ছিল এককাল ॥  
 বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা ।  
 এ মেয়ে সামান্য নহে পরম পণ্ডিতা ॥  
 গণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব ।  
 তান্নি দিবে বালা মালা সেই হবে ধব ॥  
 নিরখিয়া নববধু দ্বিজবধুচর ।  
 সকলে সদনে গেল সদয়হৃদয় ॥  
 জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া ।  
 মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥  
 যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল ।  
 নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥  
 ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাশে তারে  
 আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥  
 জন্মে জন্মে বিকিয়েছি পাদপদ্মে তব ।  
 কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কবদ্য  
 প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই ।  
 আমি তুষা দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

হুন্দের স্বরাজ্যাভিষেক এবং  
বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি ।

নূপ শুভক্ষণে,                      রত্নসিংহাসনে,  
পুঙ্খ করে অভিষেক ।

ধরে ছত্রদণ্ড,      সুখী রাজ্যখণ্ড,  
সম্মত প্রজা যতক ।

বামেতে মহিষী,                  পরন রূপନୀ,  
 গোড়াধিকারিদুহিতা ।

মনে বাসি হেন,                      রামচন্দ্র যেন,  
সঙ্গে শশিমুখী সীতা ॥

কবিরাজ রাজা,            পুত্র সম প্রজা,  
পালয়ে পূর্ণাভিষাষ।

ଉପ କରାଗ୍ରନ୍ଥ,                      ଦୀପ୍ତା ନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ,  
 ଟିକିଣା ବାସୀନୀସୁଧାନ ।

বিদ্যাবতী সতী,      প্রসবে সন্ততি,  
নাথী গুরুা ব্রহ্মোদয়ী ।

অভেদ সুন্দর,                  রূপ মনোহর,  
      ଦେବତା ଶରଣଶ୍ରୀ ।

নিজ দেহ ছবি,                      নিরখিয়া কবি,  
তনু তনু নেহাণে ।

মনে মনে হাসে, এই মনে বাসে.  
 যেন দীপে দীপ জলে ॥



করে বিতরণ,                      রতন বসন,  
                     কুঞ্জর ঘোটক দেখু ।  
 মহা কুতূহলী,                      শিরে দিল তুলি,  
                     লক্ষদ্বিপদরেণু ॥  
 জাতদিনাবধি,                      কুলাচারবিধি,  
                     করে কবি গুণধান ।  
 ষট্ সানে মুখে,                      অন দিল স্নেহে,  
                     পদ্যনাভ প্রাণে নাম ॥  
 পঞ্চন বৎসরে,                      কর্ণবেধ করে,  
                     বিদ্যারস্ত শুভ দিনে ।  
 সপ্তদিন যাত্রা,                      লেখে তালপত্র,  
                     পকাশত বর্ণ চিনে ॥  
 বালক হরায়,                      ব্যাকরণ সার,  
                     ভট্টি অভিধান গণ ।  
 প্রকুমারাদি,                      সাঙ্গ হল যদি,  
                     অনফারে দিল মন ॥  
 কপালিনী চণ্ডী,                      পাঠ করে দণ্ডী,  
                     তদনু কাব্যপ্রকাশে ।  
 ন্যাসশাস্ত্রে যুগ,                      কত কব গুণ,  
                     কবিচিন্তে মহোন্মাদে ॥  
 জ্যোতিষ পিঙ্গল,                      সাম্য্য পাতঞ্জল,  
                     মীমাংসা বেদান্ত তত্ত্ব ।  
 কোন ক্ষোভ নাই,                      অননীর ঠাই,  
                     নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥

যেমন জনক,                      তেমন বালক,  
উভয়ত মহাকবি ।  
কালীপদতলে,              ত্রীপ্রসাদে বলে  
ভবে ত্রাণ কর দেবি ॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্তি সংস্থাপন  
এবং শব্দসাধনোদ্যোগ ।

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ ।  
জনকজননীচিহ্নে জন্মে মহাংশ ॥  
বিবাহ দিলেন কুপে তুলা রাজকন্যা ।  
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥  
কতকাল গোণে মনে জন্মিল ভাবনা ।  
পূরিমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা ॥  
গাথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিকুপন ।  
চতুর্দিকে গুপ্পোদ্যান সন্নিগটে হ্রদ ॥  
গাথাণে নিম্নাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা ।  
শব্দগুচী মুক্তকেশী বসনবিহীনী ॥  
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গমুণ্ডধরা ।  
বস্ম্য বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাংপরী ॥  
অসংখ্য মহিষ মেঘ ছাগ নানা বলি ।  
কমকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি ॥  
উপহার জব্যভার সীমা কব কত ।  
ভূপ ভূপ পর্বত প্রমাণে প্রচামত ॥

তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত ।  
 শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥  
 প্রবত্তে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব ।  
 সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ।  
 ভোমবারবৃত্তা কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি ।  
 ঋশানে চাললা সঙ্গে মহিষী কৃগমী ॥  
 বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সনস্ত ।  
 গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥  
 জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা ।  
 বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা ॥  
 স্বকীয় কল্যাণ কিহু চিন্তা করা চাই ।  
 ভ্রাত্তে সজ্জপে কিছু কিছু করে যাই ॥  
 অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে ।  
 আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

গূরু উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি  
 সানাত্নার্থে সুবিধান করে মহামতি ॥  
 বাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মদ্র ।  
 সুন্দর সুধীর জ্ঞাত ব্যবতীষ যদ্র ॥  
 শুকদেব গণপতি বটুক যোগিনী ।  
 পূর্ষদিগ ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি ॥

বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে ।  
 যে চাত্ত বচন কহে মহা কুতূহলে ।  
 পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় দিয়া করে অগ্নিপাত ।  
 পূৰ্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল মরনাথ ॥  
 অশোর মস্তকে শিখা বান্ধে ততক্ষণ ।  
 স্বদর্শন লক্ষ করে স্বদয়ে রক্ষণ ॥  
 ভূতশুদ্ধিতাস সারে স্ববায় ত্বরায় ।  
 স্বয়ংদর্শী মস্ত্রে দিক্ সর্বপ ছড়ায় ॥  
 তিলোহসৌতি মস্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ ।  
 তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ ॥  
 শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজম ।  
 আছে যেপ্রকার তত্ত্বসারের বচন ॥  
 শূলে খড়্গো বাজ্র সর্পাঘাতে কি কুমস্ত্রে ।  
 বষ্টি বিদ্ধ ভলে মৃত গ্রাহ উক্ত তস্ত্রে ॥  
 কিস্ত যে সে ঘায় মরে না লবে সে শব ।  
 বলেছেন গোবিন্দ স্ত্রীরূপা গ্রাহ ভব ॥  
 সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট বে শবীর ।  
 সে শব অশস্ত লবে চবে যেবা ধীর ॥  
 সর্বদা না লবে ভাই শব পদ্যবিত ।  
 শাস্ত্রমত কৰ্ম করে যেজন পণ্ডিত ॥  
 মূলমন্ত্র পাঠ করে পৃথান্ধানে নিল ।  
 উক্ত মস্ত্রে অকৌতুকে জলবিন্দু দিল ॥  
 পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় দিয়া পুনশ্চ অগ্নায় ।  
 বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে শুণ্ধ্যাম ॥

কালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে ।  
 নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে ॥  
 ধূপেন ধূপিতং কুড়া গ্রন্থের বচন ।  
 সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন ॥  
 রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে ।  
 শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে ॥  
 নিজ করে বস্ত্রে ধরে শবকটিদেশ ।  
 পূজাস্থানে নিল আস্তবুদ্ধ নরেশ ॥  
 ততঃপরে কুশল্যা করে গুণনিধি ।  
 পূর্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি ॥  
 এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল ।  
 তাহ্নালাদি শবমুখে দিলেক সকল ॥  
 পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ ।  
 তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্রে মহাস্থ ॥  
 বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার ।  
 চতুর্ভুজ মধ্যো পদ্য তাহে চতুর্দার ॥  
 দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যো পৃষ্ঠে মন্ত্র ।  
 লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র ॥  
 নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে ।  
 ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা বাক্ত বটে ॥  
 উপদ্রব যদিপি জন্মায় যত্ন করে ।  
 নিষ্ঠীৱন দিবে শবে কটিদেশ ধরে ॥  
 তদুপরি রক্তকমলাদি দিব্যাসল ।  
 নীলগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন ॥

বজ্রকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ ।  
 দশদিগু পুষ্পমত রাখে স্থানেস্থান ॥  
 ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে আমি সম্বোধনে ।  
 বিদ্র নিবারণ করে মুখা সাবধানে ॥  
 চতুষ্টি ডাকিনী যোগনীগণ যত ।  
 সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত ॥  
 মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি ।  
 ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি ॥  
 স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন ।  
 শবকেশ ধরে করে টিকাবন্ধন ॥  
 গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম ।  
 ষড়ঙ্গভাসাদ যত কৈল প্রাণায়াম ॥  
 ক্ষেপ করে দশদিগু লোষ্ট্র বিবন্ধনে ।  
 তদন্তে গঙ্গল কৈল উল্লসিত মনে ॥  
 অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবদ্বিতীয় ।  
 আসন পূজয়া পীঠ পূজা কৈল তায় ॥  
 তদন্তরে পূজে দেবী মুখে শক্তিরূপ ।  
 শবমুখে চোতুকে তর্পণ কৈল ভূপ ॥  
 তঁতঃ শব ছলিলে সমুখে দাঁড়াইয়া ।  
 বসামে ভারাত মস্ত্র পড়ে হস্ত হৈয়া ॥  
 পটস্থজে বাক্ষে কাব যুগল চরণ ।  
 শবপদতলে যস্ত্র লিখন ত্রিকোণ ॥  
 শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসাথ্য ।  
 তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য ॥

তুঙ্গপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায় ।  
 পূনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায় ॥  
 শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী ।  
 মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি ॥  
 করে অগ্নি রূপসী মহিষী প্রেমমই ।  
 কিছু দূর থাকি কহে না ভৈঃ মা ভৈঃ ॥  
 কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেন্তে ।  
 দেহি মে কুঞ্জর রলি আশু ধরাপতে ॥  
 দৈববাণী শুন কহে কবি শিরোমণি ।  
 অন্য নহে দিনাস্তরে দাস্যামি জননি ॥  
 নহামায়া নহাতুষ্টা মহাকবি প্রীতি ।  
 বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী ॥  
 নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট ।  
 প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট ॥  
 ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবির ।  
 ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর ॥  
 সুন্দর সুন্দরে কহে সুধাধিক উক্তি ।  
 দর্শনে তোমার মাগো চতুর্বিধ মুক্তি ॥  
 নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য ।  
 জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য ॥  
 মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু ।  
 অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্ত তথাস্ত ॥  
 কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি ।  
 সবেমাত্র ঘরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি ॥

বাক্ষণে করিবে বেদবহিক্ত কৰ্ম ।  
 অদম্য রাজ্য হবে রাজ্য শূন্যদম্য ॥  
 অষ্ট বর্ষে রমণীর স্নিগ্ধে অপত্য ।  
 মিথ্যা কপা'বিনে লোক নাহি কবে সত্য ।  
 অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ কলা হবে ।  
 স্রমে কেহু ঈশ্বরের নাম নাতি লবে ॥  
 'কলির চরিত্র সব কহিলাম এই ।  
 শীঘ্র মৃত্যু হয় যারে পুণ্যধাম সেই ॥  
 সাবধানে শুন পুত্র সৰ্ব্ব কপা কহি ।  
 শাপভঞ্জে তোমা দৌহাকার জন্ম মর্হী ॥  
 বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি নালাধর ।  
 মম পুত্র প্রকাশার্থে হইয়াছ নর ॥  
 শাপান্ত নিভান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল ।  
 পুনরপি স্বহানে করহ ঠাকুরাল ॥  
 এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী ।  
 মনে মনে আপনাকে শ্লাঘা মানেন কবি ॥  
 লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধবণীভূষণ ।  
 পুরমধ্যে তিন দিন রহে সাক্ষাপন ॥  
 সেই তিন দিবসেতে আছে কত আলা ।  
 সঙ্গীত শ্রবণে সাদকেন্দ্র হয় কাল ॥  
 মৃত্যু নিরীক্ষণে নেত্র মষ্ট এ কৌতুক ।  
 যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মুক ॥  
 দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ ।  
 অকর্তব্য বিশনিদ্ধা হবেক সুপক্ষ ॥



এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর ।  
 ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥  
 ঐকবিরঞ্জনে মাতা হও রূপামই ।  
 আমি তুয়া দাসদাস দাসাপুত্র হই ॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যা  
 স্নানরের স্বর্গারোহণ ।

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে বীর ।  
 বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির ॥  
 কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত ।  
 নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত ॥  
 বিরলে বালক প্রীতি কহে রাজনীতি ।  
 শিশু কিন্তু সঙ্গকাণ্ডে বটহ পণ্ডিত ॥  
 আমার কলব্য কল্ম তে কারণে কহি ।  
 এইরূপে পালন করহ স্নেহে মহী ॥  
 পরত্নী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে ।  
 কদাচ না গোভ যেন হয় পরধনে ॥  
 একান্ত বিহিত নহে ন্যান-মান-ভঙ্গ ।  
 সর্ব্ব ধন্য নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥  
 নিরস্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গৈ শৌর্য্য ।  
 সম্পদে বিনয়া হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥

স্রাক্ষণ মামকী তমু ঈশ্ববাজ্ঞা বটে ।  
 সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে ॥  
 ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন ।  
 ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন ॥  
 গুরুমন্ত্ৰ উঠেদেব পরমায়ু ধর্ম ।  
 ব্যাকুল করা মন্ত নহে এ সকল কন্ম ॥  
 গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষা গুরু করে যে ।  
 গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে ॥  
 অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা ।  
 সেই মনে কদাচ না কবে গৃহ কথা ॥  
 পদ্নিনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ ।  
 বৃদ্ধিতে না পারি মহাশয় তব ভাব ॥  
 পুনরপি কবির সর্বিশেষ কহে ।  
 শনি শিশু শোকে বৃকে অশ্রুপারা বহে ॥  
 পদ্মভক্ত আড়ো পিতা আছি এককাল ।  
 এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল ॥  
 এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার ।  
 পৃথিবীতে জায়া সুখ কি ছার তাহার ॥  
 পুনঃ কহে সুন্দর নুপতি বিচক্ষণ ।  
 অক্য বান্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ ॥  
 কার মাতা কার পিতা কার অধিকার ।  
 বেদ্যার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥  
 মাক্রাতা প্রভৃতি বহু ত্যজিয়াছে দেহ ।  
 হুনওলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ ॥

কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ ।  
 জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস ॥  
 কালীপদ সার কর জপ কালীনাম ।  
 পরলোকে গমন না হবে যমধাম ॥  
 কতমত কহে পুরাণের কথা নানা ।  
 বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সাস্তনা ॥  
 পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা ।  
 কহা নাহি যায় তাহা অর্থে লাগে ব্যাপী ॥  
 সেই দিন রহে রাজারাণী উপবাসী ।  
 প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি ॥  
 দেবীপুরমধো চারু নিষবৃক্ষতলে ।  
 যোগাসনে দৌহে তথা বৈসে কুতূহলে ॥  
 হৃদাফ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান ।  
 যোগবলে এককালে দৌহে তাজে প্রাণ ॥  
 ধরে অপরূপ পূর্ণ রূপকলেবর ।  
 আভিল যেনন হারাবতী মালাধর ॥  
 ভক্ত সঙ্গ রঙ্গে মাতা চলিল বিমানে ।  
 মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে ॥  
 রত্নসিংহাসনমাঝে পার্শ্বভীষকর ।  
 মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর ॥  
 জ্যোষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী ।  
 যার পাদপদ্ম আমি রাজিদিবা সেবি ॥  
 ভগ্নীপতি দীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ।  
 পুরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥

## विन्याशुम्भर ।

ভাগিনেয়যুগ্ম জগন্নাথ কুপারাম ।  
 আনাকে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥  
 সন্নাথের ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা ।  
 তার হৃৎকর কর জুননী কালিকা ॥  
 গুণনিধি নিঃপরাম বৈরাগ্যের ভ্রাতা ।  
 তারে কুপাদৃষ্টি কর মাতা নগভাতা ॥  
 জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া ।  
 সমাসুখ বিশ্বনাথে দেহ পদচারী ॥  
 শ্রীকবিরঞ্জে মাতা কহে কুভাঞ্জনী ।  
 শ্রীরামচন্দ্রলালে মাগো দেহ পদধূলী ॥  
 ইতি জাগরণ সমাপ্ত ।

## ଅନ୍ତଃ ମଞ୍ଚଳା

নমো বিশ্ববিভাবিনী,                      দক্ষযজ্ঞবিনাপিনী,  
 জননিলা পৰ্ব্বতেশবরে ।  
 কার্তিকেয় জন্ম হেতু,                      ভাস্করাশি মীনকৈতু,  
 তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে ॥  
 হরস্ত নৃসিংহাসুর,                      তার দর্প কৈলা চূব,  
 লীলায় হইলা দশভূজা ।  
 মহিষমর্দিনী নাম,                      সেতুবন্ধে প্রেতু রাম,  
 প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা ॥

স্তম্ভ নিশ্চেষ্টের গর্ভ,      সঞ্ছিন্ন সমরে থর্ক,  
শক্তি লভে স্বরথ সনাদি ।

লক্ষ্মণী পরাংপবা,      জন্মজরামৃতাহরা,  
তব তব না জানেন বিধি ॥

বিধি চরি ত্রিলোচনে,      মৃত্যুকালী দরশনে,  
গতনাত্র প্রথমতঃ মায়া ।

শেষ ছন্মে রূপালেশ,      গত যাবতীয় ক্লেশ,  
দিলি পদদবগিজ্জচ্ছায়া ॥

নৃপতি বিক্রমাদিত্য,      তোমা পুঞ্জে নিত্য নিত্য,  
লভিল রমণী ভানুমতী ।

তুমি আদ্যাশক্তি শিবা,      মূঢ়মতি জানি কিবা,  
রূপামণি অগতিব গতি ॥

মাল্যধর চারাবতী,      শাপে জন্ম বশুমতি,  
বহুদুখা জগতে প্রচার ।

কালক্রমে তাজি প্রাণ,      পুনরপি পরিত্রাণ,  
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার ॥

মন ছেতু মহাকুল,      পৃষ্ঠাপর শুদ্ধমূল,  
কুন্তিবাস তুলা কৈর্ত্তি কই ।

দানশীল দয়াবন্ত,      শিষ্ট শাস্ত্র গুণানন্ত  
প্রসয়া কানিকা রূপামণি ॥

সেই বংশে সমুদ্ভব,      পুরুষার্থ কত কব,  
ছিল কত কত মহাশয় ।

অনচিত্র দিনাস্তর,      আন্বিলেন রামেশ্বর,  
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥

তদঙ্গজ রামরাম,

মহাকবি গুণধাম,

সদা যারে সদয়া অভয়া ।

তদঙ্গজ এ প্রসাদে,

কহে কালিকার পদে,

কৃপাময়ি নমি, কুরু দয়া ॥

সুমাশ্চায়ং ব্রহ্মঃ ।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।





# শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

---

কৃষ্ণকীর্তন এক্ষণে সমগ্র পাওয়া যায় না । মহাত্মা ৮ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে যে অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল । জনসাধারণের অনাস্থাবশত একজন প্রকৃত সহদয় ব্যক্তি এইরূপ একটি কীর্তিলোপে আমরা বস্তুতই ব্যথিত ।

প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিনী,  
রলমল তনুটি স্থির সৌদামিনী ।  
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,  
রাই আনাব মোহনমোহিনী ॥  
রাই যে পথে প্রয়াণ করে,  
মদন পলায় ডরে ॥  
কুটিগ কটাক্ষণরে ।  
জিনিগ কুম্মশরে ॥  
কিবা চাঁচর স্তম্বর কেশ ।  
সখী বকুলে বাণাইল বেশ ॥

তার গন্ধে অলিকুল, হঠয়া আকুল,  
 কেশে করিছে প্রবেশ ॥  
 নব ভাস্ক ভালেতে নিবাস,  
 মুখপদ্ম ধোরেছে প্রকাশ ।  
 উরে কলিকা যে আছে,  
 কি আনি কুটে পাছে,  
 সখীর হৃদয়ে তরাস ॥  
 ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,  
 অপরূপ শোভা গোল আর ।  
 একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,  
 সদন মদন রাজার ॥  
 অলকা কোলে মতিহার,  
 কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার ।  
 বেন রাজুর মুখনাছে, বসনরাজি রাচে,  
 চাঁদেবের করেছে আহার ॥  
 অঁখি গোল অনুমানি এই,  
 চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই ।  
 তহু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,  
 দিগ নিহারই সেই ॥  
 চারু অপাঙ্গ কান কামান,  
 নাসাতিলক শর খরমান ।  
 সেই শ্রীমসুন্দর, নানস বৃগবর,  
 ভাবে বুদ্ধি করিছে সন্ধান ॥

শ্রীশ্রীকালীকীর্তনং



# ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକାଳୀକୀର୍ତ୍ତନଂ

ଭବଂଜଳାଧି-ନିଗମ-ରୁଗ୍ମ-ଜନଗଣ-ବିମୋଚନ-କର୍ମ-  
କାରୀ ଭୁବନପାଳିକା କାଳିକାର  
ଗୋষ্ঠାଦିଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ।

ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଶୁକଦେବ କି ଚରଣଂ ।  
ଅକ୍ଷପୁଟ ପୋଲେ ଧବଳ ଲବ ହରଣଂ ॥  
ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଦେହି ଅକ୍ଷ କି ନୟନଂ ।  
ବଳ୍ଲଭ ନାନ ଶୁଭାୟତ କାରଣଂ ॥  
କେବଳ କରୁଣାମୟ ଶୁଭ୍ର ଭବସିନ୍ଧୁତାରଣଂ  
ତପନୀ-ତନୟ-ଭୟ-ବାରଣ-କାରଣଂ ॥  
ଅଞ୍ଚୁର ଚରଣଦୟ ହୃଦେ କରି ଧାରଣଂ ।  
ଅସାଧ କହିଛି ହୟ ମରଣେର ମରଣଂ ।

# কালীকীর্তনারম্ভ



## মায়ের বাল্যলীলা

গৌরচন্দ্রী ।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে

প্রবোধ দিতে উমারে ।

উমা কৈদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥

অতি অবশেষ নিশি. গগনে উদয় শশী,

বলে উমা ধরে দে উহারে ।

আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥

কাঁদয়ে ফুলালে আঁপি, মলিন ও মৃগ দেখি.

মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ।

আয় আয় মা না বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,

যেতে চায় না জানি কোথারে ॥

আনি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা ব্যাস.

ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ।

উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সন্মাদর,

গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥

## কালীকীর্তন ।

৩

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,

মুকুর লইয়া দিল করে ।

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাস্বপ্ন,

বিনিমিত কোটি শশপরে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ কর, কত পুণ্যপুঙ্খচয়,

জগৎ-জননী দাঁর ঘরে ।

কহিতে কহিতে কথা, স্নানদ্রিতা জগন্মাতা,

শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥

অভ্যাস সন্নয় জানি, হিমগিরি রাজ্যরাণী,

উদার মন্দিরে উপনীত ।

যঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,

প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥

বারে বারে ডাকে রাণী,

জননী রাগিহি জাগিহি জাগিহি,

আগত তাম্র রজনী চলি যায় ।

পুলকিত কোকবদু শোক নিভায় ॥

উঠ উঠ প্রাণ গোরি, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিবি,

উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি ।

সুতমাগধবন্দী কৃতাজলি কথয়তি,

নিদ্রা জহিহি জহিহি জহিহি ॥

গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি ।

সকলগদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি ॥



## কালীকীর্তন ।

### ভজন ।

চল গো মন্দাকিনীজলে, শিবপূজা বিবদলে,  
মাই শুন ওলো মাইকি ভাষ ।

তখন গোরীর কনকনুখে মুছ মুছ হাস ॥

মা ডাকিছে রে ।

কোকিলকণকত, শীতল মাকত,

হতকুচি সম্প্রতি ভাতি শিশী ।

নাগক মলিন, বিলোকনে কুন্দিনী,

কম্পি ত্রিগ্রহা মলিনমুখী ॥

কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দান, দামনয়ানয়ি দুর্গে,

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ।

ভীমভবাণবনধুশু তারয়, রূপাবলোকনে

মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি ॥

মায়ের বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও

গিরিরাণী বিনোদিত হইতেছেন ।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিঁটি,

অনিমিয়ে শ্রীঅঙ্গ নেহারে ।

রাণী বলে পুণ্ড্রকফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,

দৌড়ে ভাসে আনন্দসাগরে ॥

প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী ।

দলিত কদম্ব পুণ্ড্রকে তরু, স্থলিত লোচন নন্দন;

হরল মুখে রাণী ॥

## কালীকীর্তন ।

যেৱল অবল, সবহঁ রমণী মুখমণ্ডল,  
 জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি ।  
 কাঞ্চন তরুণেরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,  
 কোঁ বিধি দেয়ল আনি ॥  
 হিমকর বদন, রদা মুকুতাবলি  
 করতল াকশলয়, কমল পাণি ।  
 রাজিত তহি কনকমণিভূষণ,  
 দিনকরধারু চরণতল খানি ॥  
 অব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো নাই  
 , ধ্যান অগোচর জানি ।  
 দান প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,  
 জগজন মন বকচকর তর্কি ভাণ ॥



## মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা ।

পূজে বাজা যুগেক তু, পুষ্পচয়ন হেতু,  
 উপনীত কুসুমকাননৈ গো—  
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা ।  
 নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,  
 গমন কুঞ্জরগমনে ॥  
 ককণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,  
 স্নান মন্দাকিনীর জলে ।  
 হরিব তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,  
 সে কপালে বিভূতি কি সঙ্গে ভাল ।

## কালীকীর্তন ।

অহে কোণের বসন সাজে,  
দেখ, আমার বুকে বেন শেল বাজে,  
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবীবিলদলে ॥

## করণীগায়ীর গালবাদ্য ঘন ।

গালবাদ্য ঘন, সজ্জলগোচন,  
প্রণাম যেনন বিদ্বি ।  
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসাদ শঙ্কর, বেদবিদ্যাপর,  
কৃপাময় 'ড্যানিপি' ॥  
করণাকর দেবদেব শঙ্কর ।  
ও প্রভু করণাকটাক্ষ কর দেবদেব শঙ্কর ॥  
দেই ব্রহ্মময়ীর এত রেশ ।  
প্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ ॥

## বায়ের ভ্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ

ভ্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,  
মানসে শঙ্কর ধ্যান ।  
দিনকরকরে, শ্রমবারি ঝরে,  
মলিন সে চাঁদবয়ান ॥  
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা  
কি কর কি কর মা এটা ।

## কালীকীর্তন ।

এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,

এমন কঠোর করে কেটা ।

গৌরীর আমার ননীর পুতলী তুমি, উপরে প্রচণ্ড ভাঙ্গ,

কিরণে উন্নয় নবনীত ।

মরি মরি অকুনারী, নবীন কিশোরী গৌরী,

বাচ্চা ঠেকন কর গো মা এমন অনীত ॥

স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,

হিনাগয় আলয় সবার ।

কিছা বাঙ্ছ হৃদে জৈশ, তার লাগি এত ক্রেশ,

রতনে যতন করে কার ॥

কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি মা হোয়েছ ঠৈরবী বালা,

হুনি যারে চিস্ত রাত্রদিনা, সেটে নিষ্ঠুরের গুণ কিবা,

তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মতা শূন্য,

যারে পূজ বিশ্বদলে, স্তবনছি গো মা সে তোমার পদতলে ।

একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,

এ কঠোর তপে কিবা ফল ।

মরমে পরম ব্যথা, মা রাগ মায়ের কথা,

ছাড় এ কঠোর গৃহে চল ॥

তনয় মৈনাক ছিল, সিদ্ধকলে সে ডুবিলা,

সেই শোক মখন উঠে মনে ।

প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥

সে শোক ভুলেছি বাচ্চা তোর মুখ চেয়ে ।

রানপ্রসাদ বলে, তিতে রাগী আঁখিব ফলে,

একি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥

নেনকা গোঁরীকে গৃহে আনিতে  
কহিতেছেন ।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে ।  
তে'মার ও চাঁদ বদান, নিরখিয়ে প্রাণ  
কেমন কেমন কেমন করে ॥  
ডুট আঁধার পুতলি গো, আমার বাছা,  
আমার ছদগের সে প্রাণ ।  
প্রেমানন্দ দিচ্ছু, তার পূর্ণ চন্দ্র,  
মন গজেন্দ্র আলান ॥  
এ মন তোমাত্তে রয়েছে বান্ধা,  
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্য ।  
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,  
ত্রিগুণধারিণী কথ্য ॥  
বদি কল্যা ভাবে দয়' গো, তবে বাছা,  
এই কথা রাখ মার ।  
গিরিবান্ধার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,  
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥  
কবি বাম প্রসাদ দাসে গো, ভাবে জননী,  
না কত কাটগো কাচ ।  
ক'মি পিতা মহেশনাথ, পিতার প্রসবস্থলী নাথ,  
মহেশ ঘরে আছ ॥

## কালীকীর্তন ।

### ভগবতীর গৃহে গমন ।

কোন্ জন বুকে মারা বিশ্বমোহিনীর ।  
অগন্থা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর ।  
নিরখি জননামুখ হুহু নুহু হাসে ।  
ধরগৌধরেস্ত্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে ॥  
ভূরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা ।  
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে ছুড়িতা ॥  
অঙ্গনে বৈঠিল রাণী একময়ী কোলে ।  
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে ॥

---

নিরখি নিরখি বদন ইন্দু ।  
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু ॥  
ছল ছল ছল নয়ন ।  
লোলচন্দ্রবদনে চুহন ॥  
মধুর মধুর বিনয় বাদী ।  
গদ গদ গদ কত রাণী ॥  
কোটি জনম পুণ্যজন্য ।  
কোলে কমললোচনা ॥

দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চব তহু বিভোর,  
কবহু কবহু করত কোর, পোর পোর দোলনা ।  
রাণী বদন'হেরি হেরি, হাসিত বদন বেরি বেরি,  
চোরি চোরি পোরি পোরি মন্দ মন্দ বোলনা

## কালীকীর্তন ।

ঝুমুর ঝুমুর ঘুঘুর নাদ,    কিঙ্কিনী রব উভয় বাদ.  
 পদতল স্থলকমলানিন্দিত,    নথ হিমকরগঞ্জনা ।  
 কলিত ললিত মুকুতাহার,    মেরুবিকচহিনকরাকার  
       বিবুধ ভটিনী বিষদনীর,    ছলে তমুরঞ্জনা ॥  
 কষিত কনক বিমল কাঁস্তি,    মনহি তাপ করত শাস্তি  
       তমু'তিরপিত নগনমুখ,    কঅবনিকরভঞ্জনা ।  
 ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস,    সতত কাতর করুণাভাস,  
       বারম্বরবিতনয়শঙ্কা,    মদনমথন-অঙ্গনা ॥

---

রানী বলে ওগো জয়া,    ভাল কথা মনে গো হইল ।  
 জয়া বলে খুণ্যবতি,    কি কথা তোমার মনে গো হইল ॥  
       রানী বলে, আমি কবো করে ভেবেছিলাম ।  
       আরবার আমি ভুলে গেলাম ॥  
       এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল ॥  
 রানী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায় ।  
 পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় ॥  
       একথা বুঝাব আমি কারে ।  
       তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো ।  
       আপন অঙ্গে বধন পড়ে গো আঁধি ।  
       উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি ॥  
       কি শুণে এ শুণ জন্মিল অঙ্গে ।  
 ওগো পাবণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো ॥  
       কাকন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে ।  
       প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে ॥

সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয় ।  
 দর্পণের যে গুণ গো তা জনে কেমনে রয় ॥  
 ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা ।  
 ফটিকের শুভ্র গা'কেমনে লুবে জবা ॥  
 হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন ।  
 ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ ॥  
 তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল ।  
 শ্রীঅঙ্গের সেই গুণ খো সেই গুণে মিশাল ॥  
 তুমি উমা ছাড়া গোয়ে একবার দেখদেখি অঙ্গ ।  
 তগো রানি অমন আর কি দেখা যায় তাঁর প্রসঙ্গ ॥

### ভজন ।

কয় নয় অন্তরে গো রোয়ে ।  
 অনপান অঙ্গ দেখ গো চেয়ে ॥  
 প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর ।  
 আমা সবা'কার তহু নিম্নল সরোবর ॥  
 এক চক্র আভা শত সরোবরে লখি ।  
 তোমা করে নবু, সকল অঙ্গময়, .  
 বিরাজে যে যখন নিরখি ॥  
 এক মুখে কত কব উমার রূপগুণ ।  
 উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুন ॥  
 দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে ।  
 পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব বটে ।



রাণী বলে ওগো জয়া কুসুপনে প্রাণ আমার কাঁদে  
 গও ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,  
 গিলিতে দেখেছে মুখটাদে ॥  
 শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখানি বটে রাহু,  
 শরীরের সংজ্ঞা তার কেহু ।  
 এ রাহুর গুণ নাথ, দারুণ ত্রিশূল হাতে,  
 বুঝিতে নারিলাম হহার হেতু ॥

ভজন ।

রাহু গ্রাস করে যে শরীরে, সেই শরীর রাহুর শিরে  
 কোথা গেলে গিরধর, শিবস্তুত্বমন কর,  
 গঙ্গাজল বিদ্বদল আনি ।  
 সকৌষাধর জলে স্নান করাও,  
 জয়া বলে সর্গবিঘ্ন নাশ তাহ জানি ॥  
 শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথা শুনিয়া হোসে,  
 অন্য স্তুত্বমনে কিবা কাম ।  
 যাদু ছুর্গা বুঝে পাক, আমার বচন রাধে,  
 জপ করাও নামের দুর্গানাম ॥

ভজন ।

শিবস্তুত্বমনে কিবা কাম ।  
 সেই শিব জপেন দুর্গানাম ॥

## কালীকীর্তন ।

ঐতুর্গীনাং গুণগানে ।

শিব না মবিল বিষপানে ॥

মার নামের ফলে চরণবলে ।

শিবে অকাজ্ঞ বলে ॥

তুর্গীনাং সংসংসাগরে তরি ।

কাণ্ডাবী ভাষে ত্রিপুরারি ॥

যে তুর্গী নামে বিদ্র হবে ।

সেই তুর্গী কুন্যাক্রূপে তোমার ঘরে ॥

আমি সার কথা তোমাবে কই ।

ওতো তোমার কন্যা নয় ঐ একময়ী ॥

হিমগিরি সন্দ্বী, স্নান করাইয়া গোবী,

পুন বসাইল সিংহাসনে ॥

তখন গন গন ভাব ভবে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে

সাজাইল সেমুন উঠে মনে ॥

সুচারু বকুল মালে, কবরী বাঙ্কিল ভালে,

হবি চন্দনের বিন্দু দিল ।

উপরে সিন্দূরবিন্দু, রবিকবে যেন ইন্দু,

হেরি হেরি নিমিষ তেজিল ॥

দোণরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,

গেঁপে দিল উমার কপালে ।

অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারি যেন,

উদয় কোরেছে মেঘের কোলে ॥

তারার কপালে তারা, তারাপতি ঘেন তারা ঘেরা,

তারায় তারা সাজে ভালো ।

বদন সুধাংশু তেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন,

কেশরূপ ঘন করে আলো ॥

হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে.

রাহুর গমন হেন বাসি।

মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দৃষ্টশ্রেণী দেখা যায়,

মুক্তা নয় গাঁস করে শশী ॥

জয়া বলে বটে এট পুণ্যকাল, ইথে দান করা ভাল,

চিত্ত বিত্ত দান উমার পায় ।

কুপানাত উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,

প্রাণদান দিয়া লৈতে চায় ॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা ।

ছি ছি ও কথা তুলনা ॥

ছি ছি বার পায়ে চাঁদ উদয় হয় ।

তার মুখে কি তুলনা সয় ॥

শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি ।

নির্জর্জনে বসিয়া নির্মিল কলানিধি ॥

শ্রীমুখতুলনা যদি না পাইল চাঁদে ।

সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কঁাদে ॥

একথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক ।

সবেমাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক ॥

ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার ।  
 পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার ॥  
 এই তেঁতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম ।  
 বিচার করিণ মনে ত্রিফল গুণধাম ॥  
 বাসনা হইয়া স্তম্ভাসঙ্কর কারণে ।  
 চাঁদ প্রাণ বদলিয়া রাখিল বদনে ॥  
 পুরাতন পাত্র চাঁদ চূনে আড়াড়িল ।  
 দণ্ড খণ্ড হোয়ে স্নান্য চরণে পড়িল ॥  
 কত জনে কত কহে সার শুন কই ।  
 এক চাঁদ দণ্ড খণ্ড চেয়ে দেব অই ॥  
 চাঁদ পদ্ব হই স্থিতি করিল বিধাতা ।  
 চাঁদ আর কমনে হইল শাস্তবতা ॥  
 হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা ।  
 কেন চাঁদ কমনে হইল শাস্তবতা ॥

চাঁদ বলে, ইহা মরণকি আমার পোভা যার সুখে রে যার ।

ছিরে কমল ত্রাট হইতে চার ॥  
 এত বলি নহা অঙ্করে চাঁদ উঠিল আকাশে ।  
 অভিমানে কনক সলিলনাঝে ভাসে ॥  
 উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ লেমা নাহি করে ।  
 বিস্তারিয়া নিজ কর পদপোভা হরে ॥  
 বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহ ।  
 করিল অবল শত্রু রাহ আর কুহ ॥  
 নিরখি সুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ ।  
 ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥

অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব ।  
 শত্রুভাব দূরে গেল দৌহে মৈত্র্যভাব ॥  
 হুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ ।  
 করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ ॥  
 রাহু কুল গরাসিল বদন প্রকাশি ।  
 উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥  
 বাহিবের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে ।  
 ননের জাঁপার জীবনে আলো করে ॥

### ভগবতীর নৃত্য ।

বাণী বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,  
 উমা একবার নাচ গো ।

একবার নেচেছো ভবে, তেমনি কোরে আবার নাচিতে হবে ।

নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি তারি গো ॥

ভ্রুনেতি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,

ওগো আনার উমা নাচে ভাল ।

মা নেচে সফল কর, মাগের ইহ পরকাল ॥

বাঞ্চে ডম্ফ জগজ্জ্ঞান হৃদয় রনাগ ।

বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল ॥

চৌদিগে বেড়িল নব নব বধুজাগ ।

পূর্ণচন্দ্র বেড়া ঘেন স্বর্ণপদ্মমাল ॥

প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল ।

কথা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল ।

কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকাস্তিচ্ছটা ।  
 শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুগঘটা ॥  
 ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল ।  
 ভূগঙ্গ ভূষণে রূপ কর্ণে টলমল ॥  
 রূপ চোরাগে লাভণ্য গুলে ।  
 বাক্য কি ভূষণ চলে ॥  
 ভাভাতে নূতন গান্ধি গুন স্নেহবৃত্তা ।  
 উষাকালে উত্তিত উদাসিত শৈলসুতা ॥  
 শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টি স্তজ্জানে ।  
 প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥  
 অরসিক অতত্ত অধম লোকে হাসে ।  
 ককণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥  
 শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন ।  
 দচে গান মহা অক্ষের ঔষধ অঞ্জন ॥

জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম.

জগদম্বা চল পুষ্পকাননে ।  
 চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী গাবে সনে ॥  
 জগদম্বা বিলম্বেও চলিত চিত্তপদ চলনা ।  
 গৌহিতচরণতলাকরণপরাভব,  
 নথক্কাচি হিমকরসম্পদদলনা ॥  
 নীলাঞ্চল নিচোল বিগোল পবনে বন,  
 স্নমধুর নুপুর কিঙ্কিনী কলনা ।

সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুচে,  
বিচরসি হরশিরসি শশি ললনা ॥  
কল্পতরুতলে, ঐরাজকিশোর ভাবে,  
বাঁজা কল কলনা ॥  
ভাগাহীন ত্রীকবিরঞ্জন কাতর,  
দান দয়ানরা সন্তত ছল ছলনা ॥

ভগবতীর উদ্যানে "ভ্রমণ" ও মহাদেবের  
বিচ্ছেদজন্য খেদ উক্তি ।

কুরা নিজরা সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা ।  
পুষ্প কাননে ক্রাড়তি বিশ্বমাতা ॥  
মত্ত কোকিল কুঞ্জিত পঞ্চম্বরে ।  
গুণগুণ গঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥  
তরুপল্লবশোভিত ফুল ফুলে ।  
মাতা বৈঠিগ ঢাকু কদম্বমূলে ॥  
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝবে ।  
পরিপূর্ণ সুধাংশু গীষ্ম স্বরে ॥  
চাকু পোরভ মঙ্গ সুধার সনৌর ।  
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুধাক্য গভীর ॥  
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে ।  
নিবশঙ্করী শঙ্করগান করে ॥  
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে ।  
শিব শঙ্কর বরষু দিগম্বর হে ॥

## কালীকীর্তন ।

ভব দ্বীপ মহেশ শশাঙ্কধর ।  
ত্রিপুরাসুরগর্ভবিনাশকর ॥  
জয় বেদবিদ্যাস্বর ভূতপতে ।  
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥  
ত্রিগুণাত্মক নিগুণ কল্পতরু ।  
পরমশ্রদ্ধা পরাংপর বিশ্বগুরু ॥  
কমনীয় কলেশ্বর পঞ্চমুখে ।  
মম চাক্র নামাবলি গান স্থখে ॥  
সুরশৈবলিনীজলে পৃথক দুটা ।  
জটালম্বিত চাক্র স্থপাংসুচটা ॥  
জটী এককটাহ তব ভেদ করে ।  
করে শৃঙ্গবিবাণ শরী শিখরে ॥  
প্রসাদ প্রসাদ প্রসাদ প্রভু হে ।  
লোকনাথ হে নাথ প্রভু হে ॥  
ভরভাবিনী ভাবিত ভীমভাবে ।  
ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥

## পুষ্পকাননে শিবপার্বত্যীর মিলন ও কথোপকথন ।

প্রেমদীপের বেনগানে, সদাশিবের উচ্চাটন করে প্রাণে,  
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া ।  
খান করে প্রাণেশ্বর, গমন শিখরিপুরী,  
নন্দী আন বৃষভে মাজাইয়া ॥



## কালীকীর্তন ।

কদম্বকুশুম অন। পলকে পূর্ণিত তনু,  
 দ্বৈশান বিষণ পুরে নাচে ।  
 উভয়তঃ মত্ত গঢ়। রুধাকড় চক্ৰচূড়,  
 ভৈরব বেতাল চলে গাছে ॥

ধূয়া ।

ভাল ভৈরব বেতাল রে ।  
 নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,  
 বেতালে ধরিছে তাল ।  
 কেহ নাচিছে গাঠিছে তুলিছে হাত ।  
 বলিছে জয় জয় কামীনাপ ॥  
 প্রেয়স ব পেমবসে, গদ গদ তনু বশে,  
 খসিছে কটির বাঘাস্বর ।  
 শিরে সুরতরঙ্গিনী, কুল কুল উঠে ধনি.  
 সবনে গরজে বিষধব ॥  
 ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্তকাল ॥

## হরগৌরীর সাক্ষাৎ ।

উপনীত মল্লিকিনীতীরে ।  
 নিরখি সুন্দরীমুখ, মরমে পরম সুখ,  
 লোচন তিতিল প্রেম নীরে ।  
 নন্দ একি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি.  
 গঠিল যে সে কেমন বিধি ।

চঞ্চল মনোমোহন, জ্বলিসরোবর তাজি,  
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি ।

আহা আহা মার মরি, কিবা রূপ মাধুরী,  
হাসি হাসি সুধাক্রাশি করে ।

অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে,  
চৈতন্য নিগূঢ় ধরে ॥

কেরে কুজরগানিনী, তহু সোদামিনী,  
প্রথন বদন-রঙ্গিনী ।

দৌরবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,  
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥

কেরে নিম্মলবর্ণাভা, ভুজগ মাণ ভূষণ শোভা হবে,  
ভূষণে কিবা কাষ ।

পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জলে,  
নাহি বামে লাজ ॥

ভগ্নে দামপ্রসাদ কাষ, নিরখি সুন্দরীছাষ,  
মোহিত দেবমহেশ ।

ভুলে কান রিপু, জরজর বপু,  
সে রূপের এক কব বিশেষ ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা ।

শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা ॥

উভয়তঃ অসম্মান সংকত সম্বাদ ।

উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাক্লাদ ॥

আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব ।  
 কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব ।  
 রমণীর শিরোমণি পরম রতন ।  
 রতনভূষণে কার নাহি বা বর্তন ॥  
 নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী ।  
 চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামির ঋামিনী ॥  
 নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা ।  
 নিখিলব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্তা তব কেটা ॥  
 আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভূষণ ভূষণ ।  
 তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥  
 পুরুষ বিহীনে হয় বিপবা প্রকৃতি ।  
 প্রকৃতি বিহানে আমার বিপবা আকৃতি ॥  
 অমুচ্চার্য্যানাদিরূপা শুণা তীত শুণ ।  
 নিঃশব্দে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ ॥  
 নিজে আয়ত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব ।  
 তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে স্রৈশের ঈশতত্ত্ব ॥  
 তুমি মন বুদ্ধি আয়ত্ত্ব পঞ্চভূত কায় ।  
 ঘটে ঘটে আছে যেমন মলে সূর্য্যছায়া ॥  
 বেদে বলে তব্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফিরে ।  
 সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে ॥  
 দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান ।  
 শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান ॥  
 মথ্য কোয়ে স্বহানে প্রস্থান শূলপাণি ।  
 জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী ॥

বাল্যলীলা এই মার জনকভবনে ।

গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাত্মকাননে ॥

### গোষ্ঠলীলারম্ভঃ ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে ।

শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে ॥

শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন ।

শঙ্করী সমান স্থান একাত্মকানন ॥

### মাঠের গোষ্ঠে গমন ।

#### ভজন ।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে ।

যাব হে একাত্মবনে ॥

কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ ।

একাত্মকাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥

চরাহিতে ধেনু বেণু দান দিল ভব ।

অথরে সংযোগ করি উল্লমুখে রব ॥

সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু ।

পাতাল হইতে উঠে শুনে মার রেণু ॥

#### ধূয়া ।

জগদস্থারে যব পূরে বেণু, যব পূরে বেণু,

ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু ।

রেণু চাকে ভান্ন, ভাবে ভোর তনু ॥

গতি মত্ত নাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ ।

কি শ্রেন তরঙ্গ,      মো মাকি রঙ্গ,

নেহারে পত্তঙ্গ ॥

হত কোকিল মান,      সুমাধুরী তান,

স্বরে হরে জ্ঞান ।

যোগী তাছে ধ্যান,      বুঝে মধুপ্রাণ ॥

স্বপ্নে মন্দ ভাষে,      স্বপ্নে মন্দ হাসে,

চপলা প্রকাশে ।

রামপ্রসাদ দাসে,      প্রেমানন্দে ভাষে ॥

গিরিশচরিত্রী গৌরী গোপবদূবেশ ।

কথিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েন ॥

বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ ।

ত্রিভুবন দাপ্তি করে অঙ্গের কিরণ ॥

স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনন্দা কুলে ।

অমৃত পূর্ণেন নিত্য করপদা কুলে ॥

ন্যাভপদভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে ।

লোনাবলী ছগে চলে করিকুন্ত ভ্রমে ॥

ঈশ্বর মোহন ইবু নরন তরল ।

বিধি কি কঙ্কল ছলে মাখিল গল্পল ॥

নিখিলত্রয়াগুতাগোদরার কি কাণ্ড ।

করে কবে লরে ছাঁদ ডোর হৃদভাণ্ড ॥

ভালেতে তিলক শোভে সূচাক বয়ান ।

ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান

ভজন ।

এমন রূপ যে একবার ভাবে ।  
 ভাবিলে সাযুজ্য পাবে ॥  
 একান্তকাননে জগতজননী ফিরে ।  
 ঘন ঘন হই তই রব করে সঙ্গিনীরে ॥  
 নব নির্মল গজপতি গমন ধীরে ধীরে ।  
 নীলাম্বরাকল, পবনে ঢকল,  
 অঙ্কুল কুন্তল ব্যাণ্ডিল শিরে ॥  
 মহাচিত্র অরুণদ, কোপে বিধুবদ  
 গরাসে যেমন পূর্ণ শরীরে ॥  
 বিবুধ বধু, বোগার মধু,  
 তনু সুশীতল ধীর সমীরে ।  
 ঘন ঝরে শনজল, গলিত কজ্জল,  
 যেমন কালসাপিনী ধায় নাভি বিবরে ॥

ধূয়া ।

মা ডাকিছে রে, আর স্মৃতি  
 নব নব ভূগ, তটিনী জল, সতিল দূরে ধায়ত ।  
 কাছে মার রে স্মৃতি ॥  
 উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে ।  
 সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে ॥  
 উর্দ্ধগুণে বিধুযুখী নিরখিয়া থাকে ।  
 ছনয়নে প্রেমধারা হাস্য রবে ডাকে ॥

লোমাক্ষ সকল তনু হৃদ্ধ তবে বাঁটে ।  
 সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে ॥  
 সুরভির নব বৎস শোভা উরুপরে ।  
 মন্দাকিনীধারা যেন স্নানকশিথরে ॥  
 ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে ।  
 সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে ॥  
 কোতুকে আকাশপথে হরিহরধাতা ।  
 গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা ॥  
 ভুবনমোহন মার গোচারণলীলা ।  
 মহামুনি বেদবাস পুরাণে বর্ণিলা ॥  
 একবার ভুলারেছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু ।  
 এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু ॥  
 আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধরা ।  
 এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥

আগো ! তোমার গুণ কে জানে ।

মৎস্যকুর্নবরাহাদি দশ অবতার ।  
 নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার ॥  
 প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি স্বস্বস্থলা ।  
 কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥  
 তারা তুমি জ্যোষ্ঠা মূলা অচরমে সতী ।  
 তব তত্ত্বমূলে নাই ক্রটিপথে ক্রটি ॥  
 বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব ।  
 শক্তিয়ুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব ॥

অনন্তরূপিণী চারি বেলে নাহি সীমা ।  
 স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ঙ্ক মহিমা ॥  
 উদ্ভিয়াগামদিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী ।  
 আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী ॥  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল ।  
 সেইকালে গ্রাস করে বদন করাল ॥  
 এই হেতু কালীসাম ধর নারায়ণি ।  
 তথাচ তোমায়ে বসে কালের কামিনী ॥  
 ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যান করে সব জীব ।  
 কালীমূর্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব ॥  
 পঞ্চাশৎ বর্গ বটে বেদাগম সার ।  
 কিস্ত যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার ॥  
 আকার তোমার নাই অক্ষর আকার ।  
 গুণ ভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার ॥  
 বেদবাক্য নিরাকার ভঞ্জে কৈবল্য ।  
 সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥  
 প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায় ।  
 যেমন রুচি তেমনি কর নির্বাণ কে চায় ॥

পশুবংশ কাস্তি কাস্তি নেত্রে একবার ।  
 নিরখ পতিতজনে ক্ষতি কি তোমার ॥  
 তুণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর ।  
 সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর ॥



দুর্গানাম দুর্ভেদ লবার প্রাক্কালে ।  
 জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে ॥  
 কি জানি করুণাময়ী কারে তৈলে বাম ।  
 সম্পদ রক্ষাব হেতু ভূপে দুর্গানাম ।  
 দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে সেই ।  
 সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব পূজ্য সেই ॥  
 ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয় ।  
 তথাচ মতিমা গুণ সীমা নাহি হয় ॥  
 মহাব্যাধি ঘোর দুর্গে দুর্গা যদি বলে ।  
 কষ্ট নষ্ট তিরায় অচিহ্ন ফল ফলে ॥  
 হুঃস্থগে গ্রহণে দুর্গা স্বরণে পলায় ।  
 পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায় ॥  
 ত্রিহুর্গা দুর্ভেদ নাম নিস্তারের তরি ।  
 কেবল করুণাময়ী ত্রীনাথ কাণ্ডারি ॥  
 তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে ।  
 ইচ্ছা স্থখে বিষপান তাপ এখে ভজে ॥  
 বদনকমল বাক্য সুধারস ভর ।  
 সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর ॥  
 তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু ।  
 সুধারস মাধুরী কি পরহরবধু ॥  
 ত্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী ।  
 কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি ॥  
 আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান স্থখে ।  
 তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥

চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া ।  
অকাল মরণ হরা অচল তনয়া ॥  
প্রসাদে প্রসন্ন ভব ভবনিতথিনী ।  
চিহ্নাকাশে প্রকাশ নবান কাদম্বিনী ॥

---

### ভৃগবতীর রাসলীলা ।

- জগদম্বা কুজবনে মোহিনা গোপিনী  
কলমল তরুণি হির সৌদামিনী ॥ -
- শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুগ্ধচাদে ।  
সশঙ্ক শলাক কেশরাচলমে কাদে ॥
- সিন্দূর অরুণ আভা বিধম মানসে ।  
উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি ॥
- বিনতানন্দনচক্ষু স্নানাসিকা ভান ।  
ভুজ ভুজদম স্রাবিত বনরে পয়ান ॥
- শুক্লপ লাবণ্য জলনিধি প্তির জলে ।  
নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে ॥
- কনক মুকুরে এক মাণিক্য রাগ প্রভা ।  
তার মাকে নৃত্যাবলী গুহ দত্ত শোভা ॥
- অগণ্ডে গুণ্ডল প্রতিবিম্ব আবদন ।  
চাকচক্য রূপে চাড়ি এগেছে মদন ॥
- নাসাগ্রে তিলক চাক্ষু ধরে অচলভা ।  
মূন নিকেতনে কি উড়িছে নান ধ্বজা ॥
- করিকর শূঙ্গপ শৃগাল হেললতা ।  
কোন্ হৃদয় কদম্বীয় বাহুর তুল্যতা ॥

ভুজদণ্ড উপমাব একমাত্র স্থান ।  
 সুর তরুর শাখা এই সে প্রমাণ ॥  
 হরি গঙ্গা প্রবাহ বমুনা লোম শ্রেণী ।  
 নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অমুমানি ॥  
 মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল ।  
 মান করো মন রে অনন্ত জন্ম ফল ॥  
 উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে ।  
 সূচাকুন্ডিবলী বিদ্রাজিত তার ভটে ॥  
 কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান ।  
 মণিকর্ণিকার ঘাটে সূচাকু সোপান ॥  
 রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড ।  
 ঋপসিদ্ধু মন্দির মধ্যদেশ দণ্ড ॥  
 কাঞ্চিদাম রজ্জু তার বুঝহ প্রবীণ ।  
 ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥  
 মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার ।  
 সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার ॥  
 ভব স্থানে মনোভব পরাভব হোয়ে ।  
 তুণবান দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লোয়ে ॥  
 জঘা তুণ গদাগুলি নথ ফলি শরে ।  
 রতিকাস্ত নিতাস্ত জিতিবে বুঝি হরে ॥

ପଦାବଳୀ ।



# পদাবলী

প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

আমায় দেও মা তবিলদারী।

আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করি ॥

পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, হুঁহা আমি সহিতে নাহি।

ভাণ্ডার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥

শিব আগুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥

অন্ধ অঙ্গ লায়গির, তবু শিবের নাইনে ভারি।

আমি বিনা নাইনের চাকব, কেবল চরণপুলার অধিকারী ॥

• যদি হোসার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥

প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।

ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ মারি ॥১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

মা আমার ঘুরাবে কত।

কলুর চোকচাকা বলদের মত ॥

ভবের গাছে বেঁধে দিবে মা(১) পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমার ছটা কলুর অহুগত ॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ :—বাঁধিয়ে ভবেরই গাছে মা।

## পদাবলী ।

না শব্দ মমতাবৃত্ত, কাঁদলে কোলে করে স্নত ।  
 দেখি ব্রজাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ।  
 দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পানী কত ।  
 একবার গুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোঁর অভয় পদ ॥১॥  
 কুপত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো ।  
 রামপ্রসাদের এই আশা মা, অস্তে থাকি পদানত ॥২॥

—০—

## প্রসাদী স্মরণ—তান একতালী ।

মন তুমি কৃষিকায় জাননা । (২)  
 এমন মানবজমিন রৈলো পতিত, আবাদ করলে কোলতো সোনা ॥  
 কালী নামে দেওরে বেড়া, দসলে তছরূপ হবে না ।  
 দে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া, তায়  
 কাহ্নেতে বস ধোঁসে না ॥  
 অদ্য অদৃশ্যতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জাননা । আছে একভারে  
 মন (মন রে আমার) এইবেলা তুই, (৩) চুটিয়ে দসল, কেটে নেনা ॥  
 গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, (৪) ভক্তিবারি তায় সেঁচনা ।  
 ওরে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে  
 সঙ্গ্রে নেনা (৫) ॥৩॥

(১) অপরিবিধ পাঠ ;—হেরি ত্রীপদ মনের মত ।

(২)       ”       ”       মন ভোমায় কৃষি কাষ এসেনা ।

(৩)       ”       ”       এখন আপন ভেবে দতন করে ।

(৪)       ”       ”       গুরু রোপণ করেছেন বীজ ।

(৫)       ”       ”       ডেকে নেনা ।

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা ॥

মা সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা ;

যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা যথা ॥

তুমি না করিলে নকুপা, বাব কি বিমাতা যথা । যদি বিমাতা

আমায় নকরেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥

প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা ।

শ্রীমা যোজন তোমার নাম করে, তার হাড়ের মালা তুলি কাঁথা ॥৪

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

ডুব দে মন কালী বলে ।

অদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, চচার ডুবে ধন না পেলে ।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কলকুণ্ডলিনীর কুলে ॥

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে ।

তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবশক্তি মতন চাইলে ॥

কামাদি ছয় কুস্তির আছে, আহার লোভে সদাই চলে ।

তুমি বিবেক হৃদি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে ।

রামপ্রসাদ বলে ঝাপ্স দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥৫॥



## রাগিণী জংলা—তাল একতাল ।

আর কায় কি আমার কাশী ।

ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥

হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দসাগরে ভাসি ।

কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা বাপা ।

ওরে অনল দাহন ঘণা, করে তুলারাশি ॥

গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ ।

ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ।

কাশীতে মোলেই দুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি ।

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥

নির্দোষে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল ।

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে ।

ওরে চতুর্ভুজ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মন কেনরে ভাবিস এত ।

যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥

ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত ।

ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥

ফণী হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত ।

ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সূত ॥

একি ভাস্ত নিভাস্ত তুই, হলিরে পাগলের মত ।  
 ও মন মা আছেন বার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত  
 মিছে কেন ভাব হুংখে, হুর্গা বল অবিরত ।  
 যেমন জাগরণে ভয়ঃ নাস্তি, হবে রে তোর তেন্নি মত ॥  
 বিজ্ঞ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত ।  
 ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিবে রবিশ্রুত ॥৭॥

### প্রসাদী স্বর—তাল একতালী ।

ম'লেম ভূতের বেগার পেটে ।  
 আমার কিছু সম্বল নাইকো পেটে ॥  
 নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার পেটে ।  
 আমি দিন মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে  
 পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দেশজিয় মহা লেটে । তারা কাবো  
 কথা কেউ শুনেন না, দিন তো আমার গেল ঘেটে ॥  
 যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলেন ধরে এঁটে ।  
 আমি তেন্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥  
 প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেনা কেটে । প্রাণ যাবাব  
 বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরক্ষ যায় গো কেটে ॥৮॥

### প্রসাদী স্বর—তাল একতালী ।

এবার আমি বুঝবো হরে ।  
 মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে ॥

ভোলানাতের ভুল ধরেছি, বল্বো এবার যাও তারে ।  
 সে যে পিতা হয়ে নায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে ?  
 পিতা পুত্র এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্বো তারে । ভোলা  
 মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥  
 মায়ের দন সম্মানে পায়, সে দন নিলে কোন বিচারে ।  
 ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আম'রে ॥  
 শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে । রাম  
 পদাদি বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে ॥২॥

### রাগিনী জংলা—তাল একতালী ।

ভাবনা কালী ভাবনা কিবা ।

ওরে মোহ ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিব। ॥  
 অরুণ উদয় কান, গুচিল তিমির জাল ।  
 ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥  
 বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, যড় দশনের সেই অঙ্গুলী ।  
 ওরে না চিনিল জ্যোষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥  
 যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ ।  
 ওরে যার নেটো তারি নাট, তব্ধে তব্ধ কে পাইবা ॥  
 যে রসিক ভক্ত শ্রু, সেই প্রবেশে সেই পুর । রামপ্রসাদ  
 বলে ভাঙলো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥৩॥

## পদাবলী ।

### এসাদী সুর—তাল একতালী ।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥

নমস্তং কল্মেভ্যো বীলে, চলে বাব যথা তথা ।

আমি মাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দ্বব করিব মনের বাথা ॥

তুমি গো পাষাণের সূতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা

রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে, গুরুতর রাখ গাঁপা ॥১১॥

### এসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমি কায হারানান কালের বশে ॥

গেল দিন মিছে রঙ্গ রমে ।

বদন দন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে ।

তখন ভাই বন্ধ দারা সূত, সবাই ছিল আমার বশে ॥

এখন দন উপার্জন, না হইল আমার শেষে ।

সেই ভাই বন্ধ দারা সূত, নির্ধন বলে সবাই রোযে ॥

নদুত আসি, শিয়রেতে বসি, ধরবে যখন অগ্নিকেশে ।

তখন সাজিয়ে মাটা, কলসী কাটা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে ॥

হরি করি বলি গুণানেতে ফেলি, যে যার বাবে আপন বাসে ।

রামপ্রসাদ নক্সা, কান্না গেল, অগ্ন বাবে অনায়াসে ॥১২॥

## রাগিণী পিলু বাহার—তাল বর্ধ ।

ভবের আশা খেলবো পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল ।  
 মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ী পড়লো ॥  
 পবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল ।  
 শেষে কচি বার পেয়ে মাগো পজা ছকায় বন্ধ হলো ॥  
 চুই আট, ছটার দশ কেহ নয় না আমার বশ ।  
 আমার খেলাতে না হলো বশ, এবার বাজী ভোর হ'ল ॥৩৭

## রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা ।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো ।  
 যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥  
 না নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো ।  
 ওমা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥  
 না খেলবে বলে, কঁকি দিয়ে নাবালে ভুলো ।  
 এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥  
 রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো ।  
 এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥৩৮

## প্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

মন করোনা সুরের আশা ।  
 যদি অভয় পুদে লবে বাসা ॥  
 হোরে ধর্ম তনয় তাজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ।  
 হোয়ে দেবের দেব সন্নিবেচক তেইতো শিবের দৈত্য দশা ॥

সে যে হুঃখী দাঁসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা ॥  
 হরিষে বিষাদ আছে মন, কবোনা একধার গোসা ।  
 ওরে সুখেই দুঃখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাবা ॥  
 মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কবে লুকাইবে আশা ।  
 লবে কড়ার কড়া তস্যা কড়া এড়াবে না রতিমাসা ॥  
 প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ণে কেন হওরে চাসা ।  
 ওরে মনের মতন কব যতন, যতন পাবে অতি খাসা ॥১৬॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

অভয় পদ সব লুটালে ।

কিছু রাপ্‌গিনে মা তনয় বলে ॥

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মা মায়ের স্তলে ।  
 তুমি পিতা মাতা যেহি দাতা, তেহি দাতা কি আমার হ'লে ॥  
 ভাড়ার জিন্মা যাবু কাছে মা, সে জন্ম তোমার পদতলে ।  
 ত্রৈ লো ভাং খেয়ে শিব সদাই মন্ত, কেবল তুষ্ট বিশ্বদলে ॥  
 কন্য জন্ম জন্মাতরে মা, কতই হুঃখ দিয়েছিলে ।  
 প্রাম প্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্বনাশী বলে ॥১৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

এবার বাজি তোর হলো ।

ও মন কি খেলা খেলাবে বল ॥

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চ আমার দাগা দিল ।

এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে মলো ॥

ছটা অশ্ব ছটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো ।  
 তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো ॥  
 হুথান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল ।  
 ওরে এমন সুবাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো ॥  
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল ।  
 ওরে অতঃপরে কোনার পাশে পীনের কিঙ্গি মাত হ'ল ॥১৫॥

### প্রনাদী সুর—তাল একতালী ।

এবার কালী তোমায় খাব ।

( খাব খাব গো দীন দয়াময়ী )

তারা গণ্ডবোগে জন্ম আমার ॥

গণ্ডবোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে ।  
 এবার তুমি খাও কি আমি খাই না, ছটোর একটা করে যাব  
 ডাকিনী যোগিনী ছটা, তরকারি বানায়ে খাব ।  
 তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অদলে সস্তার চড়াব ॥  
 হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব ।  
 যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥  
 খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব ।  
 এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥  
 যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব ।  
 আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥  
 কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব ।  
 তাতে মস্তের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥১৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

মা গো তারা ও শঙ্করী ।

কান অবিচারে আমার উপর, করে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥

এক আসামী ছয়টা পাদা, বল মা কিসে সামাই করি ।

মামার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি ॥

পাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি ।

ই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাস্তি, তারে দিলি জমিদারী ॥

জুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা গুর টান শক্তি ।

মামায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥

জুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তার আশয় তারি ।

করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেক্রপে মা আমি হারি ॥

পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।

ছল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিগাছেন ত্রিপুরারি ॥১৯॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

নিতাই তোয় বুঝাবে কেটা ।

বুঝে বুঝি না রে মনরে ঠেটা ॥

কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা ।

বখন আসবে শমন, বাধবে কসে মন, কোথা রবে গুড়া জেঠা ॥

মরণ সময় দিবে সোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চাটা ।

ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে জাব্দা আঁটা ॥

বত ধন জন সব অস্কারণ, সঙ্গিতে না যাবে কেটা ।

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা ॥২০॥



## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

আমি এত দোষা কিসে ।

ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন বাণরা ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে ।

মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকুবোনা আর এমন দেশে ।

তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥

মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে ।

কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখা মায়াপাশে ॥

কালীর পদে মনের পোনে, দীন মানপ্রসাদে ভাসে । আমার

সেই যে কালী, মনের কালী, হলেম কালী তার বিষয় বশে ॥২১॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মন রে আমার এই মিনতি ।

তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥

অবু তবু গিরিসুতা, পড়লে শুন্লে দ্বি ভাতি ।

ওরে জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার স্তুতি ॥

কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ শ্রীতি ।

ওরে পড় বাবা আশ্বারাম, আশ্বজনার কর গতি ॥

উড়ে উড়ে; বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি ।

ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলে স্থিতি ॥

প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুগ্মতি । ওরে

বসে নুলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥২২॥

## প্রসাদী হর—তাল একতাল ।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ।

ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাধ দিয়া ভক্তি দড়া ॥

মন থাকতে মা দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া ।

না কষ্টে ছিলিতে, তনুয়া প্রাপ্তে, ঝাঁপেন আসি ঘরের বেড়া ॥

মাঝে বত তালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে ।

মোলে দণ্ডচার কানাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া ।

ভাই বন্ধু দারাহত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া ।

মোলে সঙ্গে দিবে যেটে কলমী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া ॥

অঙ্গেতে বত আভরণ, সকলই করিবে হরণ ।

দোহর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া ॥

যেই ধানে এক মনে, সেই পাবে কাগীকাতারা ॥

বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাধছে বেড়া ॥২৩॥\*

\* এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, কাগীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গীত শ্রবণে নিতান্ত ইচ্ছা হইলে, তিনি কুমার-হট্টস্থ তদীয় বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন । রামপ্রসাদ তৎকালে গীত গাহিতে গাহিতে একটি ঘরের বেড়া বাধিতে ছিলেন, তদীয় কন্যা পরমেশ্বরী তাঁহার বেড়া বাধিবার সাহায্যরূপ দড়ি গলাইয়া দিতেছিল । তাঁহার কন্যা কোন কাৰ্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলে, স্বয়ং ভগবতী তদীয় কন্যারূপপরিগ্রহ পূর্বক পূর্বরূপ দড়ি প্রদানের কাৰ্য্য করিয়াছিলেন ।

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মা আমার অন্তরে আছ ।

তোমার কে বলে অন্তরে আমি ॥

তুমি পাষণ মেয়ে, বিষম মায়ী, কত কাচ কাচাও মা কাচ ।

উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ । যে জন

পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাচ ॥

বুকে তার দেয় যে জন, তার তার নিতে হাঁচ ।

যেজন কঙ্কণের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ ।

তুমি সেই সাঁচে নিম্নিতা হোয়ে, ননোময়ী হয়ে নাচ ॥২৪৪

## রাগিণী গারাইভেরবী—তাল আড়া ।

হৃদকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী ।

মনপবনে ছলাইছে দিবসরজনী ॥

ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুবুয়া মনোরমা,

তার মধ্যে গাঁথা শ্রামা, ব্রহ্মসনাতনী ॥

আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গার,

কাম আদি মোহ বার, হেরিলে অমনি ।

দে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল,

রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ॥২৫৥

## প্রসাদী হর—তাল একতাল ।

এবার আমি সার ভেবেছি ।

এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥

যে দেশে রজনী নাই না, সে দেশের এক লোক পেয়েছি ।

অম্মার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বক্ষ্যা করেছি ॥

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি ।

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥

সোহাগা-গন্ধক মিশ্রায়ে, পোণাতে রং ধরায়েছি ॥

মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ।

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি ।

এবার প্রাণার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥২৬॥

## রাগিণী মূলতান—তাল একতাল ।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অধরে ।

নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥

না শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধারাধরে ।

তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥

নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্র বারি ঝরে ।

তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় যুচিল সহরে ॥

ঐহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে ।

রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥২৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেণে বাঁধ এঁটে ।

কালীনাম তীক্ষ্ণ থড়ো কন্দ্রপাশ ফেল কেটে ॥

নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে ।

ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর পেটে ॥

সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল কেটে ।

নব-কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পবনায়ু যায় যেটে ॥

নানা তীর্থ পর্য্যটনে জননাত্র পদ হেঁটে ।

পাবে ঘণ্টে-নম্বে চারি ফল বুঝনা রে ছুঃখ চেটে ॥

রামপ্রসাদ কর কিসে কি ভয়, মিছে মোনোম শাস্ত দেঁটে ।

এখন ব্রহ্মময়ীর নান কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র বাক দেটে ॥২৮॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

কে জানে কালী কেমন ।

বড়দর্শনে না পায় দর্শন ॥

কালী পদবনে হংস সনে, তঃসীরূপে করে রমণ ।

তাকে মূলধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন ॥

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন ।

ভারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন ।

নহাকাল জেনেছেন কালীর মন্ত্ৰ, (১) অন্য কেবা জানে তমন ।

(১) অপরবিধ পাঠ ;—সে যে কালীর মন্ত্ৰ কালে জানে,  
দ্বিতীয় কে আছে এমন ।

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সম্ভরণে সিদ্ধ গমন ।  
আমাব প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্মের শশী হয়ে বামন ॥২৯॥

## রাগিনী গারাতৈরকী—তাল ঠুংরী ।

অপার সংসার নাহি পারাপার ।

ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের ন-পদ, বিপদে তারিণি, কর গো নিস্তার ।  
যে দেগি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে বাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি ।  
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিগে চরণ তরা, রাখ এইবার ॥  
বহিছে তুফান নাহিক বিদান, থর থর অঙ্গ কাঁচে আবিদান ।  
পুরাণ মনসাম, জপি তারানাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥  
কাল গেল কালী হলনা সাধন, প্রসাদ বণে গেল বিফলে জীবন ।  
এ ভব-বন্ধন, কর বিনোচন, না বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥৩০॥

## প্রসাদা সুর—তাল একতালী ।

আল বাণিজ্যে কি বাসনা ।

ওনে আমার মন বলনা ॥

ওরে শশী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা ।

ব্যজনে পবন বাস, চান্দনেতে সুপ্রকাশ ।

মনরে ওরেশ আরহা ব্রহ্মময়ী, নাক্ষত্রী জন্মাও চেতনা ॥

কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,

মনরে ওবে সে জলে মিশারে জল, ঐশ্বর্যের একপ ভাবনা ॥

যরে আছে মহারত্ন, ভ্রাস্ত্রকমে কাচে বহ্ন,

মনরে ওরে আশা দত্ত, কর তব, কলের কপাট খোলনা ॥

অপূৰ্ণ অগ্নিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,  
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥  
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,  
মনরে ওরে সিন্দূর বিধবার ডালে, মরি কিবা বিবেচনা ৩৩১

### রাগিণী মূলতান—তাল একতালী ।

মন কালী কালী বল ।  
বিপদনাশিনী কালীকাম্য জননী, ওরে ও মন কেন বল ॥  
স্বপ্নকিরোরোনা ভয়, দেখে অগাধ সলিল ।  
ওরে অনারাসে ভবনদীর কালী কুল্যাইবেন কুল ॥  
বা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন ফালী বল,  
এবার কালের চক্ষে দিয়ে বলো, ভব পারাবারে ঢল ॥  
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল ।  
ওরে কালীনান অন্তরে জপ, বেলা অবসান হ'ল ৩৩২

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমি কি হুণেরে ভরাই ।  
তবে দেও হুণ মা আর কত তাই ॥  
আগে পাছে হুণ চলে মা যদি কোনখানেতে ঘাই ।  
প্রথম হুণের বোঝা মাথায় নিয়ে হুণ দিয়ে মা বাজার মিলাই ।  
বিশ্বের কুন্নি বিষে থাকি মা, বিশ্ব খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।  
আমি এমন বিশ্বের কুন্নি মাগো, বিশ্বের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥  
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই ।  
দেখ হুণ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি হুণের বড়াই ৩৩৩

## রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেমুটা ।

আমার কপাল গো তারা ।

ভাল নয় না ভাল নয় না, ভাল নয় না কোনকালে ॥

শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে ।

আমি অতি অল্পমাত্র, ভাসালে সাগরের জলে ॥

মোতের মেহালার মত, নাগো ফিরিতেছি ভেসে ।

সবে বলে পর পর, কেও নাবেনা অগাধ জলে ॥

বনের গর্গ বেলের পাতা, মাগো আর দিব আশা নাগা ।

রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব নাগের চরণতলে ॥

ঈরামপ্রসাদের বানী, শোন গো না নাগাবনী,

ওহু অষ্টকালে আমায় টেনে ফেল পঙ্কজবনী ॥৩৪৭

## রাগিণী মোহিনী বাহার—তাল আড়খেমুটা ।

ওমা হর গো তারা, বনের দ্বন্দ্ব ।

আব তো ছুপ গিহেনা ॥

যে ছুপ গড় মাতনে মাগো, জন্মিলে থাকেনা বনে ।

মায়াবোহে পাড় লমে, জন্মি বনে জনা ওমা ॥

ওহু মত্না যে যজ্ঞা, মাগো দে জন্মে নাই যে জানেনা ।

তুই কি জানবি সে যজ্ঞা, জন্মিলে না মনিলে না ।

রামপ্রসাদে এই ভণে, হৃদয় হবে নাগের মনে ।

ওহু যব নাগ চরণে, আর ত ভণে জন্মিবনা ॥৩৪৮



## রাগিণী জংলা—তাল একতাল।

রসনে কালী নাম রটরে ।

মৃত্যুরূপা নিতাস্ত ধরেছে জটরে ॥

কালী যার হৃদে আগে, তর্ক তার কোথা লাগে,

কেবল বাদ্যার্থমাত্র, ঘট পটুরে ॥

রসনারে কর বশ, শ্রুমানানামৃত রস,

তুনি গনে কর পান কর, সে পাত্র বটরে ॥

সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,

কমে অপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে ॥

শ্রুতি রাগ সঙ্গুত্তে, দিগ্ধ কল্প মনে, (১)

প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী ব. : কাল কাটরে ॥৩৩॥ (২)

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

মন রে আমার . . . ।

ও তুই জানিগ . . . ৩ জমা ॥

যখন ভবে জমা হ'ল, . . . ১ খরচ গোল,

ওবে জমা খরচ ঠিক ক'ল . . . ১ তন শূন্য নামা

বাদে হ'লে অঙ্ক বা . . . ২ বিল বাকী,

তবিল বাকী বড় ফ . . . ১ লেখার সীমা ।

দ্বিজ রামপ্রসাদ . . . ১ হার জমা ।

ওরে অস্তরেতে . . . ১ মাত্ৰীমা ৩৭ ॥

অপরবিধ পাঠ : . . . ।

## রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে ।  
 মনমাতালে মাতাল করে, যত মদমাতালে মাতাল বলে ॥  
 'ওরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রস্তুতি মসজিদ দিয়ে মা ।  
 আমার জ্ঞানও ভীতে চুরায় ভাঁটী, পান কবে মোর মনমাতালে ।  
 মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধান করি বলে তারা মা ।  
 রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্দর্শ মেনে ॥১৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

কায় কি রে মন যেয়ে কাশী ।  
 কালীর চরণে কৈবল্য রাশি ॥  
 সাক্ষি ত্রিশকোটি তীর্থ মাথের ও চরণবাণী ।  
 যদি সন্ধ্যা জ্ঞান, শাস্ত মান, কাব কি হয়ে কাশীবাসী ।  
 হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।  
 রামপ্রসাদ এঠে বসে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥১৭॥

—০—

## প্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

ভাল নাহি মোর কোন কালে ।  
 ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কৃপণে চলে ॥  
 হৃদে গো না দশভুজা, আমার ভবে তবু তইল বোঝা ।  
 আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবাবিহগঙ্গাজলে ॥  
 ভবসংসারে আমি, না করিলাম গরাকালী ।  
 মন শমনে ধরিবে আমি, ডাকব কালী কালী বলে ॥  
 বিজয়ামপ্রসাদ বলে, তুণ হয়ে ভাদি জলে ।  
 আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কুলে ॥১৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন কি কর তব্ব তাঁরে ।

ওরে উন্নত, আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ক'তীত, অভাবে কি ধর্তে পারে ॥

মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে ।

ওরে কোঠার ভিত্তব চোর কুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে ।

বড়দর্শনে দশন পেলেম না, আগুন নিগম তদ্ব্যঘোরে ॥

সে যে ভক্তি রসেব রসিক, সদানন্দে বিরাজ কবে পুরে ॥

সে ভাব শ্রেষ্ঠে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে ।

তলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুষকে ধরে ॥

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তব্ব করি ধারে ।

সটা চাতরে কি ভাঙ্বে ইতি বুঝবে মন ঠারেঠারে ॥৪১॥

## রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

মায়া রে পরম কৌতুক ।

মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে স্তম্ভ ॥

আমি এই আমার এই, এভাবে ভাবে মূর্থ সেই ।

মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক ॥

আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা ।

মনরে ওরে, কে করে কাগার সেবা, মিছা ভাব ছুখ স্তম্ভ ॥

দীপ জ্বলে আঁধার ঘরে, জ্বা বাদি পার করে ॥

মনরে ওরে, তখন নির্লাপ করে, না রাখে রে একটুক ॥

পোজ্ঞ অটালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ ।

রানপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ ॥৪২॥

## প্রমাদী সুর—তাল একতাল ।

এই সংসার ঘোঁকার টাটি ।

ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ।

ওরে ক্ষিতি জল বহি বায়ু, স্থন্যে পাঁচে পরিপাটি ।

প্রথমে প্রকৃতিস্থলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটি ।

যেমন শরীর জলে স্থখা ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥

গন্তে বধন যোগী তখন, ভূমে গড়ে খেলান মাটি ।

ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মাঝার বেড়ি কিসে কাটি ॥

রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি ।

আগে ইচ্ছাস্থে পান করে, বিষের জালায় ছটকটি ॥

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটি ।

তুমি যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি পাবাণের বেটি ॥৪৭

## প্রমাদী সুর—তাল একতাল ।

মন তুই কাপালী কিসে ।

ও তুই জানিনা এর সর্ব্বশেষে ॥

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে ।

ও ভোর ঘরে চিত্তামণি নিধি, দেগিসনা বে বসে বসে ॥

মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে ।

যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিধে ॥

গুরুত্তর রত্ন তোড়, বাধবে যতনে কসে ।

দীন রামপ্রসাদের এই নিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে ॥৪৮॥

## রাগিণী বসন্তবাহার—তাল একতালী ।

কালী কালী বল রসনা ।

কর পন্থ্যান, নাগাসূত পান, যদি হতে জাগ, থাকে বাসনা ॥  
 ভাই বন্ধু স্ত্রী দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোনজন ।  
 হ্রস্ব শমন বাধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥  
 জুগানাম সুখে বল একবার, সঙ্গের সহল জুগানাম আমার ।  
 অনিত্য সংসার, নাহি পারাপার, সকলি অসার, ভেবে দেখনা  
 গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল ।  
 প্রসাদ বলে ভুল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল বমবরণা ॥ ৪৮

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমি তাই আভিমান করি ।

আনায় করেছে গো না সংসারী ।

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি ।

ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥

জ্ঞানধন্য শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি ।

ওমা বিনা দানে মণ্বাপাবে, যান্নি সেই ব্রহ্মস্বরী ॥

নাটোয়ানী কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি ।

ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবেল ভাণ্ডারী ॥

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি ।

যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ৪৯ ॥

## রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া ।

ভাজ নন কুজন ভুজঙ্গ মঙ্গ ।

কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥

অনিত্য বিষয় ভাজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ ।

মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভুজ ॥

• যপ্নে রাজ্য লভ্য যেনন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন ।

বিষয় জানিবে তেমন হ'লে নিদ্রাভঙ্গ ॥

অন্ধরুদ্ধে অন্ধ চড়ে, উপয়েতে কূপে পড়ে ।

কঁশীকে কি কঁশে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥

• এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি কবে ।

তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥ •

প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোনাতে জগিল যেটা ।

অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥৪৭॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

এবার কালী কুলাইব ।

কালী কোমে কালী বুঝে লব ॥

এ নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখির ।

আমার মনোযন্ত্রে বাধ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥

• কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব ।

• আছে আর যে ছটা বড় ঠাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥

কালী ভেবে কালী ধোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব ।

আদি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ॥

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো ঐক্যশিব ।  
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী কালী বুলি না ছাড়িব ॥৪৮

### রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, হোর করে রসনে  
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥  
কাখ কি তীর্থ গঙ্গাকালী, যার হৃদে জাগে এলৌকেশী ।  
তার কাব কি ধন্যকন্য, ও তাঁর নম্র কেবা জানে ॥  
ভজনের ছিল আশা, হৃদয় মোক্ষ পূর্ণ আশা ।  
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে ॥৪৯

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ।  
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥  
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাঁপাকলি প্লাপলি ।  
আমি কালীর্ নামে মারব বাঁড়ি, ভাঙব যনের মাথার খুলি ॥  
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি ।  
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি, গলে দিলে কাঁধী বুলি ॥৫০

### রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালী ।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলেনা ।  
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলেনা ॥  
কিছু দিলেনা পেলেনা, দিবেনা পাবেনা, তায় বা কি ক্ষতি নোর ॥

হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,

এবার এ বাজী ভোর গো ॥

এমা দিতিস দিতাম, নিভাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর ।

এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,

কি জোরে করিব জোর গো ॥

আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর ।

গুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো

এমা বোর মহানিশি, মনোযোগে জাগে, কি কাব তোন কঠোর ।

আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, সুধা না পেল চকোর গো ॥

এমা আমি টানি কৈলে, মন টানে পিছে, দাকুণ করম ভোর ।

রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে ছটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫১॥

রাগিনী মোহিনী—তাল একতাল ।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমার একত্র রে ।

শিবের সর্বস্ব খন মায়েঁর চরণ, যদি আস্তে পারি হরে ॥

জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা ।

তবে মানবদেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥

গুরুবাণ্য দৃঢ় করে, যদি যাউতে পারি ঘরে ।

ভক্তিবান হরকে মেরে, শিবহ পদ লব কেড়ে ॥৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

কালীর নাম বড় মিঠা ।

সদা গান কর পান কর এটা ॥



ওরে ধিক্কে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ॥  
 নিরাকার সাকার ককার, সবাকার ভিটা ।  
 ওরে ভোগ যোগ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা ॥  
 কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা ।  
 সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালীটা ॥  
 জ্ঞানাদি অন্তরে জেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা ।  
 তুমি মন কর বিলদল, এঁর কর যত্ন যেটা ॥  
 প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা ।  
 আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, দেবভোরে দাগা চিটা ॥৫৩॥

### রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

ওরে মন চড়কি ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে ।  
 মহা যোগেন্দ্র কোতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥  
 যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে ।  
 মনরে ওরে কর পঞ্চ বিলদলে, পূজিছ তাঁহারে ॥  
 বরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক,  
 মনরে ওরে হৃদাবলী খামটা ঢালী বাজায় নানা সুরে ॥  
 কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলো পাঁজর পাটে গড়ে ।  
 মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধনারে তোমারে ॥  
 দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছেয় বাছ ।  
 মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥  
 প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার ।  
 মনরে ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো কেলে মারে ॥৫৪॥

## রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

তারি নামে সকলি বুচায় ।

কেবল চকেনাজ কুণ্ডলিকা, সেটাও নিত্য নয় ॥

যেমন স্বর্ণতারে স্বর্ণ সরে, স্বর্ণ পাদে উড়ায় ।

ওলা হতার নামেতে তেমনি ধাব, তেমনিতো দেখায় ॥

যেমন গৃহস্থলে ছুগা বলে, পেয়ে নাশ ভয় ।

এম্বা কুণ্ডলিতো অগ্নিবে আগ, মনন বুঝে হয় ॥

যাব পিতামাতা ভয় নাশে, তরুতলে রয় ।

এম্বা তার জনবের ভিত্তেয় নিকার, এ বড় সংশয় ॥

এম্বাদে ঘেরেছে তার প্রসাদ পাওয়া দায় ॥

ওরে ভাই বন্ধু পেকোনা রানগোবাদের আশায় ॥৬০॥

## প্রমাদী সুর—তাল একতালী ।

কেন গঙ্গাবাসী হব ।

খরৈ বসে নায়ের নাম গায়িব ॥

এপন রাজ্য ছেড়ে কেন পবের রাজ্যে বাস করিব ।

কাল রক্ততলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখতে পাব ॥

ঈরানপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব ।

আনি এমন নায়ের ছেনে নই রে, দিমাতাকে মা বলিব ॥৬১॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

কালী সব দুঢালে গেটা ।

আগম নিগম শিবের বচন, মানবিকি না মানবি সেটা ॥

শ্রশান পেলে ভালবাস, মা, ভুচ্ছ কর মণিকোটা ।

নাগো আপনি যেমন ঠাকুর ভেমন, গুলনা আর সিদ্ধি চোটা ॥

বেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা ।

তার কটাতে কোপীন মেলে না, গায়ছাদি আর মাথায় জটা ॥

ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমার লোহাপিটা ।

আনি তবু কানী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥

ঢাকলা, বুড়ে নান ভেঁজে, জীরানপ্রসাদ কানীর বেটা ।

এবে মারেগোসে এমন ব্যবহার, হাজার মন্ত্র বুঝবে কেটা ॥ ৩

## রাগিনী গৌরীগান্ধার—তাল একতালী ।

মা মা বলে আর ডাকবনা ।

ওনা দিয়েছ দিতেছ কতই যত্ননা ॥

হিলেখ গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা

রাখিস এলোকেশী, দ্বারে দ্বারে বাব, ভিক্ষা নাগি খাব,

মা বলে আর কোলে যাবনা ।

তাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কণ পেয়ে,

মা বিদ্যমান, এত্থ সন্তানে, মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচেনা

ভণে রানপ্রসাদ মায়ের কি এ সত্ত্ব, মা হয়ে হলি'না সন্তানের শত

দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,

দিবি দিবি পুন জঠোরযত্ননা ॥ ৪ ॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

সামান্ সামান্ ভুবলো তরী ।

আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরমুন্দরী ॥

এবকনান বিকিকিনি করে ভরা কৈলে ভারী ।

সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সজ্জাবেলা ধরলে পাড়ী ॥

একে তোর জীব তরী, কণ্ঠেতে হলো ভারি ।

যদিপার হবি মন ভকারণে, জীনাথে কর কাঙারী ।

তরঙ্গ দেগিবা ভারী, পলাইল ছয়টা দাড়ী ।

এখন গুরু এক সার কর মন, যিনি হন ভবকাঙারী ॥৩০৯

—০—

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন করোনা দেখাধেবি ।

যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

চারি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজতলাপি ।

কেন কাল, কল, শিখা, রান, সকল আমার এলোকেশে ॥

শিরূপে ধর শিখা, কুম্বরূপে বাজাও বানী ।

ওমা রাসরূপে ধর ধর, কালীরূপে করে অঙ্গি ।

দিগধরী দিগধর, পীতাম্বর টিরাবলাসী ।

• অশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোবুল নিবাসী ॥

যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিখ সঙ্গে এক বয়সী ।

বেমন অস্ত্র ধাতুকী সঙ্গে, জ্ঞানকী পরম রূপসী ॥

• প্রসাদ বলে এক নিরূপণের কথা দেতোর হাবি ।

আমার প্রহরনী সকল বটে, পদে গঙ্গা গয়াকোশি ॥৩১০

রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম ।

আমার এ তনুতরণী ভবনাগে ডুবাইলাম ॥

এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম ।

তাজিয়া অমূল্য নিধি এাপে পুণাইলাম ॥

বিষম তরঙ্গমাঝে চেয়ে না দেখিলাম ।

মনডোবে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥

প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কাম করিলাম ।

তুকানে ডুবল তরা আপনি মজিনাম ৬০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

অসকালে যাব কোথা ।

আমি ঘুরে এলা, যথা তথা ॥

দিবা হলো অবসান, তাই দেবে কাপিছে প্রাণ,

ভূমি নিরাশ্রয়ের আগ্রহ হরে স্থান দাও গো জগন্নাথী ৫

শুনেছি শ্রীনাথের কথা, রুট চতুর্ভুজ দাতা ।

রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, বাপ্বে রাখ এই কথা ৬১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

পতিতপাবনী তারা ।

ওমা কেবল তোনাব ম সারা ॥

তরাসে আকাশে বাস, বুকে কি না কাবের ধারা ।

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, শাড় ভেঙ্গে শাপ দিল ।

তবুবি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারী ॥

ঠেকেছিলে মূনির ঠাঁই, কার্যাকারণ তোমার নাই ।

উষায় সয় তয় রয়, সেইরূপ বর্ণপারা ॥

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠী একের বোঝা ।

লেগেছে দশের ভাব, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥

পাগল বেটার কণায় মজে, এতকাল মলম ভজে ।

দিয়াছি গোলামি খং, এখন কি আর আছে চারা ॥

আমি দিলাম নাকে খং, তুমি দেও মা ফারখং ।

কালায় কালায় দাওয়া বুটা, মাগী তোমার ব্যাটা বারা ॥

বসতি বোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে,

প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুণায় তারা ॥৬৩॥

রাগিণী মোহিনী—তাল একতালী ।

• দেখি মা কেমন করে, আনারে ছাড়িয়ে বাবা ।

ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিবে কেড়ে খাবা ॥

এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোছে খোছে নাহি পাবা ।

বংস পাশে গাভী যেমন, তৈমনি পাছে পাছে ধাবা ॥

প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁকি, মাগো দিতে পার পেলো হাবা ।

আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মা হওয়া কি নুণের কথা ।

( কেবল প্রসব করে হয়না মাতা ) •

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥

দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ।  
 এখন ক্ষুধার বেলা স্থানেনা, এল পুত্র গেল কোথা ॥  
 সন্তানে কুর্কর্ম করে, ব'লে সারে পিতামাতা ।  
 দেখে কালপ্রচণ্ড করে দণ্ড... তাতে তোমার হয়না ব্যর্থী ॥  
 দ্বিজরামশ্রীসাদে বলে, এ চরিত্র শিথলে কোথা ।  
 যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥৬৫॥

---

### রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

মা আমি পাপের আসামী ।  
 এই লোকমানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥  
 পতিতের মধ্যে লেপা, যার এই জমী ॥  
 তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী ॥  
 আমি মোলে এ মহলে, আর নাই আমি ।  
 এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি ॥  
 গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি ।  
 কেবল কথা রবে কোথা রব কোথা রবে তুমি ॥৬৬॥

---

### রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেম্‌টা ।

মা বসন পর ।  
 বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি ।  
 চন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥  
 কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী ।  
 ব্রহ্মাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী ।  
 কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥  
 কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা ।  
 শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজ্বা গো ॥  
 ডানহস্তে বরাহ, মাগো বামহস্তে অসি ।  
 কাটিয়া অশুরের মুণ্ড করেছে রাশি রাশি গো ॥  
 অসিতে কবিরপারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা ।  
 হেটু মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥  
 মাংসায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে ।  
 না ধরে ঝলকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥  
 আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে ।  
 বিজয়রাম পসাদ হয়েছে পাগল, চরণ শাবার আশে গো ॥৬৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

আমার সনদ দেখে যারে ।  
 জানি কালীর স্তুত, বনের দূত, বল্গে বা তোর বন রাজারে ॥  
 সনদ দিলেন গণপতি, পালতীর অলুপতি ।  
 আমার হাঞ্জির জামিন বড়ানন, সাফী আছে নন্দীবরে ॥  
 সনদ আমার উরস্ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে ।  
 তাতে স্ব অক্ষরে দণ্ডখণ্ড, করেছেন দীগম্বরে ॥৬৮॥



## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

আমি ফেমার খাসতালুকের প্রজা ।

সে যে ফেমঙ্গরী আমার রাজা ॥

চেননা আনারে শমন, তিনলে পরে হবে সোজা ।

আমি শ্রামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা ॥

ফেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে গুকা হাজা ।

দেখ বালী চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা ॥

প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ।

ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা ॥৬৯॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

তারা আমি নই আটাসে ছেলে ।

আমি ভর করিনে চেক রাজ্যালে ॥

সম্পদ আমার ও রাজ্যাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে ।

ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥

শিবের দলিল নৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে ।

এবার করব নাগিশ নাথের আগ্নে ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥

জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমাব দাঁড়াইলে ।

যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে ॥

নায়েপোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে ।

আমি ক্ষান্ত হব যখন আমার শাস্ত করে লবে কোলে ॥৭০॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

যারে শমন যারে ফিরি ।

ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥

পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি ।

আমার পুণ্যের দফা সন্তে শূন্য, পাপ নিয়ে বা নিলাম করি ॥

শমন দমন ত্রিনাথ চরণ, সপদাই হৃদে ধরি ।

আমার কিসের শঙ্কা মেবে'ডকা, চলে যাব কৈলাসপুরী ॥

রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্না চেয়ে ভয়ঙ্করী ।

আমার পিতা বটেন শূলপাণি, একা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥১১॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

দূর হয়ে যা যনের ভটা ।

ওরে আমি ব্রহ্মময়ী'ব বেটা ॥

বসুণে বা তোর যমরাজারে, আমার মতন নিছে কটা ।

আমি যমের বম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥

প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সানুগারে বলিস্ বেটা ।

কানীর নামের জোরে বেলে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥১২॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও নিছে ।

হুপি দে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিরাছে ॥

ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গোরব বেড়েছে ।

ওরে স্বপ্ন থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাখন করেছে ॥

হিসাব বাকি থাকে যদি, দিবনারে তোদের কাছে ।  
ওদেরাজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে  
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়াছে ।  
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মনয়ী মাকী আছে ॥৭৩॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি ।  
ও ভূই না চিনিযে কায়ের গোড়া, লাভে মূলে হাবাইলি ॥  
ওকদন্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি ।  
ও ভূই কুম্বন্ধেতে থেকে রত, নব্যে তরী ডুবাইলি ॥  
শ্রীবানপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি ।  
ও তোমার ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ।  
আমি আর কি মনের ভয় রেখেছি ॥  
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি ।  
আনি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥  
দেহের মধ্যে স্মৃজন যেজন, তাঁর বরেতে ধরু করেছি ।  
এবার শমন এলে, হৃদয় গুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥  
সারাসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি ।  
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, বাজা করে বসে আছি ॥৭৪॥

## ঐশাদী সুর—তাল একতালী ।

ইথে কি আর আপদ আছে ।

এই বেতারার জমী আমার দেহ ॥

যাতে দেবের দেব স্কন্ধবাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুন্ধেছে ॥

ঈশ্বর্য গোটা, ধূম্র বেড়া, এদেহের চৌদিক বেধেছে ।

এখন কাল চোরে কি কঠে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥

দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে ।

কালীনান অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপ ভগ সব কেটেছে ॥

প্রেমভক্তি সুরঙ্গি তায়, অহর্নিশি বর্ষাতছে ।

কালী কল্মষকবরে রে ভাই, চতুর্কর্গ ফল ধরেছে ॥৭৭॥

## • রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় বেই আচারে ।

মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ।

শরনে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর নাকে ধ্যান,

ওরে নগর কির মনে কয়, প্রদক্ষিণ শ্রামা মারে ॥

বত শ্বোন বর্ণ পটে, সকলি গায়ের ময় বটে,

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নান ধরে ॥

কৌতুকে রানপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব বটে,

ওরে আহা কর মনে কর, আছতি দেই শ্রামা মারে ॥৭৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মাগো আমার কপাল দূষী ।

দূষী বটে গো আনন্দময়ী ॥

আমি ঐহিক স্থখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারণসী ।

নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিত, নোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥

অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,

আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি ।

না করিলাম ধর্মকর্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি ।

আনি বাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥

জননী ভারতভূমে না, কি কর্ম করিলাম আসি ।

আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুলপাণ্ডারে ভাসি ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি ।

ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি ॥

পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসিখুসি ।

সাজাই যখন করে রোদন, প্রসাদ নয়ন জলে ভাসি ॥৭৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

বড়াই কর কিসে গো মা ।

জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥

আগনি ফেপা, পতি ফেপা, ফেপা সহবাসে ।

তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন্‌পুরুষে ॥

মাগীমিস্ত্রে ঝগড়া করে, ঠৈতে নার বাসে ।

মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে ॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে ।  
নাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ কৈলাসে ॥৭৯॥

### রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী ।

এমন দিন কি হবে স্তারা ।  
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥  
কদিপদা উঠবে কুটে, মনের আধার যাবে ছুটে,  
তখন পুরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥  
শোভিব সব ভেদাভেদ, ঘৃণে বাবে মনের খেদ,  
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাক্ষরা ॥  
ঐরামপ্রসাদে রটে, ন. বিরাজে সর্ব ঘটে,  
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥৮০॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আর ভুলালে ভুলবুনাগো ।  
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভরে হেলব ভুলবুনাগো ॥  
বিষয়ে আশঙ্ক হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বনাগো ।  
সুখহুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণে ভুলবুনাগো ॥  
খন লোভে মত্ত হবে, দ্বারে দ্বারে বুলবুনাগো ।  
আশা ত্রাসুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা বুলবুনাগো ॥  
নায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাঁছে বুলবুনাগো ।  
রামপ্রসাদ বলে ছুখ খেয়েছি, যোগে নিশে বুলবুনাগো ॥৮১॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আছি তেঁই তরুতলে বসে ।

মনের আনন্দে হরিষে ॥

আগে ভাঙবো গাছের প্লাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে ।

রাগ দেব লোভ আদি, রেখে দূরদেশে ।

রব রসাতালে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে ॥

ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইব নিবাসে ।

আমার বিকলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥

মন কর কি লওরে সুধা হুস্ননাতে মিশে ।

খাবে একই নিঃখাসে ঘন সুর্য্যসম শোষে ॥

রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠ শুদ্ধি তারারেশে ।

মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কোসে ॥৮২॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

ছি মন তুই বিষয় লেভা ।

কিছু জাননা, যাননা, শুননা কথা ॥

অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য বরে কর শোভা ।

বদি ছুই সতীনে পীরিত হয় তবে শ্রামা মারে পাবা ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থোবা ।

ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা ॥

কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা ।

ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র তারে দূরে হাঁকারে দেবা ॥

আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাঁকে দিবা ।

রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে নিশাইবা ॥৮৩॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মগরে শ্রামা মাকে ডাক ।

ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥

পরিহরি ধনমদ, ওজ পদ কোকনদ,  
কালেরে নৈরাশ কর, কৃথা শুন কথা রাখ ॥  
কাগীকুপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,  
অষ্ট বামের অর্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥  
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,  
নার ডকা তাজ শকা, দূর ছাই করে হাঁক ॥১৪॥

## রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

কালীনাগ জপ কর ।

কারে শকা নার ডকা, যাবে কালীর কাছে ।  
কালীভক্ত জীবমুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥  
শ্রীনাথ করণাসিদ্ধ, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,  
দেখালেন কালী পাদপদ্ম বল্লগাছে ।  
গৃহে মুক্তি মুর্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,  
শিবশিবা রাত্রিদিবা, রক্ষা হেতু পাছে ।  
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,  
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ॥  
আনন্দে প্রসাদ কয়, কার্ণ কিঙ্করের জয়,  
অগ্নিমাди আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক নাচে ॥১৫॥



### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে ।

কালী পাদপদ্ম সূখা ত্যজি কৃপে পড়ে আপন থাকে ॥

ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,

ওরে অরে কালী সর্বনাশী দিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥

কালীনাম নহৌষদী, ভক্তিভাবে পান বিধি,

ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে ॥

মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,

ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে ॥

প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি করতরু ছায়া ।

ওবে কাঁটা রক্তের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥৮৬॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

ছিছি মনভ্রমরা দিলি বাজী ।

কালী পাদপদ্ম সূখা ত্যজে বিষয় বিধে খলি রাজি ॥

দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি ।

সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি ॥

অহঙ্কারমদে নন্ত বেড়াও যেন কাকির তাঙ্গী ।

তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন ফুলে কালে পাগোষ বাজি ॥

বালায় জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ।

পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মদগাজি ॥

কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী ।

যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥৮৭॥

### রাগিনী পিনু বাহার—তাল যৎ ।

এ শরীরে কাঁচ কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে ।  
 ওরে এ রসনায় দিক্ দিক্ কালীনাম নাহি বলে ॥  
 কালীরূপ যে না হেবে, পাপ চক্ষু বলি তারে,  
 ওরে সেই সে চরণ মন না ডুবে চরণতলে ॥  
 সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কান,  
 ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥  
 সে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধি করে,  
 ওরে না পূরে লি চন্দন জবা রিষদলে ॥  
 সে চরণে কাশীকথা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,  
 ওরে কলীমুষ্টি মথ্য তথা উচ্ছাস্থে নাহি চলে ॥  
 ইন্দ্রিয় অশেষ যার দেবতা কি বশ তান,  
 মনপ্রসাদ বলে বাদুই গাওে আত্র কি কখন কণে ॥৮৮॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মনের ভালবাস তাঁরে ।  
 যেজন ভবসিন্ধু পারে তাঁরে ॥  
 এই কর পার্থ্য কিবা কার্য্য অসার পমাবে ॥  
 ধনে জনে আশা রূপা, বিদ্যুত সে পূর্ব্ব কথা,  
 তুমি ছিলে কোথা এনে কোথা যাবে কোথা কারে ।  
 সংসার কেশল কাট, কুহকে নাচায় নাচ,  
 মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥

অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অমুরাগ,  
 দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥  
 যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা.  
 মণিদ্বীপে ভার শিবা সদাশিবাগারে ।  
 প্রসাদ বলে দুর্গনাগ, সুধাময় মোক্ষধান,  
 জপ কর অধিরাম সুধাও রসনারে ॥৮৯॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

‘ তারা আর কি ক্ষতি হবে ।  
 হেদে গো জননি শিবে ॥  
 তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,  
 থাকে থাক যায় যায় এ প্রাণ যায় যাবে ।  
 যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে ॥  
 বাড়িয়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে ।  
 একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥  
 আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবান্নবে ।  
 আমি ডুব দিয়ে জল পাব তবু অভয় পদে ডুবে ॥  
 গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ।  
 আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে ॥  
 প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে ।  
 তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে ॥৯০॥

## রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

আমি অই খেদে খেদ করি ।

ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ধরে হয় চুরি ॥  
 'মনে করি তোমাব নাম করি, আবার সময়ে পায়রি ।  
 মামি বুঝেছি পেয়েছি আশয় জেনেছি তোমার চাতুরি ॥  
 কিছু দিগেনা পেলেনা, নিগেনা খেগেনা, সে দোষ কি আমারি ।  
 যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥  
 যশঃ অপনয়ঃ সুরম কুরঙ্গ মকল রস তোমারি ।  
 ওগো বসে থেকে রস ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥  
 'প্রসাদ বলে মন দিতাহ মনেরি আশ্রয়ি ।  
 ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া নিষ্টি বলে বুঝে মরি ॥১॥

## রাগিণী ঝিকিট—তাল একতালী ।

নিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা ।  
 নাগকাদম্বিনী রূপ মায়ের অগোকেশী দ্বিগুননা ।  
 মূল্যপারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা ।  
 সদা পদ্মবনে হংসাক্রমে আনন্দরসে মগনা ॥  
 আনন্দে আনন্দনয়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা ।  
 'জ্ঞানার্শি আলিঙ্গা কেন প্রকময়ী রূপ দেখনা ॥  
 প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা ।  
 নাকারে সামুদ্র্য হবে নিব্বাণে কি গুণ বলনা ॥২॥

## রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

সে কি এন্নি মেয়ের নেয়ে ।

বাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥

হৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ক'র কটাক্ষে হেরিয়ে ।

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ॥

যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে ।

দেবের দেব মহাদেব বাঁর চরণে গোটায়ে ॥

প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে ।

শুভ নিশুভকে বধে তুষ্কার ছাড়িয়ে ॥১৩॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী ।

ভবে যত্নণা পাই দিবানিশি ॥

কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাগমহিমা ।

তারা কতদিনে কাটবে আমার এ জ্বলন্ত কালের কামি ॥

প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গে কাশীবাসী । ঐদে

বিদ্যাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন ঋগানবাসী ॥১৪॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

তাই কালোকূপ ভাসবাসি ।

গ্রামা জগন্মগ্নোহিনী না এলোকেশী ॥

কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি ।

মিনি দেবের দেব মহাদেব কালোকূপ তার হৃদয়বাসী ॥

কাগ কাগ ব্রহ্মের জীবন ব্রহ্মাঙ্গনার মন উদাসী ।  
 হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥  
 যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী ।  
 ঐ যে তার মধ্যে কেঁপে না মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥  
 প্রসাদ ভণে অভেদ জানে কালো রূপে মেশামিশি ।  
 ধরৈ একে পাঁচ পুষ্টেই এক মন করোনা ছেদাচ্ছে ॥২৫॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

• • মন গরিবের কি দোষ আছে ।  
 তুমি বাজিকরের, মেয়ে গ্রামা যেমি নাচাও তেমি নাচে ॥  
 তুমি কন্ম ধর্ম্মাদন্ম, মন্মকথা বুঝা গেছে ।  
 ওমা তুমি ক্ষিত্তি তুমি জল কল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥  
 তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।  
 • ওমা তুমি ছঃপ তুমি স্বখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥  
 প্রসাদ বলে কন্মহত্র সে সূতার কাটনা কেটেছে ।  
 ওমা মায়া হুত্রে বেদে জাব ফেপা ফেপি খেল খেলিছে ॥২৬॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আর তোরে না ডাকব কালা ।  
 তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি ॥  
 দিয়াছিল একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হয়ে নিলি ।  
 ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, না হয়ে তার নাথা খেলি  
 দান রামপ্রসাদ বলে না এবার কাণী কি করিলি ।  
 ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি ॥২৭॥

### প্রমাদী সুর—তাল একতাল ।

এলোকেশী দিগ্‌দমনা ।

কালী পুরাও মোর মনবাসনা ॥

যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ না নাহি দেখি,  
আমায় হবে কি না হবে দয়া বলে দেমা ঠিকঠিকানা ॥  
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা ভোনার কাছে,  
এমা তুমি যিনে ত্রিভুবনে এ ব্যসনা কেউ জানেনা ॥১৮৭

### রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

মা বলে ডাকিসনা রে মন মাকে কোণা পাবে ভাই ।  
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥  
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুতল দাহন করে,  
ওরে অশোচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশোচে কাশী যাই ॥১৮৮

### প্রমাদী সুর—তাল একতাল ।

হয়েছি জোর করিয়াদী ।

এবার বুঝে বিচার কর গ্রামা ॥

ঐ যে মন করিছে জানিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী ॥  
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি ।  
বদি ভূমি আমি এক হইতো পুরে হতে দূর করে দি ॥  
বিমাতা মরেন শোকে ছটায় যদি আমল না দি ।  
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হইবে যাই আশানদী ॥

ভজরে ভজবিজ কব মা হাজির ফরিয়াদী দাদী ।  
 এই গোপার্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি ॥  
 নাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি ।  
 প্রমা তোমার পুতে সন্তান সন্তে জোর করে কার কাছে কাদি ॥  
 প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো মনেন মিথ্যাবাদী । ঠেকে  
 বারে বারে খুব চোঁতছি আর কি এবার কাদে পা দি ॥১০০৫

### রাগিণী জংলা—তাল একতালা ।

ও জননি অপরা ভগ্নহরা জননী !  
 অপারে ভবসংসারে এক তরণী ॥  
 ব্যস্তানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবশিব,  
 উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥  
 নারাতীত নিজে নায়া, উপাসনা হেতু কায়া  
 দীন দয়াময়ী বাতাদিক ফলদায়িনী ॥  
 আনন্দ কাননে ধ্যান, কল কি তারিণী নাম,  
 যদি জপে দেহ অন্তে শিব বলে মানি ।  
 কহিছে প্রসাদ দীন, বিবম সূত্রিয়া হীন,  
 নিজ গুণে তারয়, ত্রিলোকতারিণী ॥১০০৬

—?—

### প্রমাদী সুর—তাল একতালা ।

পতিতপাবনী পরা পরানৃত ফলদায়িনী ।  
 স্বয়ম্ভু শিরসি সদা স্তম্ভদায়িনী ।  
 সুনীলে চবর্ণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,  
 বপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥



কৃত পাপহীন পুণ্য,\* বিষয় ভজনাশ্রয়,  
তারাক্রমে তারয় সাং, নিখিল জননী ।  
আগ হেতু ভবান্বিত, চরণ তরণী তব,  
প্রসাদে প্রসন্ন ভব, ভবগেহিণী ॥১০২॥

### রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা ।

ও করে মনমোহিনী ।

ঐ মনোমোহিনী ॥

চল চল চল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিমরকত কাস্তি ছটা,  
একি চিত্র ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নসিনী বিজয়িনী ॥  
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী ।  
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি, হরৈব রূপসী একাকিনী ॥  
ললাট ফলকে, অলকা বলকে, নাগানলকে বেনরে মণি ।  
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেব ভূপ, সুধারস রূপ, বদনখানি ॥  
শাশানে বাস, অটহাস, কেশপাশ কানধিনী ।  
বান্ধা সমরে বরদা, অশ্রু দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি ।  
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি ।  
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মজয়ী রে, করুণাময়ী রে, বল জননী ॥১০৩॥

### রাগিণী বিভাস—তাল তিওট ।

এলো চিকুর ভার, এ বামা, মা'ব মা'র মা'র হবে ধায় ।  
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী গনি,  
রতিপতি মতি মোহে রে ॥

\* অপরাধি পাঠ ;—পাপ কৃত ফণি পুণ্য ।

অগ্নিশ কুণে কালী, কুলনাশ করে কালী,

নিশ্চিন্ত নিপাতী কালী, সব সেরে যায় ।

সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায় ।  
কাল বলে এতকাল, এড়িলাম বেজ্ঞজাল, সেই কাল চরণে পুটায়

টেনে ফেল রসাকল, গঙ্গাজল বিশ্বদল,

শিব পূজার এঃ কল, অশিব ঘটায় ॥

অশিব ঘটায়, এটো পুঞ্জ ঘটায়, কি কুরব রটায় ।

ভব দৈবকপ শব, মুখেমান নাহি রব, কার ভরসায় রব হারায়

চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না জয়া,

নিতান্ত করণাময়, স্থান দিবে পায় ।

স্থান দিবেপায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কপ্প সায় ॥

এমাদ বনে ভাল বটে, এ বৃদ্ধি ঘটেছে বটে,

এ শব্দটে এগণে বাঁচা দায় ।

মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,

দক্ষিণাস্তে মন লয় কর দৈত্যরায় ॥

ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কান আশায় ॥১০০॥

রাগিনী খাম্বাজ—তাল রূপক ।

মা কত নাচ গো রণে ।

নিরুপম বেশ বিগুলিত কেশ, বিবসনা হরহর্দে কত নাচ গো রণে ।

সদ্য তত দিতি তনয় মস্তকহার লখিত সজ্জবনে ।

কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কৃৎস শিশু শবনে ॥

অধর স্নানলিত, বিধ বিনিন্দিত, কুন্দ বিকনিত, স্রবশনে ।

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সান্দিহাস মধুরে ॥

সজল জলধর, কান্তি স্নন্দর, কধির কিবা শোভা ও বরণে ।

প্রসাদ প্রবদতি,\* মন মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥১০৫॥

রাগিণী ঋষাজ—তাল রূপক ।

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী ।

সুধাংশু উপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী ॥

শব শিশু দ্বিবু, ত্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি ।

বামেতর কর, বাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥

সদা মদালসে, কলেবর পসে, হানে প্রকাশে সুদারামি ।

সমস্তা স্ববাসা, মাঠেঃ মাঠেঃ ভাষা, অরেশানুকূলা ষোড়শী ॥

প্রসাদে প্রসন্ন ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় বাসি ।

জহুর যন্ত্রণা হরণে যন্ত্রণা, চরণে গয়াগঙ্গা কাশী ॥১০৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট ।

নবনীল নীরদ তল্লরুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে ॥

তিনির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ ।

কোটিচন্দ্র বলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিম্নি সুধাসূত ভাষ ॥

অবতংশ সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গণিত কুন্তল পাশ ।

গলে স্নন্দর বরণ সুহার লখিত সত্তত জঘনে নিবাস ॥

বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সবো পূর্ণাভিলাষ !

শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥

\* অপরিবিধ পাঠ ;—শ্রীরামপ্রসাদ ভণে ।

ভণে শ্রীকবিরঞ্জে, বাঞ্ছা করেছি মনে,  
করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ ।  
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,  
প্রভবে এ কথা আতায় ॥১০৭॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতাল ।

হৃৎক্লারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা ।  
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥  
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয় দল তম্বুখানী ।  
বিবসনী এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা ।  
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে বার,  
বমঞ্জরী বাজাইয়া দামা ॥১০৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতাল ।

বাঁমা ও কে এলোকেশে ।  
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্রবে ॥  
কি হুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে ।  
দোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুখা কি আবেশে ॥  
চলিয়া চলিয়া যাইছে চলিলা, ধর রে বলিরা ঘন হাঁসে ।  
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে, নোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥  
ক্লারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,  
রূপে আলো করিছে দিগদশে ।  
কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে,  
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥১০৯॥

## রাখিণী খান্সাজ—তাল ধিমাতেতাল ।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কাস্তি বিগলিত বেশ ।

বসনহীনা কে সমরে

মদনমথন উরগী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে ।

প্রলয় কালীন জলদ গর্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে,

জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ষ খর্ষ করে ॥

শাস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা।

ক্লৃদ্ধ নয়নে, নিরখে যেজনে, গমন শমন নগরে ।

কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,

সম্বর বেশ, কুরুকপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকমে ॥১১০॥

—o—

## রাগিণী খান্সাজ—তাল ধিমাতেতাল ।

চল চল জলদবরণে এ কার রমণী রে ।

নখরাজী উজ্জল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ ।

নিরখ হে ভূপ, দৈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ ॥

একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ ॥

মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন ।

দ্বীপাজ কম্পিত, সতত ভাসিত, প্রলয়ের এইকি কারণ ॥

প্রসাদ দাসে ভাবে, জাহি নিজ দাসে, চিন্তমে মত্ত বারণ ।

সদা বিষয়াপব পানে, ভয়িছে বিজ্ঞানে, কদাচ না নানে বারণ ॥১১১॥

# রাগিণী বিভাস—তাল ধিমাতেতাল ।

অকলঙ্ক শশীমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,  
 তনু তনু নিরখি অতনু চমকে ।  
 না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,  
 পদতলে শবরূপ, বাঁমা রণে কে ॥  
 শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাস মধুরাধরা,  
 প্রাণ ধরা ভার ধরা আলো করেছে ।  
 চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,  
 বৈশ্বানর নেত্রবর কর বলকে ॥  
 রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা,  
 ' কিবা অঘেষণে রণে এসেছে ।  
 সজে কি বিকৃতিগুলা, নপ কলা দস্ত মূলা,  
 এলো চুলা গায় পূলা ভয় করে হে ॥  
 কবি রামপ্রসাদ ভাবে, রক্ষা কর নিজ দাসে,  
 যৈজন একান্ত ব্রাসে, মা বলেছে ।  
 তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,  
 তবে গো তোমার উমা, মা বলিবে কে ॥১২৥

# রাগিণী বিভাস—তাল ধিমাতেতাল ।

•মরি ও রমণী কি রণ করে ।  
 রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,  
 রথরথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে ।  
 কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,  
 দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥

জাতঙ্গ মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গ পতঙ্গ প্রায়,  
 মনে বাসি শশী পসি, পড়ে তরাসে ।  
 নিকপনা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,  
 প্রবল দহুজঘটা, গেলে গরাসে ॥  
 ভৈরবী বাজার গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,  
 মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে ।  
 নিকটে বিবুধ বধু, যন্তনে যোগায় মধু,  
 দোলায়ে বদন বিধু, মূহ মূহ হাসে ॥  
 সবাকার বাশা আসা, ঘুচিয়েছে আসা বাসা,  
 জীবনে নিরাশা, কিরে না যাক বাসে ।  
 ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,  
 আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥১১৩॥

—০—

### রাগিণী মল্লার—তাল থয়রা ।

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা ।  
 নখরনিকর হিমকরবর রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা ॥  
 নব নব নঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিনী, হাসত ভাষত নাচত বামা ।  
 কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দহুজদলে, ধরাতলে হতরিপু সমা ।  
 ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা ।  
 করে করে ধরে তাল, বব বম বাজে গাল,  
 ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥  
 ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুক্তি করন সুনামা ।  
 তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,  
 ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥১১৪॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা ।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমনাশা বামা কে ।

ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে ॥

রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকে শী,

মুখ ঝালা সুখা ঢালা কুলঝালা নাচিছে ॥

দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,

ডাকৈ শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে ।

কাণ দান ভাগ্যহীন, ছুঁচিছুঁ সুকঠিন,

রাম প্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥১১০॥

—•—

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা ।

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী ।

শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥

একি দেখি অসম্ভব. আসন করেছে শব,

মুষ্টিমতী মনোভব, ভবভামিনা ।

দ্বি শশী বহি আঁধি, ভালে শশী শশিমুখী,

পদনখে শশী রাশি গজগামিনী ।

শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,

ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী ॥১১১॥

—•—

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট ।

গ্রামা বামা কে বিরাজে ভবে ।

বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে ॥



গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,

অতনু নতনু জহু অনুভবে ।

রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,

ত্রিবেণী শ্রুমে মহাপুণ্য লভে ॥

অকণ শশাঙ্ক ছিলে, ইন্দাবর চাঁদ গিলে,

অনলে অনল নিলে অনল নিভে ।

কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,

নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥১৭॥

—o—

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া ।

শ্যামা বামা কে ?

তহু দলিতাজন, শব্দ সুধাকরনগুলবদনী রে ॥

কুস্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,

তড়িত জড়িত নবধন বলকে ॥

বিপর্যাত একি কায, লাজ ছেড়েছে দূরে,

ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পুণে ॥

নয় দল প্রবল, সকল হত বল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুকুপিনী,

ঐ কানরিপু পদে এ কেমন কামিনী ।

লজ্জা গগন ধরনীধর সাগর, ঐ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে ॥

ভীম ভবান্বিত তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি নেতু ।

কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,

কুক কুপালেশ, জননী কালীকে ॥১৮॥

## রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট ।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে ।  
 অরুণ কমলদল, বিমল চুরণতল, হিমকঃ নিকর রাজিত নথরে ॥  
 বামা অটু অটু হ'সে, তিমির কলাপ নাশে,  
 ভাষে সুধা! অসিত ফরে ।  
 ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,  
 লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥  
 সহজে নবীনা ফীনা, মোহিনী বসনহীনা,  
 কি কঠিনা দয়া না করে ।  
 চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শরথর, কত কত শত শত রে ॥  
 কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি তাবি নয়ন ধরে  
 ও পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক মানস হাস ধরে ॥১১৯॥

## রাগিণী ললিত—তাল তিওট ।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল ।  
 বিমল বিধুবর, ত্রিমুখ সুন্দর, তনুফি বিজিত তরুণ তমাল ॥  
 যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে করে ধরে তাল ।  
 ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল ॥  
 নিগম সুরিগম গণ গণ গণ সবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল ।  
 তা তা থেই থেই দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি ধা ধা ডম্‌কি বাদ্য রসাল ॥  
 প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল ।  
 দীনহীন প্রতি, কুরু রূপালেশ বারয় কাল করাল ॥১২০॥

### রাগিণী ঝাঁঝিট—তাল আড়া ।

সমর করে ও কে রমণী ।

কুলবালা জিভুবন মোহিনী ॥

ললাট নয়ন বৈষ্ণানর, বাঁম বিধু বামেতর তরণি ।

মরকত মুকুর বিনল মুগমুগল নুতন জলধর বরণী ॥

শব শিব হৃদয় মন্দাকিনী রাজত ঢল ঢল উজ্জল ধরণী ।

তত্পরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,

অচাক নখর নিকর, অধা ধামিনী ॥

কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাংকুর হরমোহিনী ।

গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী ॥১২১

### রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট ।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী ।

বিহরে বামা স্রবহরে ॥

সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুসী ।

নাগে মুকুতাকল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,

সতত দোলত খোর পোর, মন্দ মন্দ হাসি ।

একি করে করী করে, ধরে রাগে পশি,

তনুস্মীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা বোড়শী,

নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত অড়িত মধুর হাস্য,

লজ্জিতা কুচ অপ্রকাশ্য, তালে শিশু শশী ।

কত ছলা কত কলা এ প্রবলা চিত্তে বাসি,

রাসা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী ॥

দিশি স্তম্ভস্বর সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি ।  
 এটা কেটা চিত্ত যেটা, হবে সেটা, হুঃখরাশি  
 মম সর্ব গর্ব খর্ব করে একি সর্বনাশী ॥  
 কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,  
 হৃদয়কমলে সন্তত বাস শ্যামা দীর্ঘকেশী ।  
 ইহকালে পরকালে, জয়ীকালে তুচ্ছবাসি,  
 কথা রিতান্ত, কৃতান্ত শাস্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥১২২॥

—•—

রাগিণী ললিত—তাল তিওট ।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে ।  
 • দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥ •  
 তনু নব ধারাবর, কুধিরধারা নিকর,  
 কালিন্দীর জলে কি কিংগুক ভাসিছে ॥  
 বদন বিমল শশী, কত সুধা গরে হাসি,  
 কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে ।  
 কহে কবি রামপ্রসাদে, কালীকা কনক পদে,  
 মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥১২৩॥

—•—

রাগিণী ললিত—তাল তিওট ।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়স ।  
 দল্লভদলনী, ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ ॥  
 ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ  
 ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত সঙ্গে,  
 রঞ্জিনীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥

গজ রথরথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় গ্রাস,  
 দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ ।  
 কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাংকুর জননী কালিকে  
 ভব পারাবার তরাবার জ্বার, হরবধু হর ক্লেশ ॥১২৪॥

### রাগিণী বিবিট—তাল একতালী ।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী  
 বিহরে সমরে বামা, বিগণিত কেশী ।  
 তনু অলু অমানিশা, দিগন্তরী বাংলা কুশা,  
 সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি ।  
 মরি কিবা অপরূপ, নিরথ দলুজ ভূগ,  
 সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী ।  
 জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,  
 পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥  
 নানারূপ যায় ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,  
 ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি ।  
 ক্ষণে ধরাভলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,  
 গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি ॥  
 ভণে দামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা সার,  
 চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী ।  
 বেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,  
 আদার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥১২৫॥

## রাগিণী ললিত—তাল রূপক ।

নলিমী নবীনা ননোমোহিনী ।

বিগলিত চিকুরঘটা, গমুনে বরটা, বিবসনা সবাগনা মদালসা ।

ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা স্নগা, ললাটে বালক বিধু,

শ্রুতিতলে ত্রকা বিধু, মনোজ্ঞা মধুবমুখী, মধুর লালসা ॥

সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ্ঞ মঙ্গল ধাম,

ভঞ্জে বৃধ রহম্পতি, হীন কণ্ঠনাশা ।

হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর ত্রাক্ষরাধ্যা,

হরি পরিবার সেই, যে ভঞ্জে দিখাসা ॥১২৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

এবার আমি করব কৃষি ।

ওগো এ ভবসংসারে আমি ॥

তুমি কৃপাধিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেব রাজমহিষী ॥

দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি না সকল চষি,

নাগো বংকিকিৎ আবাদ হইলে, আনন্দসাগরে ভাসি ॥

হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাগরূপী তণরাশি ।

তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো না মুক্তকেশী ॥

কাম আদি ছয়টা বসদ, বহিতে পারে অহর্নিশি ।

আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি ॥

প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী ।

আমার মনের বাগনা তোমার, ও রাজা চরণে মিশি ॥১২৭॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী-

তারাতরী লেগেছে ঘাটে ।

যদি পারে যাবি মন আররে ছুটে ।

তারাতরী নামে পাল খাটায়, তরায় তরী চল বেয়ে,  
যদি পারে যাবি, ছুখ মিঠাবি, মনের গিরা দেরে কেটে ॥

বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে ।

ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল কি করবে আর ভবের হাটে ॥

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাধ রে বুক এঁটে সঁটে ।

ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥১২৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আয় মন বেড়াতে যাবি ।

কালী কল্লতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়িয়ে খাবি ॥

প্রসুতি নিবৃতি জায়া, তার নিবৃতিরে সঙ্গে লবি ।

ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥

অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ।

যখন ছই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥

অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি ।

যদি মোহ গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি ।

যদি না মানে নিবেদন তবে জ্ঞান খজো বলি দিবি ॥

প্রথম ভাষ্যার সম্বন্ধে, দূরে রইতে বুঝাইবি ।

যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিদ্ধমাকে বুঝাইবি ॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি ।  
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি ॥১২৯॥

### রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন ।  
তুমি ঘুম বেয়োনা রে ভোলা মন ঘুমেতে হারারে ধন ॥  
নব দ্বার ঘরে, স্নেহে শয়্যা করে, হইবে যখন অচেতন ।  
তখন আগিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন ॥১৩০॥

### রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর হুঃখ কত ।  
ভাসিতেছি হুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত ॥  
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদ্রা হলে,  
দাড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে, দেখে বাই জনমের মত ॥১৩১॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন তোমার এই ভ্রম গেলনা ।  
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলেনা ॥  
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তা জাননা ॥  
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা ।  
ওরে কোন্‌লাজে সাজাতে চাসু তাঁর, দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥  
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, স্নমধুর খাদ্য নানা ।



ওরে কোন্‌লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তায়,  
 আলো চাল আর বুট ভিঙ্গনা ॥  
 জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা । ওরে  
 কেমনে দিতে চাস্‌ বলি, মেঘ মহিষ অগ্নি ছাগলছানা ॥১৩২

---

### রাগিণী টুরি জায়েনপুরা—তাল একতালী ।

সময় ভো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে ।  
 কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥  
 ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে ।  
 মাগরে বার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥  
 হুঃখে হুঃখে অর অর, আর কত মা হুঃখ দিবে ।  
 কেবল ঐ হুঃগানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে ॥১৩৩॥

---

### রাগিণী টুরি জায়েনপুরী—তাল একতালী ।

আমায় ছুয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে ।  
 যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥  
 শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে (ওরে শমনরে)  
 আমি ছিলাম গৃহবানী কেলে সর্পনাশী আমায় সন্মাদী করেছে ।  
 মন রসনা এই ছুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমনরে) ।  
 ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয়জন ভিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥১৩৪॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালী ।

আম্র দেখি মন তুমি আমি ছুজনে বিরলেতে বসিরে ।

যুক্তি করি মজ্ঞ প্রাণে, গিস্বর গড়ব গুরুচরণে,  
পদে লুকাই সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে ।

• মন বলে করিবে চুরি ইহ্নর সন্ধান বুঝিবে রে ॥  
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে ।

শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলাসা করিরে  
মধুপুত্রী বাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম ছুদে ধরে ॥১৩৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী ।

সদা করিতেছেন কেলী ॥

আগি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটা কভু নাহি ভুলি ।

আবার হুঁ আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুগ্ধমণী ॥

বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আশ্রয় পাগল বোল বলে সকলি ।  
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,  
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥১৩৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে ।

তোমার কৃপাট্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে ॥



এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা তবে ।  
 মা তোর হুর্ণানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে ॥  
 ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম রাখলে তবে ।  
 অতি প্রাতঃকালে জর হুর্ণা বলে স্মরণ নিবার কায কি তবে ॥  
 প্রসাদপ্রসাদ বলে মা মোর কৃতি কিছু না হবে । মা তোর  
 কুশীমোক্ষদাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥১০৯॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মায়ের এলি বিচার ঘটে ।

যেজন দিবারিশি হুর্ণা বলে, তারি কপালে বিপন্ন ঘটে ॥  
 হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপটে ।  
 কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥  
 লওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।  
 ওমা ভরসা একবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে ॥  
 প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে ।  
 যেন অন্তিমকালে হুর্ণা বলে প্রাণ তাজি জাহ্নবীর তটে ॥১১০॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী

কায কি মা সামান্য ধনে ।

ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে ।  
 যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে ॥

ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে ।  
 এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥  
 যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে ।  
 ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হইবে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥  
 বাপের ধনে বেটার সব, কাহার বা কোণা ঘুচেছে ।  
 রামপ্রসাদ বলে, কুপুল বলে, আমার নিরংশী করেছে ॥১৩৭॥

---

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন জাননা শেষে ঘটবে কি লেঠা ।  
 যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥  
 আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সূদিন যেটা ।  
 ওরে শ্যামা মায়ের ক্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা ॥  
 গিজরে পুষেছ পাখী, আটক করে কেটা ।  
 ওরে জাননা যে তার ভিতরে, দুয়ার আছে নটা ॥  
 পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা ।  
 তারা বা বলিছে তাই করিছ, এমনি বৃকের পাটা ॥  
 প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা ।  
 আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ি, বুঝাইব সেটা ॥১৩৮॥

---

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে ।  
 বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে ।  
 মা তোর ছুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে ॥  
 ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম রাখলে ভবে ।  
 অতি প্রাতঃকালে জয় ছুর্গা বলে অরণ নিবার কায কি তবে ॥  
 ত্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে । মা তোর  
 কাশীমোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥১৩৯॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মায়ের এন্নি বিচার বটে ।  
 যেজন দিবানিশি ছুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥  
 হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে ।  
 কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥  
 শওকাল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।  
 ওমা ভরসা একবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে ॥  
 প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে !  
 যেন অন্তিমকালে ছুর্গা বলে ঐশ্বর্য ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥১৪০॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী

কায কি মা সামান্য ধনে ।  
 ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥  
 সামান্য ধন দিবে ঠারা, পড়ে রবে বরের কোণে ।  
 যদি দেও মা আমার অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে ॥

গুরু আমার কৃপা করে না, যে ধন দিলে কাণে কাণে ।  
 এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥  
 প্রসাদ বলে কৃপা যদি না, হবে তোমার নিজ গুণে । আমি  
 অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যৈন ঐ চরণে ॥১৪১॥

### প্রসাদী স্তর—তাল একতালী ।

মন তুমি দেখরে ভেবে ।  
 ওরে আজি অন্ধ শতাস্ত্রে বা অবশ্য মরিতে হবে ॥  
 ভবঘোরে হয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানী ভবে ।  
 সদা ভাব সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে ॥১৪২॥

### রাগিনী ইমন—তাল একতালী ।

কাব কি আমার কাশী ।  
 বার কৃতকাশী তদ্রসি বিগলিতকেশী ॥  
 যেই জগদম্বার কুণ্ডল পঁড়েছিল খসি ।  
 সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি ॥  
 অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাগসী ।  
 মায়েব করুণা বরুণাধারা অনীধারা অসি ॥  
 কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি ।  
 ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই মহেশমহিষী ॥  
 রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি ।  
 ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি ॥১৪৩॥

## রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়খেমটা ।

কালী নামে গুণী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে ।  
 শোন্‌রে শমন তোর কই, আমি তো আটাশে নই,  
 তোর কথা কেমন রব সয়ে ।  
 ছেলের হাতের মোওয়া নয় মে খাবে হুকো দিয়ে ॥  
 কটু বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে ।  
 সে ফে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ফেপা মেয়ে ॥  
 শ্রীরাম প্রসাদে জেন, কর শ্যামা গুণ গেয়ে,  
 আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥১৪৪॥

## প্রমাদী সুর—তাল একতাল ।

জয় কালী জয় কালী বল ।  
 লোকে বলে বলবে পাগল হলো ॥  
 লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল ।  
 আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥১৪৫॥

## রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল পোস্তা ।

আনিগো আনিগো তারা তোমার যেমন করুণা ।  
 কেহ দিনান্তরে পায়না বেতে, কার পেটে ভাত গোটো সোণা ॥  
 কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে,  
 কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা কেহ পায়না ছেঁড়া টেনা ॥১৪৬॥



## রাগিণী জংলা—তাল একতাল।

জাল ফেলে গে গে রয়েছে বসে ।

ভবে আমার কি চইরে গো না ॥

অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,

ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে ॥

পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কাণে

রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এগে ॥১৪৭:

## রাগিণী জংলা—তাল একতাল।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি ।

( ভবসংসার বাজারের মাঝে )

ঐ যে মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু, বাধা তাহে মারা দড়ি ॥

কাক গণ্ডা মণ্ডা গাঁথা, পঙ্করাদি নানা নাড়ি ।

ঘুঁড়ি স্বর্ণে নিৰ্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥

বিষয়ে মেজেছে নাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ।

ঘুঁড়ি লগ্নে ছুটা একটা কাটে, হেসে দেওমা হাতচাপড়ি ।

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুঁড়ি যাবে উড়ি ।

ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে ঘেরে তাড়াভাড়ি ॥১৪৮॥

—o—

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

সে কি স্নগ্ধ শিবের সতী ।

যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥

বটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ।  
 সে যে সর্বদলের দলগতি, সহস্রদলে করে স্থিতি ॥  
 নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি ।  
 ওরে বল দেখি মন সে'বা কেমন, নাথের বৃকে মারে নাথি ॥  
 প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি ।  
 তরে সাবধানে মন'কর বতন, হইবে তোমার শুদ্ধমতি ॥১৪৯॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

এই দেখ সব মাগি র খেলা ।  
 মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা ॥  
 স্বপ্নে নিগুণে বাড়িয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা ।  
 মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাষের বেলা ॥  
 প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবান্নবে ভাসিয়ে ভেলা । বখন  
 জোয়ার আসবে উন্নিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥১৫০॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল।

শমন আশার পথ ঘুচেছে ।  
 আনার মনের সন্ধু দূরে গেছে ॥  
 ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে ।  
 এক গুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥  
 সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে ॥  
 দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকীদারী ভার লয়েছে ।  
 সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নিষ্ঠুরে আছে ॥

মূল্যধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে  
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে ॥  
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্রসূর্য্য উদয় আছে ।  
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥১৫১॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল ।  
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,  
তার কেন কালোৰূপ হ'ল ॥  
কাল রূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো ।  
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥  
রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো ।  
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥  
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন নেয়ে কোথায় ছিল ।  
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো ॥১৫২॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা ।  
আছে ঐনাথ দত্ত, পটল সব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা ॥  
সৌভাগ্য কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা ।  
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন ভবরোগে মুক্ত হবা ॥১৫৩॥

## রাগিণী জংলা—তাল খয়রা ।

আমি কি এমতি রব ( মা তারা ) ।

আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥

আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব ।

আমার অসম্ভব আশা, পূর্বে কি তুমি,

আমি কি ও পদ পাব ( মা তারা ) ॥

সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব ।

কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,

এ কথা কাহারে কব ( মা তারা ) ॥

প্রসাদ ক'ছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব ।

তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,

নানটী রেখেছেন ভব ( মা তারা ) ॥১৫৪॥

## রাগিণী খান্ধাজ—তাল একতাল ।

বদি ডুবলোনা ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে ।

মন হালি ছেড়না ভরসা বাধ পারবি যেতে বেয়ে ॥

মন চক্ষু দাঁড়ি বিষয় হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে ।

ভাল কাঁদ পেতেছে শ্রীমা, বাজিকরের মেয়ে ॥

মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বান্দাম, দেওরে উড়াইয়ে ।

রামপ্রসাদ বলে কাণীনামের বাওরে সারি গেয়ে ॥১৫৫॥

### রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালী ।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি ।  
 আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি ।  
 লয়ে বাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,  
 তবে তারানামের কবচমালা নৃথা আনি গলায় রাখি ॥  
 মহেশ্বরী আনার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,  
 আমি কখন নাহান, কখন সাতান,  
 কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকি ॥  
 প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্য কি জানিতে পারে ।  
 খাঁর ত্রিলোচন না পেলে তব আমি অস্ত পাব কি ॥১৫৬॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন হারালি কানের গোড়া ।  
 ভূমি দিবানিশি ভাব ধসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া ॥  
 চাকি কেবল ফাঁকিনাত্র, শ্যামা না মোর হেমের বড়া ।  
 তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি নন তোর কপাল পোড়া ।  
 কন্ডমূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়ী ।  
 নিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল শোড়া ।  
 কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোড়া ।  
 ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাশ ধরয়ে নব্ব সোঁড়া ॥  
 প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন গাঁচশোয়ারের ভূমি ঘোড়া ।  
 সেই পাঁচের কাছে পাঁচাপাঁচি, তোমার করবে তোলাপাড়া ॥১৫৭॥

### রাগিণী গারাইভৈরবী—তাল যৎ ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভ্রমণে ।

দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে ॥

আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ॥

যায় জনো মর ভেবে, সেকি সঙ্গে যাবে চলে ।

সেই প্রেমসী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুণে । তখন ডাক্‌বি

কালী কালী বলে কি করিতে পাব্বে কালে ॥১৫৮॥

### রাগিণী খাম্বাজ—তাল আদ্রা ।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে ।

যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে ॥

যে নানেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল আশানবাসী,

ব্রহ্ম আদি দেব যারে না পায় ভাবিয়া রে ॥

ডুবু ডুবু হইল ভীরা লোকে বলে ডুবে রে ।

তবু ভুলাহতে পার বশি ভো-না-নাথের মন রে ॥

আনি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভক্তি স্তুতি,

বিজ্ঞ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে ॥১৫৯॥

### রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালী

গেলনা গেলনা হুংখের কপাল ।

গেলনা গেলনা, ছাড়িয়ে ছাড়েনা,

ছাড়িয়ে ছাড়েনা নাদী হলো কাল ॥

আমি মনে সদা বাহা করি স্থপ, মাসী এসে তায় দেয় নানা হুংথ,  
 মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,  
 দেয় বিগুণ জালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥  
 দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ভ্রাস, জন্মে মাতৃকুলে  
 না করিলাম বাস, গেয়ে হুংথের জালা, শরীর হল কালা,  
 তোলা হুংথে ছেলে, বাঁচে কত কাল ॥১৬০॥

### রাগিণী গৌরী—তাল একতাল ।

জগত্তজননী তরাও গো তারা ।  
 জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,  
 আমি কি জগত ছাড়া গো তারা ॥  
 দিবা অবসানে রজনীকালে, নিয়েছি সঁতার জীহুর্গা বলে,  
 মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,  
 তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥  
 দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে  
 মাসীর পাড়া, কোথা গিয়েছিলে, এ কৰ্ম্ম শিপিলে,  
 মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥১৬১॥

### রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ।  
 আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥  
 নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা ।  
 আমি ভেবে কিছু পাইনে সক্তি, শিব হয়েছেন কৰ্ম্মচারী ॥

নাইকো কিছু অনা লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা ।  
 জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি ॥  
 বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাদ মা ।  
 আমি ভক্তির জোরে কিঁন্তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥১৬২॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

মন তোরে তুঁঠ বলি বলি ।  
 এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥  
 প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুঁঠ আমার ছিলি ।  
 ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি ॥  
 গুরুদত্ত মহাসুরা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি ।  
 ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥  
 যেহি গেলি তেহি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি ।  
 এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালি ॥  
 প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আশায় জলাঞ্জলি ।  
 ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রৈখেছি দক্ষিণা কালী ॥১৬৩॥

### রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল একতাল ।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী ।  
 আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥  
 কালীনাম জপবার তঁরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,  
 মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি হৃথে হইলে সুখী ॥



শিবজী কালীনাথ, জপ কর অবিশ্রাম মন  
ও তোর যুদ্ধাবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্রামা বলরে দেখি ॥১৬৪॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

আমি নই পলাতক আসামি ।

ওমা, কি ভয় আগায় দেখাও তুমি ॥

বাজে জমা পাওনি যে মা, চাটে জমি আছে কনি ।

আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি শাল তামামি ॥

আমি মায়ের খাসে আছি বসে আসল কসে সারে জমি ।

প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কনি ।

যদি ডুবাও হুংখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হামি ॥১৬৫॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

হুংখের কথা শোন মা তারা ।

আমার ঘর ভাল নয় পরাংপর ॥

বাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমি কাষের খারা ।

ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥

অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে তেরা ঘোরা ।

এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গৌ হুংখের ভরা ॥

রাম প্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা ।

ঘরের কর্তা যেজন, স্থির নহে মন, ছজনেতে করে সারা ॥১৬৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি ।

কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥

ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি ।

তাই রাগ দ্বেষ লোভ তাজে, স্বীয় গুণে মন দিয়েছি ॥

তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি ।

সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পরেছি ॥

প্রসাদ ভাবে বেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি ।

লয়ে শ্কাণীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥১৩৭॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী

ভাল ব্যাপার মন কত্তে এলে ।

ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥

বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,

ওরে কেউ করিল ছনো ব্যাপার, কেউ কেউ বা হারালো মূলে ॥

কিত্যপতেজমকৎবোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে ।

ওরে ছর দাঁড়ি ছয়দিকে টেনে, গোড়ায় পা দে ডুঁধিয়ে দিলে ॥

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা কর', পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ।

যখন পাঁচে পাঁচ মিশারে বাড়ে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥১৩৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমি কবে কাশীবাসী হব ।

সেই অনিন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবাসিব ॥

গঙ্গাজল বিষদলে, বিশেষ্বর নাথে পূজিব  
 ঐ বারাগসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥  
 অনপূর্ণা অবিষ্টাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।  
 আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নুত্ন করে গাল বাজাব ॥১৬৯॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মা আমার বড় ভর হয়েছে ।  
 সেখা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥  
 রিপূর বশে চল্লম আগে, ভাবলেন না কি হবে পাছে ।  
 ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে ॥  
 জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে ।  
 যার যেম্নি কর্ম তেম্নি ফল, কর্মফলের ফল ফলেছে ॥  
 জমায় কমি খরচ বেশি তরুবো কিসে রাজার কাছে । ঐ  
 রানপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভরসা আছে ॥১৭০॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন তুমি কি রঙ্গ আছ ।  
 ও মন রঙ্গ আছ রঙ্গ আছ ॥  
 তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা হুঃখে রোদন হুঃখে নাচ ॥  
 রংয়ের বেলা রংয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ ।  
 ও মন হুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটির দরে তাই বেচেছ ।  
 সুখের ঘরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মজারেছ ।  
 যখন যেক্রমে বিরূপ হইবে সে রূপের বিরূপ ভেবেছ ॥১৭১॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

সাধের ঘূমে ঘুম ভাঙ্গে না ।

ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥

এই বে স্নেহের নিশি, ঘেয়েছ কি ভোর হবে না ।

তোমার কোলেতে কামনা বাস্তব, তারে ছেড়ে পাশ কের না

আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না ।

আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না ॥

খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ।

আছ দিব্যানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না ॥

ঐতি মৃৎ প্রসাদ রে তুই, ঘুনায়ে আশা পুরে না ।

তোর ঘূমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥১৭২॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

ভূতের বেগার খাটবো কত ।

ভীরা বল্ অসায় খাটাবি কত ॥

আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই না কদাচিত ।

পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, ঐ দেহের পঞ্চভূত ।

ওমা বড়লিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অমুগত ॥

\*আসিয়া ভবসংসারে, হুঁধ পেলেম যথোচিত ।

ওমা, বার স্নেহেতে হব স্নেহী, সে মন নয় গো মনের মত ॥

.চিনি বলে স্নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে স্নেহের তিত ।

কেন বিষক প্রসাদ, মনে বিবাদ, হয়ে কালীর শরণাগত ॥১৭৩॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ৬

ও মন হোর নামে কি নালিশ দিব ।

ও তুই শকার বকার বলতে পারিস্, বলতে নারিস্ জুর্গাশিব  
 পেয়েছ জিলিপি খাঙ্গা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,  
 ওরে শেসে পাবি সে সব মজা, বখন রে পঞ্চদ পাব ॥  
 পাঁচ ইল্লিয়ের পাঁচ বাসনা, কেনন করে বর করিব ।  
 রে চুরি দারি করলে পরে, উচিত মত মাঝাই পাব ॥ ১৭৪ ॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

কালী কালী বল রমনা রে ।

ও মন ষটচক্র রথ মধ্যে, শ্যানা মা নোর বিরাজ করে ॥  
 তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাধা মূল্যধারে ।  
 পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায় রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥  
 যুড়ি ঘোড়া দৌড় কছে দিনেতে দশকুশী মারে ।  
 সে যে সময় শির নাড়িতে নায়ে কলে বিকল হলে পরে ॥  
 তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনা রে ।  
 ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥  
 পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।  
 ও মন এইত সময় মিছে কাল বায় বত ডাক্তে পার ছন্দস্বরে ॥ ১০

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মা আমার পেলান হলো ।

খেলা হলো গো আনন্দনয়ী ॥

ভবেশ্লেম কর্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা,  
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥  
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গৌয়ালো ।  
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা কুরায়ে গেল ॥  
প্রসাদ বলে রক্তকালে অশক্ত কি করি বল ।  
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥১৭৬॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

আমার উমা সামান্য যেয়ে নয় ।  
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥  
স্বপ্নে যাঁ দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।  
ওহে কার চতুর্নুখ, কার পঞ্চনুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥  
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয় ।  
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ, ঘোড় হাতেতে করে বিনয় ॥  
প্রসাদ ঔণে মূনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁয়ে না পায় ।  
তুমি গিরি ধন্যে হেন কান্য পেরেছ কি পণ্য উদয় ॥১৭৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মা বিরাজে সুরে ঘরে ।  
এ কথা ভাঙ্বো কি হাঁড়ি চাঁতরে ॥  
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে ।  
সেমন অহুজ লক্ষণ সঙ্গে জানকী তার সমিভ্যারে ॥  
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে ।  
রামপ্রসাদ বলে বল্ব কি আর বুঝে লগে ঠারেঠারে ॥১৭৮॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে ।

আমি কালীনামে গণ্ডী দিয়ে ॥

কালোপরে কালীপদ সে পদ হৃদে ভাবিয়ে ।

মায়ের অভয় চরণ বে করে স্মরণ কি করে তার মরণ ভয়ে ॥১৭৯

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

সামাল ভবে ডুবে তরী ।

তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥

জীর্ণ তরী তুফান ভারি বাইতে নারি ভয়ে মরি ।

ঐ বে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগদাগি ॥

এনেছিলে বসে গেলে মন মহাজনের মূল খোরালি ।

যখন হিসাব করে দিতে হবে মন তখন তহবিল হবে হারি ॥

দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বৃষ্টি ডুবায় তরী ।

তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে যায় রে চুরি ॥১৮০

## প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে ।

তুমি ফেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে ॥

মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ পারে চিন্তে নাহে ।

ঐ বে এগ্নি কালীর কাপ আছে বে যেগ্নি দেখে তেগ্নি করে ॥

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিকঠিকানা করে ।

রামপ্রসাদ বলে জায় গো জ্বালা, যদি অল্পগ্রহ করে ॥১৮১

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মায়ের চরণতলে স্থান লব ।

আমি অসময়ে কোথা যাব ॥

ঘরে জায়গা না হয় যদি ব্যথিরে রব ক্ষতি কি গো ।

মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥

প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকো যাব ।

আমার হুই রাহ পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ তাজিব ॥১৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

সরি গো এই মন ছঃষে ।

ওমা না বিনে ছঃখ বল্বো কার্কে ॥

একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্বে লোকে ।

ঐ যে যার মা অগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥

সে কি তোমার সাপের ছেলে না মাপ্লে যারে পরম সুখে ।

ওমা আক্ষিকত অপরাধী, জুগ মেলেনা আমার শাকে ॥

ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাচাড় মারিলে আমার বুকে ।

ওমা মায়ের মত কাষ করেছ খুঁবিবে অগতের লোকে ॥১৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

করে বামা কার কামিনী ।

বসে কমলে ঐ একাকিনী ॥

বামা হাসিছে বদনে নয়ন কোণে নির্গত হয় সৌদামিনী

এ জনমে এমন শুন্যো, না দেখি না কর্ণে শুনি ।

গজ খাচ্ছে ধরে কিরে উগরে, ষোড়শী নববোঁবনী ॥১৮৪॥



## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মনরে তোর চরণ ধরি ।

কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন তিনি ভব পারের তরী ॥

কালীনামটা বড় মিঠা বলরে দিবা শররী ।

ওরে যদি কালী করেন কৃপা তবে কি শমনে ডরি ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী বলে বাব তরী ।

তিনি তনয় বলে দয়া করে তন্যবেন এ ভববারি ॥১৮৫॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

ভবে আর জন্ম হবে না ।

হবেনা জননীর জঠরে ॥

ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো মীমা,

তারার মহিমা আপনি নাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥

আনার মায়ের নাম গান করে কত পাপী গেল তরে ।

ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে ॥১৮৬॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

থাকি একথান ভাঙ্গী ঘরে ।

তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামেই জোরে ।

ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥১৮৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

পুৰলোনাকো মনের আশা ।

আমার মনের হুংথ রৈল মনে ॥

হুংথে হুংথে কাল কাঁটালেম সুখের আব কিবা ভরসা ।

আমি বলবো কি কল্পনাময়ী মাজে চরটা কস্ম নাশা ॥

‘প্রিয়ামপ্রসাদ ধলে মা ভেবে ভেবে পাইনা দিশা ।

অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘট্ণো আমার উল্টা দশা ॥১৮৮॥

### রাগিণী মূলতান—তাল একতালী ।

মন আমার বেতে চায় গো আনন্দ কামনে ।

বট ননৌময়ী শাস্ত্রনা কেন করনা এই মনে ॥

শিব কৃত বারাদসা, সেই শিবপদ বাসী,

তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে ।

অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চকোশী পদে কর,

নখজালে গন্ধ মণিকর্ণিকার মনে ॥

দ্বিপদে অলক্ত আভা, অগ্নি বকগার শোভা,

হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে ।

প্রমুদ আছে পদনৃত্ত, শাস্ত করা উপনৃত্ত,

কিবা কাজ অভিনৃত্ত, পুরী গমনে ॥ ১৮৯ ॥

### রাগিণী মূলতান—তাল একতালী ।

জননি পদপঙ্কজং দেখি শরণাগত জনে, রূপাবলোকনে তারিণী ।

তপন তনয় ভ্রম চয় বারিণী ॥

প্রণব রূপিনী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী :

সন্তুণা নিগুণা স্থলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা,

মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥

আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতি রূপিনী

হংস রূপে সৰ্ক ভূতে, বিহরসি শৈলস্রুতে,

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥

সুধাময় ছর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,

অজ্ঞানে জড়িত বেই প্রাণী

তাপত্রেয় সদাভঞ্জে, হলাহল কূপে মঞ্জে ভঞ্জে রানপ্রসাদ তার,

বিষফল জানি ॥ ১৯০ ॥

### রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল ; ( গ্রহণে কালীর নাম )

তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥

একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাঠ বটে কায় ।

কালীনামাধি রমনার জলে, সেই জল ঢল ঢল ॥

কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি ।

শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রভাব নিম্নল ॥

আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,

গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ॥

প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,

বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ১৯১ ॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতাল ।

কালা গো কেন লেংটা ফের ।

ছিছি কিছু লজ্জা নাট তোমার ॥

বসন ভূষণ নাই তোনার মা• রাজার মেয়ে গৌরব কর ।

নাগো এই কি তোনার কুশের ধর্ম, পতির উপর চরণ দর ॥

আপনি লেংটা পতি লেংটা, আশানে মনানে চর ।

নাগো আমরা হবে মরি লাজে এবার মেয়ে বসন পর ॥ ১৯২ ॥

### রাগিণী মূলতান ধানেশ্রী—তাল একতাল ।

ককণাময়ি কে বলে তোরে নয়!ময়ী । •

কারো ভুলেতে বাতাসা, ( গো তারা ) আনার এমি দশা,

শাকে অন্ন মেলে টেক ॥

কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথ চর ।

ওগো, তারা কি তোরে বাপের ঠাকুর, আমি কি তোরে কেহ নই ॥

কেহ থাকে অটালিকায়, মনে করি তেমি শুই ।

নাগো, আমি কি তোরে পাক্ষ দেহ দিয়াছিলাম'নই ॥

দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, আমার কণাল বৃষ্টি অগ্নি অই ।

ওনা, আমার দশা দেখে বৃষ্টি, গ্রামা হলে পাবানময়ী ॥ ১৯৩ ॥

### রাগিণী মিকুকাফী—তাল একতাল ।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে ।

পরের কথায় গুছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে,

পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে ॥ •

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারি সব রয়না ঘরে,  
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে ।

চাষা লোকে কৃষি করে, পক্ষ জলে পড়ে মরে,  
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥১৯৪॥

—○—

### রাগিণী জংলা—তাল খয়রা ।

কালী হলি মা রানবিহারী ।

নটবরবেশে রুন্দাবনে ॥

পৃথক ধ্রুপদ নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিবদ ভারী ।  
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী :  
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥  
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।  
এবে নিজে কাল, তনুবেথা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি :

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন জ্বাস,

এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী :

পূর্বে শোণিতমাগরে নেচেছিলে শ্যামা,

এবে প্রিয় তব বসুনা বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি  
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বৃত্তিতে নারি ॥১৯৫॥

—

### রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী ।

কামিনী যামিনী বরণে রণে এলো কে ।

উলঙ্গ এলোকেশী, বাসকরে ধরে অসি,

উল্লাসিতা দানব নিধনে ।

## পদাবলী ।

১১৬

শদভরে বহুমতী, সতীতা কম্পিতা অতি,  
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ।  
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়,  
অনায়াসে বর্ম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥১১৬॥

### রাগিণী খট্ঠৈরবী—তাল একতালী ।

তোমার সাধী করে, ও মন ।  
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥  
তবুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে ।  
বার বার গুরু নামে বাদাম্ব দিয়ে বেয়ে চলো যারে ॥  
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে ।  
নৈলে আঁধারের কুটীরের পোৎ, যোগে গেগেছে রে ॥১১৭॥

### প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

ডাক্রে মন কাণী বলে ।  
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে ॥  
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,  
ওরে ওপদ পঙ্কজে মূঢ়, চতুর্ভুজ পাবে হেলে ॥  
বিস্তৃতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে বনদূতে,  
ওরে পারবেনা ছাড়ায়ে যেতে, কাল কাঁসি লাগবে গলে ।  
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কালের বশে কাব হারালে,  
ওরে এখন যদি না ঔজিলে, আনঙ্গী থাকে আন কুরালে ॥১১৮॥

## রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া ।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে ।

বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে,

'ধরি করতলে' গজ গরাসে ॥

কেবে কানীর শরীরে, কবির শোভিছে,

কালিন্দার জলে কিংসুক ভাসে ।

কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥

কেরে নালকান্তমণি নিতান্ত, নথর নিকর তিমির নাশে ।

কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,

ঘন বোর রবে উঠে আকাশে ॥

দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হতাসে ।

নাগো কোপ কর দূর, চল নিজ পুর,

নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥১৯৯॥

## রাগিণী কালেন্দ্ৰী—তাল ঠুংরি ।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে ।

কেরে নব নাল জলধর, কায় হায় হায়,

কেরে হরহৃদি হৃদ পদে দিগবাসে ॥

কেরে নির্জনে বসিষা নিশ্মাণ করিল,

পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,

হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁবি প্রেমডোরে,

রাখি হৃদি সরোবরে, হিন্নোলে ভাসে ।

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু, দর দর কুধির ক্ষরে,

যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষ বলে,

ভ্রূজম দলে, নাতি পদুমুগে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এ'সে ।

কেরে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি,

গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতামুজ বনরোহায়,

কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,

যেন আসব আবেশে, শিশু সূধা ভাসে ।

কেরে কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লবিত চুঁহি ধরায়,

তাহে ভুরু ধরুর্বাণ সন্ধান করা, অঙ্কচন্দ্র ভালে, শিতি মুছ দোলে,

কি চকোর খেলে, কিবা অকণ কিরণে গজমতি হাসে ।

কত হুঙ্কা হুঙ্কা, নাচিছে ভৈরবী,

হিহি হিহি করিছে গোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সূধা যোগায়

অঙ্গনি, রামপ্রসাদ ভণে, কায নাই রণে, এ বামার স্নেনে,

যার পদতলে শব্দে আশ্রিতোষে ॥২০০॥

## রাগিনী বিবিট—তাল জলদ তেতাল ।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী ।

কেরে নবীমা নগনা লাজু বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,

একি অহুচিতা, কুলের কামিনী ॥

কুঞ্জবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ,

স্বরূপে শকা করে হেরি বেশ হুঙ্কার রবে রে দহুজদলনী ॥

কেরে নবনীল কমল কলিকাদল, বলিয়া দংশন করিছে অলি,

নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি ।



ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল<sup>৩৩</sup> কহে চাঁদ,  
 দোহে দোহ করতহি নাদ, চিঁচকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥  
 কেরে ধ্বন সুরচাক, কদলা তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে,  
 তহুঁকে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঞ্চিনী সহ শোভা করিছে ।  
 বরতল স্থল নলদগ অশির, বানে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভর,  
 ষণ্ড পণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সধিনী ॥  
 কেরে উর্জিতর ভূধর, হেরি হেরি পদোদর, কন্নীকুন্ত ভয়ে বিধরে,  
 অথরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুনরী সুনর পরে ।  
 পাকুর বদনে রদন ঝগকে, মৃচ্ছাসা প্রকাশা দামিনী নলকে,  
 রবি অনল শর্শা ত্রিঘনন পলকে, দম্বে কম্পে মঘনে ধরণী ॥২০১॥

### রাগিনী ছরানট—তাল থমরা ।

সমরে কেরে কাল কামিনী ।

কাদধিনী বিড়ধিনী, অপরা কুম্বাপরাগিতা বরনী, কে রণে রমনী;  
 সুদার্ত্ত সুদা কি শ্রমজ বিন্দু, জীমুখ না একি শরদ উনু,  
 কমল বন্ধু, বাহু, সিদ্ধ তনয় এ তিন নয়নী ॥  
 আনরি আনরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী ।  
 ফণা ফণাতরগজিনি, গণি দম্ব কুন্দ শ্রেণী ॥  
 কেশাঙ্গ ধরনীপরে বিরাজ, অপকূপ শব্দশব্দে সাজ,  
 আনার আমরি চণ্ডমুণ্ড নাগ, করে কপাল একি বিশাল,  
 ভাল ভাল কাগদও ধারিণী ।  
 ফাঁগ কটীপর, নুকের নিকর, আব্রহ কত কিঞ্চিনী ॥

সর্দার শোভিত শোণিত রক্তে, কিংশুক হৈব ঋতু বসন্তে ।  
 চরণোপান্তে, মনহরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী ॥  
 আমরা আমরা সঙ্গিনী সকল, ভাবে চল চল,  
 হাসে খল খল, টল টল ধরণী ।  
 ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিখ উরে শিবা আপনি ॥  
 প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,  
 কহিছে প্রমাদ, দেহ না প্রমাদ, প্রমাদ বিবাদ নাশিনী ॥ ২০২ ॥

## আগমনী ।

### রাগিণী মালসী ।

আজ শুভনিশি পোতাটল তোমার ।  
 এই বৈ নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন বরে ।  
 মুখশশী দেখ আসি, দূরে বাবে ভঃধরাশি,  
 ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ফরে ॥  
 শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চলে দায় রাণী, বসন না সযরে ।  
 গদ গদ ভাব ভস্মে, বর বর আঁখি ঝরে,  
 পাছে করি গিরিবরে, অননি কাঁদে গলা ধোরে ॥  
 পুন কোলে কুসাইয়া, চাকু মুখ নিরখিয়া, চুখে অকণ অধরে ।  
 বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,  
 তোমা হৈন স্কুমারী, দিলান দিগম্বরে ॥  
 বত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা গুলে,

কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দসাগরে ।

জননীৰ আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,

দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে ॥২০৩॥

—•—

### রাগিনী মালিনী ।

ওগো রাগি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,

নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।

চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো ॥

জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার

তোমাঝ, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,

প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥

রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার ।

নিকটে দেখে যারে, স্বধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো ॥

বেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার ।

বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,

মা বলে একি কথা মার গো ॥

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মাগেরে প্রণাম করি,

শাস্তনা করে বার বার ।

দাস শ্রীকবিরঞ্জে, সক্রমে ভণে,

এমন শুভ দিন আর কার গো ॥ ২০৪ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।

বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্বে না ॥

• • • যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,

এবার মায়ে বিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মান্বে না ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ ঙ্খ কি প্রাণে নয়,

শিব শ্মশানে মশানে কিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥২০৫॥

## বিজয়া ।

রাগিণী ললিত ।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে ভুল কাঁপিছে আমার ।

কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,

বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার ।

তব দেহ হে পাষণ, এ দেহে পাষণ প্রাণ,

এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার ॥

উনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,

হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।

প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,

প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥২০৬॥

বট্টচক্র ভেদ ।

## রাগিণী বিভাস—তাল একতালা ।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,

মা আছ গো অন্তরে ।

এক স্থান নুলাধার, আর স্থান সহস্রার,

আর স্থান চিন্তামণি পুরে ।

শিব শক্তি সবে্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,

সরস্বতী মথ্যে শোভা করে ॥

ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্বুতে স্নানদ্রিতা,

এই ধ্যান করে ধন্য নরে ।

নুলাধার স্বাদিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,

অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥

বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ত, ক, ঙ, ঠ,

যোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে ।

হ, ফ, আশ্রয় ভুরু, অন্তান্ত কহিলা শুক,

চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিছাদি ছয় শক্তি,

ক্রমে বাস গঙ্গের উপরে ।

গজেন্দ্র মকর আর, নেববর কৃষ্ণমার,

আরোহণ দ্বিতীর কুঞ্জরে ॥

অঙ্গপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,

গুণে মত্ত নধুব্রত বরে ।

• ধরা জল বহি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,

বং রং লং বং হং হৌং স্বরে ॥

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্জার হয় সৃষ্টি,

চরণযুগলে সূধা করে ।

তুনি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,

এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥

উপাসনা ভেদভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,

মহাকালী কাল পদ ভরে ।

• নিদ্রা ভাঙ্গে বার ঠাই, তার আর নিদ্রা নাই,

থাকে জীব শিব কর তারে ॥

মুক্তি কত্যা তারে ভজে, সে কি আর বিবগ্নে নজে,

পুনরপি আসিয়া সংসারে ।

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘৃতাণ্ড ভক্তের খেদ,

হংসারূপে মিল হংসবরে ॥

চাঁরি ছয় দশ বার, বোদ্ধশ দ্বিদল আর,

দশ শত দল শিরোপরে ।

ঐনাথ বসতি তথা, তুনি প্রসাদের কথা,

• যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥২০৭॥



ষট্চক্র বর্ণন ।

ঐশাদী সুর—তাল একতালী ।

আমরি মনে বাসনা জননি ।

ভাবি ব্রহ্মরঞ্জে মহাসারে, হ, ল, ফ, ব্রহ্মরূপিণী ॥

মূলে শূন্য ব, স, অস্ত্রে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী ।  
 সীর্ধ্ব ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥  
 স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অস্ত্রে ষড়দলোপর বাসিনী ।  
 ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥  
 ত্রিকোণ মণিপুত্রে বহি বীজ ধারিণী ।  
 ড, ক, অস্ত্রে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥  
 অনাহতে ষটকোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী ।  
 ক, ঠ, অস্ত্রে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥  
 বিগুহ্বাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শ দল পদ্মিনী ।  
 নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥  
 ক্রমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি ।  
 চন্দ্র বীজে সূর্য্য ফরে হ, ক, বর্ণে হাকিনী ॥২০৮॥

### শব সাধনা !

জগদস্থার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেকলো,  
 জগদস্থার কোটাল ।  
 জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,  
 বব বম্ব বাজাইয়া গাল ॥  
 ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,  
 ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ।  
 অর্ধচন্দ্রে শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,  
 আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥

শমন সমান দর্প, প্রথমতে চলে সর্প,  
 পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল ।  
 ভয় পায় ভূতে মারের, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,  
 সম্মুখে ঘুরায় চকু লাল ॥  
 বেজন লাদক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,  
 তুচ্ছ হয়ে বলে ভাল ভাল ।  
 অস্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, কবালবদনী জ্ঞাপি,  
 তুচ্ছ জয়ী ঈশ পরকাল ॥  
 কবি রামপ্রসাদ দাশে, আনন্দসাগরে ভাসে,  
 সাধকের কি আছে জঙ্ঘাল ।  
 বিভীষিকা সে কি মানেন, বসে থাকে বীরাঙ্গনে,  
 কালীর চরণ করে ঢাল ॥২০৯॥

### নানাবিষয়ক ।

ওহে নুতন নেয়ে ।  
 ভাজা নৌকা চল বেয়ে ॥  
 ঢুকল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,  
 কেমন কেমন করে ছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,  
 ওহে গুণনিধি, নট হোক ছানা দপি,  
 কিন্তু মনে করি এই পেম ।  
 কাণ্ডারী যাচার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,  
 মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥



বসুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কুশোদরী,

প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল ।

অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,

ঝটিং পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥

কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,

কুলবধূর মনে বড় ভয় ।

এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,

তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥২১০॥

—•—•—

ও নৌকা বাও হে ত্বর করি, নূতন কাণ্ডারী,

রঙ্গে রত্নবধূর সঙ্গে ॥

আতব লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরুণী,

চালন কর মনের রঙ্গে ।

আপন কর হে পণ, চাও হে ঘোবন ধন,

তাস ভাস প্রেম করঙ্গে ॥

আগে চরাইতে দেখু, বাজারে মোহন বেণু,

বেড়াইতে রাধালের সঙ্গে ।

এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,

দেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥

ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,

কাব কি হে কথার প্রসঙ্গে ।

সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,

দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥২১১॥

# শিব সঙ্গীত ।

হয় কিরে স্মৃতিয়া, শঙ্কর ফিরে স্মৃতিয়া ।

শিখা করিছে ভভ ভন্ ভন্,

ভৌ ভৌ ভৌ বমন্ বমন্ বব বন্ বব বন্ গান বাজিয়া ॥

নগন হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ভসন্ত হইয়া হাত,

কোটি কোটি কোটি দানব-সাপ, প্রশানে ফিরিছে গাহিয়া ।

কটীভটে কিবা বাঘের ছান, গলায় ছলিছে হাড়ের মাল,

নাগনগ্নোপবাস্ত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥

শশবর কণা ভালে গোভে, নয়ন চকোর অনির গোভে,

স্তির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ।

আব চাদ কিবা করে ঢাকনির্কি, নয়নে অনল দিক বিকি দিকি,

প্রজলিত হর দ্বাক পাক থাক, দেখে রিগু যার ভাগিয়া ॥

বিভ্রান্ত চুমণ মোহন বেশ, ভরণ অরণ অপর দেশ,

শব আভরণ গলায় শেষ, দেবেব দেব যোগিয়া ।

বৃদ্ধ চান্দো সানিক সানিক, বাজায়ে ভসন্ত সানিক সানিকি,

ব্রত তাল সানিকি, ত্রিমিকি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥

বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবনয়া করে ঢল ঢল,

লহর উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে পার্কিয়া ।

প্রমাদ করিছে এ হুব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে ঘোর,

কাটেতে নারিহু করন ঘোর নিজগুণে লহ ভাগিয়া ২২২ ॥

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্ঠয় ।

রাগিণী মূলতান—তাল একতাল ।

কালীশুণ গেয়ে, বগল বাজারে, এতলু তরলী তুরা করি চল বেয়ে

ভবের ভাবনা কিবা মনকে করি নেয়ে ॥

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,

অনায়াসে পাবে কুল, কালরবে চেরে ।

শিব নহেন নিগ্নাবাদী, আজ্ঞাকারা অনিমাধি,

প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে পেয়ে ॥২১৩॥

প্রসাদী তুর—তাল একতাল ।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে ।

এহ বাদানুবাদ করে সকলে ॥

কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বপ্নে যাবি,

কেউ বলে সাপোকা পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে ।

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাস, ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥

ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব ধোয়ালে ॥

এক ঘরেতে বাস করিছে গন্ধজনে মিলেজুলে ।

সে যে সময় হ'লে আপনা আপনিষ্টে যার স্থানে যাবে চলে ॥

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নৈদান কালে ।

যেমন জলের বিধ জলে উদয় লর হয়ে সে গিশায় জলে ॥২১৪॥

### রঙ্গিণী মূলতান—তাল একতালা ।

নিতান্ত বাবে দীন এ দিন বাবে, কেবল ঘোষণা হবে গো ।

তারানামে অসংখ্য কণ্ঠ হবে গো ॥

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,

ওমা ক্রীষ্ণ বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো ॥

নশের ভরা ভরে নায়, হুঁখী জনে ফেলে যায়,

ওমা তার ঠাই বে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ।

প্রসাদ বলে পাষণ মেয়ে, আসন দে না ফিরে চেয়ে,

আলি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবারণ হবে গো ॥২১৫॥

—•—

তারা তোমার আর কি মনে আছে ।

ওমা এখন বেগুন রাখলে সুখে তেনি সুখ কি পাছে ॥

শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,

নাগো ওমা কাকির উপরে কাকি, ডান ঢকু নাচে ॥

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমায়ে সাধিতাম নাই,

নাগো ওমা দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,

নাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥২১৬॥

—•—

### রঙ্গিণী খান্সাজ—তাল তিওট ।

হর হৃদি বিহরে ।

ভরুকচি কচির সঙ্গস্থ ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে ॥

নীলকমল দল, ক্রীমুখমণ্ডল, শ্রবজল শোভে শরীরে ।

মরকত মুকুরে মকুতা মুক্তাফল রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥  
 গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে ।  
 ওরতর পদভর, কমঠ ভূজগবর, কাতর মুচ্ছিত মহীরে ॥  
 ঘোয় বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, সুধা তাঁজি বিষগ্ন করি রে ।  
 ভণে ত্রিকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে ॥২১৭॥

### রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল ।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর ।  
 কালীনামের অসি ধর, তারানামের ঢাল,  
 ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর ॥  
 কালীনামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর ।  
 ওরে ত্রিহুগী বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥  
 কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর ।  
 কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর ॥২১৮॥

### রাগিণী মুলতান—তাল একতাল ।

কার বা চাকরী কর ( রে মন ) ।  
 ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার ফর ॥  
 মোহাছিবা দিতে হবে নিকাঁশ তৈয়ার কর ।  
 ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি কর্জ জমা ধর ( ওরে মন ) ।  
 দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে তারার নামটি সার । ওরে মিছে  
 কেন দায়া স্নেহের বেগার খেটে মর ( ওরে মন ) ॥২১৯॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

ভুই যারে কি কর্বি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি ।

মনবেড়ী তাঁক পায়ে দিয়ে হৃদগারদে বসিয়েছি ॥

হৃদপদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি ।

কুলকুণ্ডলিনী, শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥

এম্বি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,

হামেশা রুজু ভক্তি প্যায়দা, ছনমন দারবান দিয়েছি ॥

মুহাজ্জর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি ।

তাই সর্বজ্বর হর লৌহ গুরুতর পান করেছি ॥

স্বীরামপ্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি ।

মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি ॥২২০॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ ।

জানিলাম বিষম বঁড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে ।

সদা ফুকারে ফরিদী বাদী না হয় সঞ্চার রে, ॥

আরজবেগী বার শিরে, সে দরবারের ভাঙ্গা কিরে,

মাগো ওমা' দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আছা কি কথার রে ॥

লাঞ্চ উকীল করেছি খাঁড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়ী,

মাগো ওমা' তোমায় তাঁরা ডাকে আমি ডাকি কাণ নাই বুঝি মারগো

গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী,

রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে অপমারে রে ॥২২১॥

## রাগিণী জংলা—তাল একতালী ।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয় ।

ও তুনি কেন রে পেয়েছ এত ভয় ॥

তুকান দেখে ডরিওনারে ও তুফান নয় ।

ভ্রগানাম তরঙ্গী করে বেয়ে গেলে হয় ॥

পথে যদি চৌকীদারে তোরে কিছু কয় ।

তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়েরি তনয় ॥

প্রসাদ বলে ফেপা মন তুই কারে করিস ভয় ।

আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয় ॥২২২॥

## প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

মন জাননা শেষে ঘটবে লেঠা ।

যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে ত্রোনার দিবে কাঁটা ॥

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা ।

ওরে শ্যামা মায়ের জীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা ॥

পিঞ্জরে পুবেছ পার্থী আটক করবে কেটা ।

ওরে জাননা যে তার ভিতরে ছুরার আছে নটা ॥

পেয়েছ কুমঙ্গী সঙ্গী পিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা ।

ভারা যা বলিছে তাই করিছ এমনি বৃকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা ।

আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা ॥২২৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

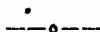
এ সব ফেপা মেয়েব খেলা ।

নার আয়ায় দ্বিভবন বিভোলা ॥

সে যে আপ্নি ফেপা, কর্ত্ত ফেপা, ফেপা ছুটো চেলা ॥

কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই না যায় বলা ।

নার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের আলা \* \* ॥২২৪॥



প্রসাদী সুর—তাল একতালী ।

বাও গো জননি, জানি জোরে ।

তারে দাও দ্বিগুণ মাজা মা, যে তোর থোমামদি কবে ॥

মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি কবে ।

ছুগে শোকে দিগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥

অল্লৈ কারে পাওয়া যায়, গীণ আলে বারি ধায়,

যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে ।

চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখি না মা বিচার করে ॥

ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভরে দিনি মহিবার্হবে ।

বেঁজুকপা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে ।

তার হয়ে আশ্রিত সূদা থাকিস্ মা পরাণেব ভরে ॥

রানু প্রসাদ কৃতার্থ হবে, রূপাকণা জোরে ।

সাদরে আমার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥২২৫॥





সীতাবিলাপ।

# সীতাবিলাপ

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,  
কি দোষে গেলো ছাড়িয়ে হে ।

জনক হৃদিতে কঁাদিতে কঁাদিতে,  
।ব কুশ দোহে লইয়া সহিতে,  
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,  
শিরে কর হানি পড়িয়া মহিতে,  
হাহাকার রব করিয়ে হে ॥

( সীতার )    লোচনে মলিল পড়িছে করিয়া,  
রামের হুখানি চরণ ধরিয়া,  
কঁাদেন জননী করুণা করিয়া,  
কোথাকারে প্রভু গেলো হে চলিয়া,  
কোন অপরাধ পাইয়ে হে ॥

অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো,  
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো,  
কমল নয়নে চাহনা চকিতো,  
বিদরে পরাণো করনা হুকিতো,  
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে ।

ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,  
 ছকুল আকুল হোয়েছে কটীর,  
 ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,  
 দিবসে সকলি দেখিহে তিমির,  
 আলো কর পুভু জাগিয়ে হে ॥

করে হোতে ধনু পড়েছে বসিয়া,  
 কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,  
 নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,  
 কেননে এমন দেখিব বসিয়া,  
 পরাণ বাইছে ফাটিয়া হে ।

বধন ছিলাম জনক বাসেতে,  
 আমারে দেখিয়া কহিত লোকেরেতে,  
 বিধবা চিহ্ন নাহিক ভোনাতে,  
 এবে এই ছিল মোর কপালেতে,  
 সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥

ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,  
 আপনি উদরে ধরেছি বারে,  
 তনর হইয়া বধিল পিতারে,  
 আশা নাথ নাথ কি হলো আনায়ে,  
 উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে ।

শিক্‌ শিক্‌ তোরে বলি রে তনয়,  
 বুঝিলাম তোরা আমার তৌ নয়,

## সীতার বিলাপোক্তি ।

৩

এমন করিতে উচিত নয়,  
প্রভুরে লইলি বনের আলয়,  
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥

এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,  
তোমার নিকটে এখনি মরিব,  
জালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,  
নহে হলাহল অশন করিব,  
কি কায এ দেহ রাখিয়ে হে ।

রামপ্রসাদ কহিছে শুন না জানকী,  
রামের সহমা তুমি না জান কি,  
প্রবোধ নান না কমল কানকী,  
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী,  
দেখিবে নয়ন ভরিয়া গো ॥

সম্পূর্ণ ।















